চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 115 Monday, 27 March, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা ✻ ১২ চৈত্র, ১৪২৯, সোমবার, ২৭ মার্চ, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

রাহুল নিয়ে উত্তাপের মাঝে সওয়াল বাংলার রাজ্যপালের

'মহার্ঘ অলঙ্কার বাকস্বাধীনতা'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ 'মোদি' পদবি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন রাহুল গান্ধী। সেই অভিযোগে আপাতত সংসদীয় রাজনীতি থেকে তিনি নির্বাসিত। তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে। সেই বিষয়কে সামনে রেখে জোরদার আন্দোলনে নেমেছে জতীয় কংগ্রেস। রবিবার থেকে দিল্লি সহ গোটা দেশেই 'সত্যাগ্রহ' শুরু হয়েছে। রাহুল নিজেও বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি না থাকতে পারেন, তবে লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরবেন না। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে অধিকাংশ বিরোধী দল। এই ইস্যুতে যখন উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি, সেসময়ই বাকস্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করলেন বাংলার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তাঁর মতে, বাকস্বাধীনতা ভারতের মহার্ঘ অলঙ্কার। তার সঙ্গে আপোস করা উচিত নয়। রবিবার সকালে কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ''ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে বাকস্বাধীনতার সঙ্গে কোনও রকম আপোস হওয়া উচিত নয়।'' যদিও এর সঙ্গে কোনওরকম রাজনৈতিক সংযোগ নেই বলেই দাবি তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের। এমনকী তাঁকে রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এড়িয়ে যান। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে বাকস্বাধীনতা নিয়ে আনন্দ বোসের এই বক্তব্য গণতন্ত্রকে আরও মজবুত করার বার্তা হিসেবে দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। কারও নাম না করলেও তাঁর বক্তব্যের আসল টার্গেট যে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, তা স্পষ্ট বলেই মত অনেকের। এমনিতে রাজ্যের সঙ্গে নতুন রাজ্যপালের সম্পর্ক ভাল। এখনও পর্যন্ত খুব একটা দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ হওয়ায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের বাকস্বাধীনতার বার্তাতেও সেই একই সুর শোনা গেল বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে শুভেন্দুর গড়ে মমতা

এপ্রিলের গোড়াতেই পূর্ব মেদিনীপুর সফর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য তার ঠিক আগেই পুনরায় জেলা সফর শুরু করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে জনতে পারা গিয়েছে, এপ্রিলের গোড়াতেই তিনি যাবেন পূর্ব মেদিনীপুরে । মূলত দিঘাকে কেন্দ্র করে তাঁর তিনদিনের সফর বলে শুনতে পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এপ্রিলের ৪ তারিখ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত কর্মসূচি রয়েছে। ৬ তারিখ তিনি কলকাতায় ফিরে আসবেন। এখনও দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের যে বেশিদিন বাকি নেই, তা পরিস্কার। বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। শাসকদলও ব্যস্ত হয়ে পরেছে একাধিক কর্মসূচি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর ধরনা থেকে শুরু করে জেলা স্তরে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, চলছেই। মার্চ মাসের শেষ থেকে সেসব কর্মসূচিতে জোর বেড়েছে। আগামী ২৯ ও ৩০ মার্চ ময়দানে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধরনায় বসবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। আর তারপর এপ্রিলের গোড়াতেই যাবেন পূর্ব মেদিনীপুরে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ৪ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে যাবেন দিঘা। হেলিপ্যাড ময়দানে বুথ কর্মীদের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা। ৫ তারিখ জনসংযোগ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। রাজ্যে ১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে 'দুয়ারে সরকার' শিবির। শোনা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘুরে দেখতে পারেন দিঘা ও সংলগ্ন এলাকার শিবিরগুলি। সেখানে আসা মানুষজনের সঙ্গে কথাও বলতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতো করে দিঘায় যে মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে, এই সফরে গিয়ে সেই মন্দিরের গর্ভগৃহ উদ্বোধন করে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সফর ঘিরে জেলাস্তরে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হলেও চূড়ান্ত সফরসূচির বিষয়ে বিশদে জানা যায়নি। ৬ এপ্রিল কলকাতায় ফেরার কথা মুখ্যমন্ত্রীর এটুকু শোনা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ব মেদিনীপুর সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় হিসেবে এই জেলায় বরাবরই বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে শাসকদল। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলারই নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনিই নির্বাচনে জিতে বিরোধী দলনেতার পদে আসেন। তারপর থেকে গোটা পূর্ব মেদিনীপুরে আরও বেশি করে নজর দিয়েছে তৃণমূল। আর পঞ্চায়েত ভোটের আগে সেই জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর সফর স্বভাবতই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী দলায়কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি কি বার্তা দেন সেই দিকেও সকলের নজর রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মহিলারা দেশের চালিকা শক্তি! প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রীর ৯৯তম 'মন কি বাতে' নারীশক্তির জয়গান গাইলেন নরেন্দ্র মোদি। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা ক্ষমতায়নের একাধিক নজির তুলে ধরে তাঁর দাবি, দেশের ক্ষমতায়নে মহিলাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রীর ৯৯তম 'মন কি বাতে'র অংশ ছিলেন দিঘার মৎস্যজীবীরা। এদিন তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। ১২ রাজ্যের মানুষজনের অভাব অভিযোগ শোনেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে চিলেন দিঘার মৎস্যজীবীরা। তাঁদের অভাব অভিযোগ শোনেন মোদি। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর এই ভূমিকায় উজ্জীবিত মোহনার মৎস্যজীবীরা। এরপর বেলা ১১টায় শুরু হয় মন কি বাত অনুষ্ঠান। যেখানে মহিলা ক্ষমতায়ন, তাঁদের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি অঙ্গদানেও উৎসাহ দেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, দেশের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন মহিলারা। গত ৭৫ বছরে প্রথবার নাগাল্যান্ডের দুই মহিলা জনপ্রতিনিধি বিধানসভার অংশ হয়েছেন। তিনি আরও জানান, রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে মহিলা বাহিনী মোতায়েন করেছে ভারত। মহিলারা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করছেন। পাশাপাশি অঙ্গদান করেছেন এমন ব্যক্তিদের সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, ২০১৩ সালে সারা দেশে ৫ হাজার অঙ্গদানের নজির ছিল। ২০২২ সালে ১৫ হাজারের বেশি অঙ্গদান হয়েছে। এদিন মন কি বাত এর ৯৯তম পর্বে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নার্ভাস নাইন্টিন'কে ক্রিকেটে খুব কঠিন পর্যায় বলে মনে করা হয়। কিন্তু, ভারতের মানুষের মন যেখানে উদ্বিগ্ন, সেখানে অনুপ্রেরণা অন্য কিছু।

'প্রধানমন্ত্রী কাপুরুষ', মোদিকে তোপ প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ দাদা রাহুল গান্ধীর কি পাশে দাঁড়ানোর জন্যই তাকে ভগবান রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। উঠল প্রশ্ন। দিল্লির সত্যাগ্রহের মঞ্চ থেকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বললেন, ভগবান রামচন্দ্রকেও তো বনবাসে যেতে হয়েছিল। তাহলে কি বিরোধিরা কি রামচন্দ্রকেও পরিবারবাদী বলবে? আমার পরিবারের রক্তে এই দেশের গণতন্ত্র লালিত। রাহুলের সমর্থনে রাজঘাটের ধরনায় আজ কংগ্রেসের তাবড় শীর্ষ নেতা উপস্থিত। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে দলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল, পি চিদম্বরম, অধীর চৌধুরীরা। সেই সত্যাগ্রহের মঞ্চ থেকে প্রিয়াঙ্কা বললেন, আপনারা আমাদের পরিবারবাদী বলেন। আমাকে বলুন তো ভগবান রামও কি পরিবারবাদী ছিলেন? আমাদের পরিবারের সদস্যরা এই দেশের জন্য শহিদ হয়েছিলেন, সেজন্য কি আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত? আমাদের রক্ত দিয়ে এদেশের গণতন্ত্র লালিত হয়েছে। প্রিয়াঙ্কা অভিযোগ করে বলেন, লাগাতার তাঁর পরিবারকে আক্রমণ করে যাচ্ছে বিজেপি নেতারা। অথচ তাদের কোনও শাস্তি হয় না। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলছেন, আমার বাবাকে সংসদে অপমান করা হয়েছে। আমার দাদাকে মীর জাফর বলা হয়েছে। সংসদে আমার মাকে অপমান করা হয়। আপনার একজন মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন, রাহুল গান্ধীর বাবার ঠিক নেই। অথচ তাঁর বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। রাহুলের পাপ্পু বদনাম নিয়েও এদিন ফুঁসে উঠেছেন প্রিয়াঙ্কা। তিনি বলেন,আমার দাদা হার্ভার্ড আর কেমব্রিজের মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা পেয়েছে। অথচ ওরা আমার দাদাকে পাপ্পু বলে। কিন্তু এবার ওরা ভালই টের পেয়েছে রাহুল পাপ্পু নয়, মানুষের সমস্যা বোঝে। তাই রাহুলকে বেকায়দায় ফেলতে চাইছে। কংগ্রেস নেত্রী এদিন বিস্ফোরক একটি অভিযোগও করেছেন। তিনি দাবি করেছেন,রাহুলের বিরুদ্ধে যে পূর্ণেশ মোদি মামলা করেছিলেন, ১ বছর আগে তিনি মামলাটি বন্ধ করে দেন। কিন্তু রাহুল আদানিদের বিরুদ্ধে ভাষণ দেওয়ার পরই মামলাটি ফের খোলা হয়েছে। বস্তুত প্রিয়াঙ্কা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাওয়াটাকে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি উজ্বল করতে পুরোদস্তুর চেষ্টা চালিয়ে যাবে। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে দিল্লির রাজঘাটে মেগা সত্যাগ্রহ শুরু করল কংগ্রেস। রবিবার দিনভর একেবারে শীর্ষস্তরের কংগ্রেস নেতারা রাজঘাটে অবস্থান করবেন।

দেশে আরও ৮৩২ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে। নতুন করে প্রায় প্রতি দিনই কয়েকশো মানুষ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। করোনায় মৃত্যুও হচ্ছে কারও কারও। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলিতে অতিমারির প্রস্তুতি যাচাই করতে মহড়ার আয়োজন করা হচ্ছে। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে নতুন করে ৮৩২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এই মুহূর্তে করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ হাজার ৪৩৩। সংক্রমণের সংখ্যা অবশ্য শনিবারের চেয়ে কিছুটা কম। শনিবার এক ধাক্কায় আক্রান্তের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এক দিনে সংক্রমিত হয়েছিলেন ১ হাজার ৫৯০ জন। আগামী মাসে ১০ এবং ১১ এপ্রিল হাসপাতালগুলির মহড়ার দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর ডিরেক্টর রাজীব বহলের তরফে একটি যুগ্ম নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যগুলিকে কোভিডের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। সেখানেই হাসপাতালে হাসপাতালে মহড়া আয়োজনের কথাও জানানো হয়।করোনা যে আবার ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, সে ইঙ্গিত বেশ কিছুদিন ধরেই মিলছিল। একটা সময় যে মারণ ভাইরাসের প্রকোপ কার্যত শূন্যে নেমে এসেছিল, সেটাই ফের বাড়তে শুরু করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তিউনিসিয়ায় ফের মর্মান্তিক নৌকাডুবি

তিউনিসিয়া, ২৬ মার্চ ঃ নৌকাডুবির ফলে মৃত্যু হল ১৯ জন আফ্রিকান শরণার্থীর। সাব-সাহারান আফ্রিকান অঞ্চলের শরণার্থীদের বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় তিউনিসিয়া উপকূলে নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকাটি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, ইতালির এনএসএ নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইতালির দ্বীপ ল্যাম্পেডুসায় দুই হাজারের বেশি শরণার্থী পৌঁছেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, শরণার্থী বহনকারী কম করে পাঁচটি নৌকা গত চার দিনে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর স্ফ্যাক্সে ডুবে গিয়েছে। এর ফলে অন্তত ৬৭ জন নিখোঁজ হয়েছেন এবং নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার তিউনিসিয়া উপকূলে একটি নৌকা ডুবে যায়। যার ফলে এখনও পর্যন্ত শিশুসহ অন্তত ৩৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

রাজ্যের ডিএ-ইস্যুতে হস্তক্ষেপ দাবি, রাষ্ট্রপতিকে গণ ই-মেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ অনশন প্রত্যাহারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন পদক্ষেপ নিল আন্দোলনকারীরা। এবার ডিএ ইস্যুতে তারা রাষ্ট্রপতির

হস্তক্ষেপ দাবি করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে গণ ই-মেল ডিএ আন্দোলনকারীরা পাঠিয়েছে বলে খবর মিলেছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ই-মেল করবেন তাঁরা বলে জানতে পারা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মতলার শহিদ মিনারে তাঁদের আন্দোলন চলছে। মাস খানেক আগে তাঁরা অনশনও শুরু করেছিলেন। অনশনের জেরে দু, একজন আন্দেলনকারী অসুস্থও হয়ে পড়েন। সেসবের জেরে এবার অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন আন্দোলনকারীরা। শনিবার তাঁদের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, অনশন প্রত্যাহার করা হল, তবে আন্দোলন জারি থাকবে। চলতি সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। ফের ১১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ডিএ মামলার। ফলে আন্দোলনের মেয়াদ বেড়েছে আরও। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে গণ ই-মেল ডিএ আন্দোলনকারীদের। সোমবার ই-মেল করা হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত আঃেদালনের পথ থেকে যে একটুও সরবেন না ডিএ আন্দোলনকারীরা, তা তাঁদের একের পর এক পদক্ষেপেই সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণার আগেই শুভেন্দুর গড়ে বিতর্ক

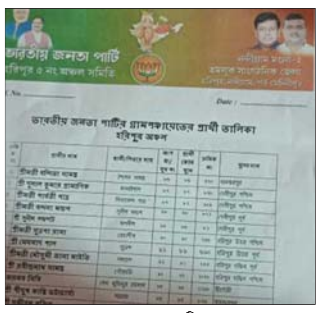

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৬ মার্চ ঃ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। নজিরবিহীনভাবে তার আগেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিল নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতৃত্ব। নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কর্মী সম্মেলনে শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে নামের তালিকা ঘোষণা করা হল। হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ টি আসনের মধ্যে ১৪টিতেই প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। বিশেষত শাসকদল তৃণমূলের তরফে এনিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি আসন। তার মধ্যে ১৪ টিতেই বিজেপির প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে রবিবার। দেখা গিয়েছে, সেই তালিকায় প্রায় সকলেই শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ। এদিন হরিপুর এলাকায় আয়োজিত দলের কর্মিসভায় উপস্থিত হন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর উপস্থিতিতেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা নিয়ে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়েছে। প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত বিজেপি প্রার্থীরা। একজনের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশ্চিহ্ন করে তবেই আমাদের শান্তি। এ নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেনের প্রতিক্রিয়া, এসব নাটক ছাড়া কিছুই নয়। পঞ্চায়েতে সব আসনে প্রার্থীই দিতে পারবে না ওরা। তাই নন্দীগ্রামের এই জায়গায় আগাম প্রার্থী ঘোষণা করে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকছে। যতই এসব করুক ওরা, ভোটে জিতবে তৃণমূলই।যদিও এ বিষয়ে শুভেন্দুর পাশেই দাঁড়িয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি সাংবাদিক বৈঠকে জানান, পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে আমরা বহু আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। জেলায় জেলায় ব্লকস্তরে তার প্রস্তুতি চলছে। এটাও তারই একটা অংশ। আসলে নন্দীগ্রাম শুভেন্দুর রাজনৈতিক গড়। একুশের বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকে জিতেই তিনি বিরোধী দলনেতা হয়েছেন।

সামনে পঞ্চায়েত ভোট, রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারে ৩০ হাজার গ্রাম ছুঁয়ে যাবে 'পথশ্রী'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ রাস্তাশ্রী-পথশ্রী প্রকল্পে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হবে। তাতে রাজ্যের প্রায় ৩০ হাজারের বেশি গ্রাম উপকৃত হবে। বেশিরভাগ জায়গাতেই হবে নতুন রাস্তা। কিছু জায়গায় পুরনো রাস্তাও সংস্কারও করা হবে। নবান্ন সূত্রে এমনই খবর মিলেছে। জানা গিয়েছে, প্রায় সাত হাজার নতুন রাস্তা হবে বলে তালিকা তৈরি হয়েছে। আর দেড় হাজারের বেশি পুরনো রাস্তা সারানো হবে। আগামী ২৮ মার্চ সিঙ্গুর থেকে এই প্রকল্পের শিল্যান্যাস করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে সেখান থেকে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে কী বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী, এখন সেটাই দেখার বিষয়। রাস্তাশ্রী প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানা গিয়েছে। নবান্নসূত্রে জানা গিয়েছে, বিটুমিনের রাস্তার পাশাপাশি হবে কংক্রিটের রাস্তাও। এবং বেশ কিছু মাটির রাস্তাও সারানো হবে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যজুড়ে। পথনাটিকা থেকে বড় বড় ফ্লেক্স, ট্যাবলোয় নাচগান ইত্যাদির মাধ্যমে শুরু হয়েছে প্রচার। জেলা থেকে রাস্তা ধরে ধরে তালিকাও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পের শিল্যান্যাস করলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে রাস্তা তৈরির গুণগত মানের উপর এবার নজরদারির বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। কেউ যাতে খারাপ ইমারতি দ্রব্য দিয়ে রাস্তা তৈরি করতে না পারে, তা দেখা হবে। রাজ্যের গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারে 'রাস্তাশ্রী' প্রকল্পের কাজে কয়েক হাজার কর্মসংস্থানও হবে বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে একশো দিনের কাজসহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। যে কারণে এরাজ্যের গরিব মানুষ বাড়ি পাচ্ছেন না। একাধিক কাজ আটকে রয়েছে। তবে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ যাতে ব্যাহত না হয়, তাই রাস্তাশ্রী-পথশ্রী প্রকল্পের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। যার খরচ পুরোটাই বহন করবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের প্রচারের উপর জোর দিতে প্রত্যেক জেলাশাসককে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এও বলা হয়েছে, শিলান্যাসের আগে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে রাস্তা সংস্কার বা নির্মাণকাজ হবে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হোর্ডিং, ফ্লেক্স ও পোস্টার দিতে। স্থানীয়ভাবে রাস্তার নাম, গ্রামের নাম এবং রাস্তা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পোস্টার ও হোর্ডিংয়ে রাখতে হবে।

'দলে আমি চোর হতে পারি, মমতা নন', 'ক্লিনচিট' মন্ত্রী শোভনদেবের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ বর্তমানে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে ধরা পড়ছেন একের পর এক তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরা। শাসকদলের অস্বস্তি স্বাভাবিকভাবেই অক্সিজেন জোগাচ্ছে বিরোধীদের। পালটা বিরোধীদের বিঁধতে বাম আমলের দুর্নীতিকে হাতিয়ার করার চেষ্টা করল তৃণমূল কংগ্রেস। তারই মাঝে এবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্লিনচিট দিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। খড়দহে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেন। পলিটেকনিক কলেজে অন্তত ২০০ জন অধ্যাপককে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয়েছে বলেই সুর চড়ান। বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হতে মাধ্যমিক থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু রজত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও স্তরে ওই নম্বর ছিল না। এরকম

অনেক ঘটনা রয়েছে। কোথায় কোথায় দুর্নীতি হয়েছে। আমার কাছে সে সমস্ত তথ্য রয়েছে। এখন আমরা যদি বলি সিপিএমের আমলে কারা চাকরি পেয়েছিল, তাঁদের তাড়িয়ে দাও। সেটা হয় না। তৃণমূলের কিছু নেতামন্ত্রী যে সত্যিই দুর্নীতিতে জড়িত, তা কার্যত মেনে নিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, সমাজের মধ্যে ভাল, খারাপ রয়েছে। সৎ, অসৎ দু'টোই রয়েছে। আমাদের দলেও কিছু খারাপ লোক আছে। সবাই ভাল লোক নন। একটা মন্দিরে পুরোহিত চোর হতে পারে। কিন্তু দেবতা চোর হতে পারে না। দলের মধ্যে আমি চোর হতে পারি। কিন্তু দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনই চোর হতে পারেন না। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নিয়োগ দুর্নীতিতে কিছুটা হলেও কোণঠাসা ঘাসফুল শিবির। তারই মাঝে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এহেন মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে বুঝতে পেরে মন্ত্রী এমন মন্তব্য করছেন বলেই দাবি বিরোধী বিজেপি শিবিরের।

সাংবাদিককে ধমকে বিপাকে রাহুল, ক্ষমা চাইতে বলল প্রেস ক্লাব

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ সময়টা একেবারেই ভাল কাটছে না রাহুল গান্ধীর। অপরাধমূলক মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া, সাংসদ পদ হারানো, ধর্ষিতার পরিচয় প্রকাশ্যে আনার অভিযোগের পর এবার সাংবাদিককে অপমান করার অভিযোগ উঠল এই কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে। সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে রাহুলের বিরুদ্ধে সরব হল মুম্বই প্রেস ক্লাব। জেনে নেওয়া যাক তাঁর কি বিরুদ্ধে ঠিক কিকি অভিযোগ। শনিবার কংগ্রেস দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক চলাকালীন রাহুল সরাসরি এক সাংবাদিককে বিজেপি কর্মী বলে কটাক্ষ করেছিলেন। আসলে ওই সাংবাদিক কংগ্রেস নেতাকে বিজেপি সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, তখনই রাহুল গান্ধী তাঁকে থামিয়ে দেন। বলে দেন, আপনি নিজেকে সাংবাদিক বলে দাবি করছেন কেন? নিজেকে তো বিজেপি নেতা বলতে পারেন। বিজেপির ব্যাজ লাগিয়ে আসতে পারেন তো! এখানেই শেষ নয়, রাহুলের কাছে বকুনি খাওয়ার পর ওই সাংবাদিক যখন চুপচাপ বসে যান, তখন আবার রাহুল কটাক্ষের সুরে বলেন,কী হল, হাওয়া বেরিয়ে গেল! (হাওয়া নিকল গয়ি) কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্যকে অপমানজনক বলে মনে করছে মুম্বই প্রেস ক্লাব। তাছাড়া এই প্রথম নয়, রাহুল গান্ধী নিয়মিত সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করে আসছেন বলে দাবি মুম্বই প্রেস ক্লাবের। তাদের বক্তব্য, রাজনৈতিক নেতাদের সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতাকে সম্মান জানানো উচিত। মুম্বই প্রেস ক্লাবের সাফ দাবি, রাহুলকে ক্ষমা চাইতে হবে। এক বিবৃতিতে তারা বলছে, সাংবাদিকদের কাজই হল প্রশ্ন করা। সব রাজনৈতিক দলের নেতারাই সাংবাদিকদের অপমানজনক কথাবার্তা বলেন। আমাদের আবেদন সব রাজনৈতিক নেতাদেরই উচিত সংবাদমাধ্যমের সম্মান বজায় রাখা। এখন দেখার বিষয় রাহুল গান্ধী ক্ষমা চান কিনা।

আগামী সপ্তাহেই বাংলার বিজেপি সাংসদদের ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে সময় চেয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। অবশেষে বিজেপি রাজ্য সভাপতির আবেদনে সাড়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সহ দলের রাজ্য নেতৃত্ব। সপ্তাহ খানেক আগে এই মর্মে আবেদন জানানো হয়েছিল। তাতে এবার সাড়া মিলল। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ বাংলার দলীয় সাংসদদের সঙ্গে দেখা করবেন মোদি। বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। এ বিষয়ে সুকান্ত মজুমদারকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে সমস্ত সাংসদ মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। রাজ্যে আড়াআড়ি বিভক্ত গেরুয়া শিবিরের সংগঠন। সুকান্ত মজুমদার বনাম শুভেন্দু অধিকারী গোষ্ঠী। প্রথম গোষ্ঠীর অভিযোগ ছিল দ্বিতীয়দের 'অতিসক্রিয়তা' নিয়ে। রাজ্যে চলতে থাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অনিয়মের নতুন নতুন অভিযোগ করে প্রতিদিনই প্রধানমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের চিঠি দেওয়া অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন শুভেন্দু। দলকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের চিঠি বা ঘনিষ্ঠ নেতাকে রাজধানীতে পাঠিয়ে সংগঠনের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা সহজভাবে নিতে পারেনি সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষরা। পাল্টা কে।শল গ্রহণ করে তাই তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছেন। মঙ্গলবার সেই সাক্ষাৎ হতে চলেছে। দিল্লিতে সংসদের অধিবেশন চলছে এই মুহূর্তে।

সুকান্তর আবেদনে সাড়া

সেখানেই বাংলার বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। সামনে পঞ্চায়েত ভোট রাজ্যে। সর্বশক্তি নিয়ে ফের ঝাঁপাবে গেরুয়া ব্রিগেড। তার আগে বুথ স্তরে সংগঠন কতটা শক্তিশালী করতে পারলেন বঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা, সেই খবর নিতে চান মোদি। রাজ্যে দলীয় কাজকর্ম নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। সাংসদদের সেই সংক্রান্ত প্রশ্নের মুখে পড়তে পারেন। মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের অভিভাবকের মতো। তাঁর পরামর্শ সংগঠনের কাছে নির্দেশ। এবারও তিনি যা নির্দেশ দেবেন, তা পালন করবেন। মনে করা হচ্ছে সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, তাই সেই নির্বাচনে যাতে দল মরণপ্রাণ লড়াই করার পরিকল্পনা করে সেই বার্তাই দেবার জন্য সাংসদদের ডাকা হচ্ছে। তবে তৃণমূলের সংগঠন যে ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, তাতে তা ভেদ করে পঞ্চায়েত লড়াইয়ে জয়লাভ করা অসম্ভব।

পতাকা উড়িয়ে দিল্লি-ধর্মশালা ইন্ডিগো ফ্লাইট শুরু

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং জেনারেল ভি কে সিং (অব.) রবিবার দিল্লি থেকে ধর্মশালা পর্যন্ত প্রথম ইন্ডিগো ফ্লাইট পরিষেবাকে পতাকা উড়িয়ে যাত্রা শুরু করলেন।এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর একটি বড় বিমানবন্দরের দাবি জানিয়ে বলেন, বর্তমানে সারা ভারত থেকে হিমাচল ভ্রমণকারীরা দিল্লি যেতে পারবে। তিনি বলেন, ধর্মশালা বিমানবন্দর ৫টি জেলাকে সংযুক্ত করেছে এবং রাজ্যের অর্ধেক জনসংখ্যা সরাসরি উপকৃত হবে। ইন্ডিগোর পরিষেবা রাজ্যের অর্ধেক এবং পঞ্জাবের কিছু জায়গাকে দেশের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করতে অনেক দূর এগিয়েছে।কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, অসামরিক বিমান চলাচল সেক্টরে গত ৬৫ বছরে যা অর্জিত হয়নি তা গত ৯ বছরে ১৪৮টি বিমানবন্দর, জলের এয়ারড্রোম এবং হেলিপোর্ট নির্মাণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এই সংখ্যা ২০০-এর বেশি উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

গণতন্ত্রকে যারা দুর্বল করে, তারা সত্যাগ্রহ করতে পারে না, কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ আদিত্যনাথের

লখনউ, ২৬ মার্চ ঃ কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে রবিবার এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ কর্মসূচিতে কটাক্ষ করে যোগী বলেন, যারা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে তারা সত্যাগ্রহ করতে পারে না। এমনকি যারা ভাষাবাদ, আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করে, তারাও সত্যাগ্রহ করতে পারে না। যাদের মানুষের প্রতি সহানুভূতি নেই, নীরব প্রাণীদের কথাই বলা যায, তাদের সত্যাগ্রহের অধিকার নেই।কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেন, গান্ধীজি তাঁর জীবনে সর্বদা সত্য এবং অহিংসাকে স্থান দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর অনুরোধকে সত্যাগ্রহ বলা হয়। তিনি আরও বলেন, দেশ শাসন করার সুযোগ অনেক মানুষ পেয়েছিলেন, কিন্তু যাদের মানুষের প্রতি অনুভূতি নেই, তারা কি করে সত্যাগ্রহ করবে । যে অসত্যের পথে চলে সে সত্যাগ্রহের কথা বলতে পারে না। চরম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত মানুষ সত্যাগ্রহ করতে পারে না।কংগ্রেস নেতাদের আচার-আচরণ নিয়ে কটাক্ষ করে যোগী বলেন, যার আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, কথা ও কাজ আলাদা, তিনি সত্যাগ্রহ করতে পারেন না। যে ব্যক্তি তার দেশের নিন্দা করে, যে ভারতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয় এবং যে দেশের সাহসী সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে না, সে যদি সত্যাগ্রহের কথা বলে, এটা বড় পরিহাস।

লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানি হামলায় কড়া পদক্ষেপ চেয়ে সরব বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃবিদেশের মাটিতে দেশের দূতাবাসের উপর হামলা যে গ্রহণযোগ্য নয় তা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুধু আশ্বাসে হবে না, লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানি হামলার কড়া পদক্ষেপ করতে হবে ব্রিটিশ প্রশাসনকে, এমনটাই জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।গত রবিবার এক দল খলিস্তানি সমর্থক অমৃতপাল সিংহের নামে স্লোগান দিয়ে লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালান। দূতাবাস থেকে নামানো হয় ভারতের পতাকা। সানফ্রান্সিসকোর দূতাবাসেও হামলা হয়। লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানি হামলা নিয়ে আরও সুর চড়াল ভারত। এ বার এই বিষয়ে মুখ খুললেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও। বিদেশের মাটিতে দেশের দূতাবাসের উপর হামলা যে গ্রহণযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। দূতাবাসের নিরাপত্তার বিষয়টি সরাসরি সংশ্লিষ্ট দেশগুলির উপর চাপিয়ে জয়শঙ্কর বলেছেন, দূতাবাসের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা দেশগুলির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ধরা পড়ছে না। লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের উপর খলিস্তানপন্থীদের হামলাকে ভারত লঘু করে দেখছে না তার ইঙ্গিত দিয়ে জয়শঙ্কর বলেছেন, এই বিষয়ে (হামলার বিষয়ে) আমরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি। ঘটনাচক্রে, শুক্রবারই বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে জানিয়েছিলেন, ভারত আশ্বাস চায় না, চায় উপযুক্ত

যক্ষ্মামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারত পুনরায় তার প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছে

নয়াদিল্লি,২৬ মার্চঃ বারাণসীতে রুদ্রাক্ষ কনভেশন সেন্টারে সম্প্রতি ‘ ওয়ার্ল্ড টিবি’ শিখর সম্মেলনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। যক্ষ্মামুক্ত পঞ্চায়েত স্তরে উদ্যোগ, দেশজুড়ে সরকারিভাবে স্বল্পকালীন যক্ষ্মা প্রতিরোধ চিকিৎসা এবং যক্ষ্মার জন্য পরিবার-কেন্দ্রিক তত্ত্বাবধান মডেলের সূচনা ও ২০২৩-এর ভারতের বার্ষিক যক্ষ্মা রিপোর্টের প্রকাশ করেন তিনি। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও উচ্চহারে রোগ দমন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী এবং বারাণসীতে মেট্রোপলিটন জনস্বাস্থ্য নজরদারি কেন্দ্র গড়ে তোলার স্থানেরও উদ্বোধন করেন তিনি। শ্রী মোদী সফল কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং জেলাকে যক্ষ্মা নির্মূল করার কাজে তাদের অগ্রগতির জন্য পুরস্কৃতও করেন। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল - কর্ণাটক এবং জম্মু ও কাশ্মীর এবং জেলাস্তরে নীলগিরি, পুলওয়ামা ও অনন্তনাগ পুরস্কৃত হয়েছে।স্টপ টিবি-র কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ডঃ লুসিকা ডিটিও বলেন, বিশ্বের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন রোগ অর্থা, যক্ষ্মা নিয়ে আলোচনার জন্য পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শহর বারাণসীতে এই শিখর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ভারতে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা প্রচুর হলেও সর্বোকৃষ্ট পন্থা, লক্ষ্য এবং উন্নত রূপায়ণ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হচ্ছে। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে বিশ্বকল্যাণ ক্ষেত্র বিশেষভাবে আদৃত হচ্ছে জানিয়ে ‘ বিশ্ব এক স্বাস্থ্য’ - এই বিষয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন তিনি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূল করতে ভারত তার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বারাণসীর সাংসদ হিসেবে ‘ ওয়ার্ল্ড টিবি’ শিখর সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি আনন্দিত। শ্রী মোদী বলেন, কাশী শহর এক চিরন্তন প্রবাহের মতো এবং হাজার হাজার বছর ধরে মানবতার নিরলস সেবায় ব্যাপৃত। ‘ সবকা প্রয়াস’-এর লক্ষ্যে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে কাশী সব সময়েই নতুন পন্থা সৃষ্টি করে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন যে দেশ হিসেবে সমগ্র ধরিত্রীকে এক করে নেওয়ার লক্ষ্যে ভারতের ভাবধারায় ‘ বসুধৈব কুটুম্বকম’-এর প্রকাশ ঘটে। এই প্রাচীন আদর্শ আজকের উন্নত বিশ্বে এক সম্মিলিত দিশা এবং সমন্বিত সমাধানের পথ দেখিয়েছে। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে ‘ পরিবার, এক পৃথিবী, এক ভবিষ্য’ - এই থিমকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, বিশ্বজুড়ে ‘ পৃথিবী এক স্বাস্থ্য’ - এই ভাবধারার লক্ষ্যে ভারত এগিয়ে চলেছে এবং ‘ ওয়ার্ল্ড টিবি’ শিখর সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের উন্নতিকল্পে প্রস্তাবগুচ্ছের সফল রূপায়ণ ঘটানো হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্ত করতে ভারত যেভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছে, এই দায়বদ্ধতা ও সঙ্কল্প নজিরবিহীন। ভারতের এই প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যক্ষ্মাকে ঘিরে বিশ্বযুদ্ধের এক নতুন মডেল গড়ে তোলা হচ্ছে। বিগত ৯ বছরে যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে বহুবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জন-ভাগীদারি, পুষ্টির উন্নতিসাধন, নিরাময়ের উদ্ভাবনী চিন্তা, প্রযুক্তি সংযোগ এবং ‘ ফিট ইন্ডিয়া’, যোগ, ‘ খেলো ইন্ডিয়া’র মতো কল্যাণ মূলক এবং রোগ প্রতিরোধকারী ব্যবস্থার উল্লেখ করেন তিনি।জন-ভাগীদারির প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ নিক্ষয় মিত্র অভিযান’ যক্ষ্মা রোগীদের সাহায্যার্থে নেওয়া হয়েছে। ১০ লক্ষ যক্ষ্মা রোগীর দায়ভার জনসাধারণ নিয়েছেন এবং ১০ থেকে ১২ বছরের ছেলে-মেয়েরাও এই মহান লক্ষ্যে সামিল হয়েছে। এই কর্মসূচির অধীন যক্ষ্মা রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রায় ১ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই আন্দোলনকে উসাহজনক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, প্রবাসী ভারতীয়রা এতে যোগ দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টি একটি ব। চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ নিক্ষয় মিত্র অভিযান’ এক্ষেত্রে যক্ষ্মা রোগীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। শ্রী মোদী আরও বলেন, যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ২০১৮ সালে সরকার প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের যে প্রকল্প ঘোষণা করেছিল তাতে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। এর মধ্য দিয়ে প্রায় ৭৫ লক্ষ যক্ষ্মা রোগী উপকৃত হয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ নিক্ষয় মিত্র’ সমস্ত যক্ষ্মা রোগীকে এক নতুন উৎসাহ যোগাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অচল পন্থার মাধ্যমে এই নতুন সমাধানসূত্রে পৌঁছনো সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে যক্ষ্মা রোগীরা যাতে চিকিসা পরিষেবার বাইরে না থাকেন সেজন্য সরকার নতুন কৌশল নির্ণয় করেছে। যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্তকরণ এবং তাঁদের চিকিৎসার জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে নতুন নতুন পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং এলাকাভিত্তিক কর্মনীতি রূপায়ণ করা হচ্ছে সেইসব শহরগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে যেখানে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বেশি। তিনি জানান, যক্ষ্মামুক্ত পঞ্চায়েত অভিযানের গত শুক্রবার সম্প্রতি সূচনা করা হচ্ছে। ছ'মাসের জায়গায় যক্ষ্মা প্রতিরোধে তিন মাসের চিকিৎসা কর্মসূচি শুরু করা হচ্ছে। তিনি জানান, আগে যক্ষ্মা রোগীদেরকে ছ'মাসের জন্য প্রতিদিন ওষুধ নিতে হত কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় রোগীরা সপ্তাহে একদিন ওষুধ নিলেই হবে।যক্ষ্মামুক্ত ভারত অভিযানের লক্ষ্যে প্রযুক্তির সংযোজন ঘটানো হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। এক্ষেত্রে ‘ পোর্টাল এবং ডেটা বিজ্ঞানের ব্যবহারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, ডব্লিউএইচও ছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রক - আইসিএমআর আঞ্চলিক স্তরে এই রোগের নজরদারির এক নতুন পন্থা বের করেছে। ভারতই এক্ষেত্রে এক অনন্য নিদর্শন সৃষ্টি করেছে।যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং কর্ণাটক ও জম্মু-কাশ্মীর সফল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, যক্ষ্মা নির্মূল করার জন্য বিশ্বস্তরে যখন ২০৩০-কে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তখন ভারত সেখানে ২০২৫-এর মধ্যেই একে নির্মূল করতে চায়। অতিমারীর সময় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং দক্ষতা বৃদ্ধির যে প্রসার ঘটানো হয়েছে তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে রোগীকে খুঁজে বের করা, পরীক্ষা করা, রোগ নির্ধারণ করা, তাঁর সুশ্রুষা এবং এক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে সর্বাধিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি জানান, ভারতের আঞ্চলিক স্তরের এই কর্মপ্রচেষ্টা বিশ্বের কাছে ব। সুযোগ এনে দেবে। বিশ্বের সমস্ত দেশকে যৌথভাবে এই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। শ্রী মোদী বলেন, যক্ষ্মার চিকিসার ৮০ শতাংশ ওষুধই ভারতে তৈরি হয়। এই অভিযান, উদ্ভাবন ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে অনেক দেশই উপকৃত হতে পারে। এই শিখর সম্মেলনে যুক্ত সমস্ত দেশগুলি ‘ যক্ষ্মাকে নির্মূল করতে পারি’ - এই সঙ্কল্পকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে একটি কর্মকৌশল তৈরি করতে পারে।কুষ্ঠ নির্মূল করতে মহাত্মা গান্ধীর অবদানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী একটি ঘটনা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তিনি বলেন, আমেদাবাদে কুষ্ঠ রোগীদের এক হাসপাতালের উদ্বোধন করার জন্য গান্ধীজিকে যখন ডাকা হয়, তখন তিনি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত মানুষদেরকে বলেন যে এই দরজায় তালা লাগানো দেখতে পেলে তিনি খুশি হবেন। প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেন, দশকের পর দশক ধরে হাসপাতালগুলি একইরকমভাবে চলেছে কিন্তু কুষ্ঠ নির্মূল হয়নি। ২০০১ সালে যখন গুজরাটের মানুষ তাঁকে সেই সুযোগ দেন তখন কুষ্ঠ রোগের বিরুদ্ধে অভিযানে একটা নতুন মাত্রা সংযোজন করা হয়। গুজরাটে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ২৩ শতাংশ থেকে কমে ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৭ সালে কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার জন্য তৈরি হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জন-ভাগীদারি এবং সামাজিক সংগঠনগুলির ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, যক্ষ্মার ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ আশাবাদী। আজকের নতুন ভারত পরিগণিত হচ্ছে ‘ পূরণ সম্ভব করছে’ হিসেবে। এক্ষেত্রে তিনি উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ করার সাফল্যের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন তিনি। সৌরশক্তি উৎপাদন এবং পেট্রোলে ইথানল মিশ্রণেরও উল্লেখ করেন তিনি। ভারতের জন-ভাগীদারির শক্তি সারা বিশ্বের আস্থাকে বাড়িয়ে চলেছে এবং এর মধ্য দিয়েই ভারতে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাফল্য আসছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। যক্ষ্মা রোগীদের রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে সকলকে প্রয়াসী হতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।কাশীতে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তার ঘটাতে যেসব উদ্যোগ নেওয়া তার কথা শ্রী মোদী জানান। ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এর বারাণসী শাখার উদ্বোধন হয় ছিল। জনস্বাস্থ্য নজরদারি ইউনিটও কাজ শুরু করেছে। তিনি জানান, বিএইচইউ-তে চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট, ব্লাড ব্যাঙ্কের আধুনিকীকরণ, আধুনিক ট্রমা সেন্টার, সুপার স্পেশালিটি ব্লক এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ক্যান্সার হাসপাতালে ৭০ হাজারেরও বেশি চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছে। কোভিড চৌরা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, ডায়ালিসিসের সুবিধা, সিটি স্ক্যানের সুযোগ এবং কাশীর গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার ঘটছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। বারাণসীতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ১.৫ লক্ষেরও বেশি রোগী নিখরচায় চিকিসা পেয়েছেন এবং ৭০-এরও বেশি জনঔষধি কেন্দ্র থেকে মূল্যসাশ্রয়ী ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে।ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যক্ষ্মা নির্মূল করার এই অভিযানে দেশ তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। ভারত সব সময় অন্য দেশকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত বলে জানান তিনি। সকলের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযান সফল হবে। আমাদের আজকের এই প্রয়াস সুরক্ষিত ভবিষ্যতের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আগামী প্রজন্মের হাতে আমরা এক উন্নত বিশ্ব তুলে দিতে পারব বলে ভাষণ শেষ করেন প্রধানমন্ত্রী।উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী আনন্দিবেন প্যাটেল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য, উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ব্রিজেশ পাঠক, স্টপ টিবি-র কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ডঃ লুসিকা ডিটিউ অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতায় পালিত গণহত্যা দিবস

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃআন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতায় পালিত হলো গণহত্যা দিবস।গত শনিবার বাংলাদেশ গ্যালারীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে গণহত্যা দিবস হিসেবে নির্মিত দুটো তথ্যচিত্র দেখানো হয়। এরপর এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর উপ-হাইকমিশনার মান্যবর আন্দালিব ইলিয়াস-এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।এরপর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো বানী পাঠ করে শোনান

যাথক্রমে কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম এবং কাউন্সেলর (রাজনৈতিক), ভূষিতা চাকমা। অনুষ্ঠানে গণহত্যা দিবস নিয়ে আলোচনা করেন মিনিস্টার (রাজনৈতিক) ও দূতালয় প্রধান, সিকদার। মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান এবং প্রথম সচিব (প্রেস), রঞ্জন সেন।সমাপনী বক্তব্যে উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস বলেন, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে গণহত্যা শুরু করেছিলো, যা পরবর্তী নয় মাস চলেছিলো, তা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। আন্দালিব ইলিয়াস বলেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের এ উদ্যোগ নিশ্চয়ই সফল হবে। একই সঙ্গে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকার কথা তুলে ধরে উপ-হাইকমিশনার বিশ্বে যে কোন গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থানের কথা পুণর্ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন উপ-হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক), শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম।

যান চলাচলের জন্য ফের খুলে দেওয়া হল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ২৬ মার্চ ঃ রবিবার থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়ক দুদিক থেকে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে মহাসড়কের দুই পাশ থেকে ছোট যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ভারী যানবাহনগুলিকে শুধুমাত্র শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হছে।প্রসঙ্গত, শনিবার ভূমিধসের কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক বন্ধ ছিল। প্রবল বৃষ্টিতে জাতীয় সড়কের ক্যাফেটেরিয়া মোড়ের কাছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের মেশিন ও কর্মীদের সহায়তায় মহাসড়ক থেকে ধ্বংসাবশেষ অপসারণের পর রবিবার এটি আবার যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।অন্যদিকে, তুষারপাতের কারণে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সাথে রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলার সংযোগকারী মুঘল সড়ক এখনও বন্ধ রয়েছে। এই রাস্তা পরিষ্কারের কাজ

‘বিকাশের একদিন’ কর্মসূচির অধীনে রঙিয়া কলেজে স্নাতকোত্তর ভবনের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

রঙিয়া (অসম), ২৬ মার্চ ঃ কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত রঙিয়ায় আজ বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচি নিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রবিবার ‘ বিকাশের একদিন’ কর্মসূচির অধীনে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা উদ্বোধন করেছেন রঙিয়া কলেজে স্নাতকোত্তর ভবন।এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, ‘ হিসেবে শপথগ্রহণের সময় আমার রাজ্যকে বিকাশের উচ্চ শিখরে নিয়ে দেশের অন্যতম বিকশিত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলব বলে অসমবাসীকে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে সে ক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বিকাশের একদিন' কার্য্যসূচির অধীনে রঙিয়া মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করছি।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ অর্থবর্ষের ধ্বজাধারী প্রকল্পের অধীনে ১০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে নির্মিত এই স্নাতকোত্তর ভবনের মাধ্যমে রঙিয়া মহাবিদ্যালয়টি এখন স্নাতকোত্তর স্তরে উন্নীত করা হয়েছে।'আজকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, বিধায়ক তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা, বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, কামরূপের জেলশাসক কীর্তি জল্লি সহ একাধিক পদস্থ ও উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীহরিকোটা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ৩৬টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে ইসরো

শ্রীহরিকোটা (অন্ধ্রপ্রদেশ), ২৬ মার্চ ঃ ব্রিটেনের ওয়ানওয়েব গ্রুপ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির অংশ হিসাবে রবিবার দ্বিতীয় দফায় ৩৬টি উপগ্রহের উৎক্ষেপণ করেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে রবিবার সকাল ৯টায় লঞ্চ ভেহিকেল মার্ক-৩ স্যাটেলাইটগুলি উৎক্ষেপণ করা হয়।এদিন এই মিশনের জন্য ইসরো একটি ৪৩.৫-মিটার লম্বা রকেট মোতায়েন করেছে। ৫,৮০৫ কেজি ওজনের ৩৬টি প্রথম-প্রজন্মের উপগ্রহগুলি প্রায় ৮৭.৪ ডিগ্রি বাঁকিয়ে ৪৫০-কিমি বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রবেশ করানো হবে।সব মিলিয়ে ইসরো নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড ৭২টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড (ইউনাইটেড কিংডম, ওয়ানওয়েব গ্রুপ কোম্পানি) এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। গতবছরের ২৩ অক্টোবর ইসরো ৩৬ টি উপগ্রহের প্রথম ব্যাচ উৎক্ষেপণ করেছিল। সহযোগিতার অংশ হিসাবে উপগ্রহগুলি নিম্ন আর্থ অরবিটে চালু করা হয়েছিল।যদিও নিউস্পেস হল ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা, আর ওয়ানওয়েব হল একটি বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ সংস্থা যা সরকার ও ব্যবসা উভয়ের জন্য মহাকাশ-ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং এবং সংযোগে কাজ করে। ইসরো এই মিশনকে তার বাণিজ্যিক প্রচেষ্টায় একটি প্রধান ল্যান্ডমার্ক হিসেবে দেখা হয়।

১৩৮ দিনের রেকর্ড সময়ে খোলা হয়েছে চিন-পাকিস্তান সংযোগকারী লেহ-মানালি মহাসড়ক

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও) কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ লেহ-মানালি হাইওয়ে (এনএইচ-৩) ১৩৮ দিনের রেকর্ড সময়ের মধ্যে খুলে দিয়েছে। গত বছর মহাসড়কটি যান চলাচলের জন্য খুলে দিতে সময় লেগেছিল ১৪৪ দিন। এটি একটি ৪২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ কৌশলগত হাইওয়ে যা লাদাখকে মানালি হয়ে ভারতের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করে। লাদাখের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীর চলাচল এবং তাদের সরবরাহের জন্য এটি অত্যন্ত কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি চিন ও পাকিস্তান উভয়েরই সীমানাযুক্ত।বিআরও-এর মতে, এই মহাসড়কটি ৪২২-কিমি শ্রীনগর-কারগিল-লেহ মহাসড়কের একটি বিকল্প পথ, যা ১৬ মার্চ বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন খুলে দিয়েছিল। বিআরও ৫৫ দিনের রেকর্ড সময়ের মধ্যে ১৬,৫৮০ ফুট উচ্চতায় নিম্মু-পদম-দারচের শিনকুলা পাসটিও খুলে দিয়েছে।

আবহাওয়া ও ভ্রমণের লজিস্টিকের ওপর নির্ভর করে পাকিস্তানের বাইরে এশিয়া কাপ আয়োজক দেশ ঠিক হবে

মুম্বই, ২৬ মার্চ ঃ গত প্রায় ৬ মাস ধরে চলা অচলাবস্থা সমাধানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে দুই প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান বিরোধ শেষের দিকে পৌঁছেছে। পার্থক্য শুধু এই যে ভারতের ম্যাচগুলি অন্য দেশে হবে। তাহলে টিম ইন্ডিয়া ম্যাচগুলি কোথায় খেলবে।এশিয়া কাপের দ্বিতীয় ভেন্যু কি হবে, এ নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এ জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত ও শ্রীলঙ্কার মতো এশিয়া কাপের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল তো বটেই, সেই সঙ্গে উঠে এসেছে দুটি নাম ওমান ও ইংল্যান্ড। কে এই প্রতিযোগীতার হোস্টিং পাবেন সেটাও নির্ভর করবে আবহাওয়া এবং ভ্রমণের লজিস্টিকসের উপর।জানা গেছে, এশিয়া কাপ নিয়ে সংঘাতের পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে এসিসির সব সদস্যই এই প্রস্তাবে নীতিগতভাবে একমত হয়েছেন। গত সপ্তাহে দুবাইয়ে আইসিসি যে বোর্ড মিটিং হয়েছিল সেখানে এসিসি সব সদস্য এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। তবে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সমাধানের এই পথটিকে সম্পূর্ণরূপে সঠিক করতে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, যারা সব দলের সম্মতির কথা মাথায় রেখে ভ্রমণ পরিকল্পনা ও লজিস্টিক ব্যবস্থা দেখভাল করবে।

কর্মীদের উৎসাহ আগামী সময়ের বার্তাঃজেপি নড্ডা

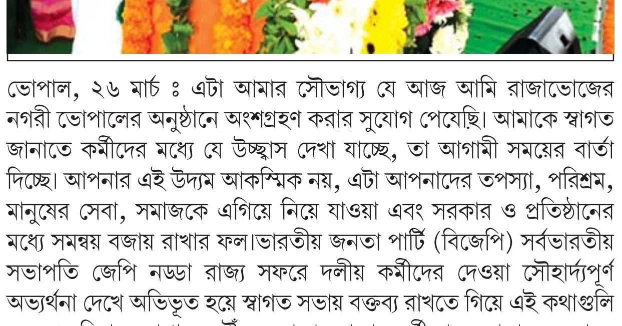

ভোপাল, ২৬ মার্চ ঃ এটা আমার সৌভাগ্য যে আজ আমি রাজাভোজের নগরী ভোপালের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি। আমাকে স্বাগত জানাতে কর্মীদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে, তা আগামী সময়ের বার্তা দিচ্ছে। আপনার এই উদ্যম আকস্মিক নয়, এটা আপনাদের তপস্যা, পরিশ্রম, মানুষের সেবা, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সরকার ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার ফল।ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা রাজ্য সফরে দলীয় কর্মীদের দেওয়া সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনা দেখে অভিভূত হয়ে স্বাগত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাগুলি বলেন। রবিবার ভোপালে পৌঁছলে হাজার হাজার কর্মী রাজ্য হ্যাঙ্গারে নড্ডাকে স্বাগত জানান। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, দলের রাজ্য ইনচার্জ মুরলিধর রাও, রাজ্য সভাপতি বিষ্ণুদত্ত শর্মা, রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা, রাজ্য ও জেলা আধিকারিক এবং হাজার হাজার কর্মী উপস্থিত ছিলেন।নড্ডা বলেন, আজ ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন অফিসের ভূমি পুজো এবং কর্মীদের সঙ্গে দেখা করার বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে। আজকে আপনারা যেভাবে আমাদের বিপুল উৎসাহে স্বাগত জানিয়েছেন, তা আগামীকালের বার্তা দিয়েছে। এই উদ্যমকে লক্ষ্যে রূপান্তর করে মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে ২০০ পেরিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।লাডলি বেহেনা যোজনা শুরু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, এই যোজনা বোনদের আত্মসম্মানের দিকে একটি মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হবে। প্রথমে লাডলি লক্ষ্মী এবং এখন লাডলি বেহেনা প্রকল্প প্রমাণ করে যে আমরা কীভাবে আমাদের কর্মসূচির লক্ষ্য নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রতিটি সমাজকে শক্তি দিতে চাই।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৭ মার্চ ঃসোমবার, ১২ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৭মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১২ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১২ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১২ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হতে পারে। পরে পরিস্কার হবে।। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৩৭শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৪৪মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা -৪৩মিনিটের মধ্যে হবে আজ।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅলীক ভাবে ভাবনা আপনাকে সাহায্য করবে না।
বৃষভ রাশিঃআপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে।
মিথুন রাশিঃমানসিক অসুস্থতা তৈরি হওয়ার আগে আপনি আপনার নেতিবাচক চিন্তাকে ধ্বংস করে ফেলুন। শুভ দিনহবে
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন। শুভ দিন হবে
সিংহ রাশিঃআপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে। দীর্ঘ স্থায়ী সম্ভাবনাসহ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।শুভ
কন্যা রাশিঃযেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না,শুভদিন
তুলা রাশিঃ আয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখুন। বিবাহের যোগ হবে আজ
বৃশ্চিক রাশিঃঅজস্র স্নায়ুবৈকল্য আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করতে পারে।
ধনু রাশিঃ অর্থ ব্যয়। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে। শুভরংলাল
মকর রাশিঃ আপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা ।
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি পিছনের সারিতে বসে আরাম করুন- এবং শখে জড়িয়ে থাকুন এবং যে জিনিসে আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাই করুন।
মীন রাশিঃ আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে

জয়নগরের পর এবার কুলতলিতে খাবারে বিষক্রীয়ায় অসুস্থ দেড় শতাধিক মানুষ, মৃত এক কিশোরী, এলাকায় শোকের ছায়া

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৬ মার্চ ঃ জয়নগরের পর এবার কুলতলি। খাবারে বিষক্রীয়ায় অসুস্থ বহু।কয়েকদিন আগে জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের বাটরা এলাকায় এক নিমন্ত্রন বাড়িতে খেয়ে দেড় শতাধিক মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।আর তার রেশ কাটতে না কাটতে এবার কুলতলিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খাবারে বিষক্রিয়ার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দেড় শতাধিক। মৃত্যুও হল এক জনের। তার নাম হাফিজা সর্দার (১১)। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলির পাখিরালা গ্রামে।পুলিশ, প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,শুক্রবার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে সকলে খাওয়াদাওয়া করেন। তখনকার মতো কিছু না হলেও ভোরবেলা থেকে একের পর এক গ্রাম। বাসী অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থদের মধ্যে বাচ্চাদের সংখ্যাই বেশি বলে দাবি গ্রামবাসী দের। অসুস্থদের সকলকে জয়নগর কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়।এ ব্যাপারে কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অয়ন্তিকা মণ্ডল বলেন, মোট ১৫০ জনকে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে ভর্তি করানো হয়েছে। ৩০ জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ৩ জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ৫ জন জয়নগরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। পাখিরালা গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, ভোরবেলা থেকেই অসুস্থবোধ করতে থাকেন গ্রামবাসীরা। শিশুদের পায়খানা, বমি শুরু হয়। তার পরই অসুস্থদের ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে অনেককেই নিমপীঠ ও জয়নগর,পদ্মেরহাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।এদিকে রবিবার মৃতকিশোরী হাফিজার আত্মীয় আবু বক্কর সর্দার বলেন ,ভোরে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ে হাফিজা। প্রথমে স্থানীয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বারুইপুর নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তঁার। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল।এদিকে জয়নগরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি থাকা ১টি শিশু সহ ৫ জনের মধ্যে একটি মহিলার অবস্থা স্থিতিশীল।আর এদিন নার্সিং হোমে এসে অসুস্থ দের সাথে দেখা করেন কুলতলির বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী।তবে সমস্ত ঘটনার দিকে নজর রেখেছে প্রশাসন।আর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

বসিরহাটে প্রশিক্ষণ ছাড়া সাপ ধরতে গিয়ে ছোবলে প্রাণ গেল ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৬ মার্চ ঃ মাছের আঁটলে ধরা পড়েছিল বিষধর সাপ। প্রশিক্ষণ ছাড়া সেই সাপ ধরতে গিয়ে ছোবল খেলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের হাড়োয়া. থানার আটপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কচুরহুলা গ্রামে। আহত ব্যক্তিকে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেছোঘেরিতে মাছের আঁটলে একটি বিষধর ছাপ ধরা পড়ে শনিবার রাতে। রবিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে মৎস্যজীবীদের। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন বছর ষাটেকের নিরঞ্জন সর্দার। বনকর্মীদের খবর দেওয়ার আগেই নিজে কেরামতি করতে গিয়েছিলেন। সাপের লেজটাও ধরে ফেলেছিলেন। কিন্তু কায়দাটা ঠিক মতো হয়নি। ফণা তুলে হাতে ছোবল দেয় সাপটি। সেই বিষধর সাপ ধরতে যান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরঞ্জনের কোনও প্রশিক্ষণ ছিল না। তিনি নিজের কায়দাতেই সাপটি ধরতে গিয়েছিলেন। সাপ ধরতে গিয়ে ছোবল খান নিরঞ্জন। ধীরে ধীরে নীল হতে থাকে শরীরা। স্থানীয়. বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রশ্ন উঠছে প্রশিক্ষণ ছাড়াই তিনি কেন সাপ ধরতে গিয়েছিলেন, কেন বনদফতরকে খবর দেওয়া হল না? ওই ব্যক্তি সাপ ধরার কেরামতি দেখাতে গিয়েই বেঘোরে প্রাণ গেল প্রৌঢ়ের। এই ঘটনায .রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কচুহুলার গ্রামে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, রবিবারই হাড়োয়ায় বকজুড়ি গ্রামে বছর চল্লিশের গৃহবধূ শাহিদা বিবি সাপের কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বাড়ির উঠোনে বসেছিলেন। সেই সময় পিছন দিক থেকে একটি বিষধর সাপ ছোবল মারে। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই গৃহবধূর অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

টাকীতে শুরু হলো টাকী নাট্যমের দুদিনের নাট্যোৎসব

সৌরভ দাশ,টাকী,২৬ মার্চঃ বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে টাকী তে শুরু হলো টাকী নাট্যমের দুদিনের নাট্য উৎসব। সাতাশে শে মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবস। দিনটি উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে দু দিনের নাট্য উৎসবের আয়োজন করলো টাকীর অন্যতম নাটকের দল টাকী নাট্যম। সংস্কৃতির শহর হিসাবে উত্তর চব্বিশ পরগনার টাকী শহরের সুখ্যাতি রয়েছে। ডিজিটালাইজেশানের যুগে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মঞ্চ সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষন কমলেও,আজও থিয়েটার যে সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের একটা বড়ো অংশের মন জুড়ে রয়েছে,তা ফের প্রমাণিত হলো টাকী থুবা ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গনে, নাট্যমের নাটকের উৎসবে দর্শকদের উপস্থিতিতে।বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিগত তিন বছরও একই ভাবে নাটকের উৎসব আয়োজন করেছিলো নাট্যম। রবিবার, নাট্যমের আটচল্লিশ তম বর্ষের এই নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করলেন নাট্যকার মৈনাক সেনগুপ্ত। প্রথম দিনে, টাকী নাট্যম প্রযোজিত, নাট্যকার মৈনাক সেনগুপ্ত রচিত, মনীষ ভট্টাচার্য্য নির্দেশিত নাটক বাজি ও আলাপন দুর্গাপুর প্রযোজিত নাটক প্যায়দা বাজার নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয়। স্থানীয় সংস্কৃতি কর্মীরা জানান,বিগত দিনে টাকী নাট্যমের নাট্য উৎসব ছিলো টাকী থুবা, তথা টাকী ও পাশ্ববর্তী এলাকার এক উৎসব।বারো মাসে তেরো পার্বনের একটি পার্বন হিসাবে, ডিসেম্বরের শেষের জন্য অপেক্ষায় থাকতো টাকীর থিয়েটার প্রেমী মানুষ। বর্ষশেষের সন্ধ্যাগুলিতে খ্যাতনামা শিল্পী দের অভিনয়ে রঙীন হয়ে উঠতো থুবা ব্যায়াম সমিতির মঞ্চ।বর্তমানে হয়তো বা আর্থিক কারনে নাট্যমের নাট্য উৎসবের জৌলুস কিছুটা কমেছে,তবে নাট্যমের নাট্য উৎসবের প্রতি টাকীর মানুষের আকর্ষন অটুট আছে আজও। টাকীর মানুষকে টাকী নাট্যমের এই নাট্য উৎসবের শরিক হতে ও নাটকের সঙ্গে থাকতে ও পাশে থাকতে আহ্বান জানান নাট্যমের সম্পাদক শোভন মুখার্জি। সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গঠনে নতুন প্রজন্মকে বেশিকরে থিয়েটার মুখী করতে অনুরোধ করেন সভাপতি মনীষ ভট্টাচার্য্য।

সাইকেল চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করল পুলিশ এক ব্যক্তিকে

গোপাল রায় আরামবাগ, ২৬ মার্চ ঃ সাইকেল চুরি করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের নাতে ধরা পরে গেল সাইকেল চোর। এলাকাবাসীরা চোরকে বেঁধে রেখে খবর দেওয়া হয় গোঘাট থানার পুলিশকে। ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাট থানার নবাসন এলাকায়। জানা যায়, এক সপ্তাহ ধরেই ওই এলাকার বাজারের থেকে সাইকেল চুরি হয়ে যাচ্ছিল। সাইকেল চোরের কোন গতিশীল পাওয়া যাচ্ছিল না। রবিবার সকালের ভার্সন এলাকায় এক গৃহস্তর বাড়ি থেকে সাইকেল টেনে নিয়ে পালায়। এর পর ওই ব্যক্তি যখন নিজের সাইকেলটি আনতে যাই। ওই সময় এলাকাবাসীরা হাতেনাতে ধরে ফেলে ওই ব্যক্তিকে। ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেঁধে রেখে গোঘাট থানার পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসীরা। এরপর খবর পেয়ে গোঘাট থানার পুলিশ এসে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, ঝড়বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে সহ ৯ জেলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ রবিবার ছুটির দিন ভ্যাপসা গরমের থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে চলেছে কলকাতাবাসী। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুসারে, রবিবার থেকে বদলাতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার আবহাওয়া। স্বস্তি ফেরাতে পারে বৃষ্টি। এদিন নয় জেলায় রয়েছে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, ঝড়বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, উত্তর-পূর্ব রাজস্থান থেকে দক্ষিণ আসাম পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে। আর সেই কারণেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টিপাতের ভ্রুকুটি। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া রবিবার এই জেলাগুলিতে থাকছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। একইসঙ্গে সেখানে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। আগামী দুই দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

রাহুল ইস্যুতে হাওড়ায় মোদির কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ রাহুল ইস্যুতে হাওড়ায় মোদির কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কংগ্রেসের। রাহুল গান্ধী ইস্যুতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ অব্যাহত। হাওড়ার বেতড়ে পুলিশের বাধা সত্ত্বেও মোদির কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে গোটা দেশজুড়েই বিক্ষোভ চলছে। রবিবার সকালে দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ে বেতড় মোড়ে এক প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মীরা। এ বিষয়ে.পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শুভ্রজ্যোতি দাস বলেন, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ২ বছরের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন। সব কংগ্রেস কর্মীরা এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। হাওড়ায় কোনা এক্সপ্রেসওয়ের বেতড় মোড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে এখানে। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে অন্যায় অরাজকতা চলছে গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। সংসদ থেকে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার তীব্র ধিক্কার জানানো হচ্ছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। কুশপুতুল পোড়াতে বাধা দিয়েছে পুলিশ। আমাদের প্রতিবাদেও পুলিশ সামিল হতে দিচ্ছে না। এরপরেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমরা সামিল হয়েছি। আমাদের ধড়পাকড়ের চেষ্টা হয়েছে। আমাদের যা কর্মসূচি তা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। আমাদের দাবি অন্যায়ভাবে, অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারি করা হয়েছে অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে।

ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং এর কাজের জন্য ২৩ ঘন্টা বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনের সমস্ত লোকাল ট্রেন বাতিল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ বেলানগর স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং এর কাজের জন্য শনিবার রাত সাড়ে ১২ টা থেকে রবিবার রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বর্ধমানহাওড়া কর্ড লাইনের সমস্ত লোকাল ট্রেন বাতিল করা হযেছে। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছে, যাত্রী সুরক্ষা কথা মাথায.রেখেই রেলের এই সিদ্ধান্ত। বর্ধমানহাওড়া কর্ড লাইনের বেলানগর স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং বদলের কাজ করা হচ্ছে। সেই কারণে রবিবার ২৩ ঘণ্টার জন্য ট্রাফিক ও পাওযার ব্লক করা হয়। ফলে রবিবার প্রায. সারাদিন ব্যাহত হয় বর্ধমানহাওড়া কর্ড লাইনের ট্রেন পরিষেবা। এই কাজের জন্য রেলের পক্ষ থেকে কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনেরও রুট বদল করা হযেছে। পাশাপাশি কর্ড লাইনে চলাচল করে

এমন দূরপাল্লার কয়েকটি ট্রেনকে মেন লাইন দিয়ে. অর্থাৎ ব্যান্ডেল হয়ে. চলাচল করানো হয়েছে। এছাড়াও আপ ও ডাউন হাওড়া-ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস, হাওড়া-দেরাদুন কুম্ভ এক্সপ্রেস, হাওড়া-মুম্বই এক্সপ্রেস, যেগুলি ২৬ মার্চ যাত্রা শুরু করার কথা সেগুলি হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল হয়ে যাবে। গুয়াহাটি-হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস, হাওড়াএলাহাবাদ বিভূতি এক্সপ্রেস যেগুলির ২৫ মার্চ যাত্রা শুরু করার কথা সেগুলিও ব্যান্ডেল হযে. যাবে। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায. রেখে রবিবার স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে এই শাখায। কর্ড লাইনের বর্ধমান ও ডানকুনির মধ্যে ৮ জোড়া স্টেশাল ট্রেন চলাচল করবে। এদিন লোকাল ট্রেন বাতিল প্রসঙ্গে এক নিত্যযাত্রী রূপম ঘোষ বলেন, ইঃ টারলকিং সিগনালেরও প্রয়োজন আছে। আবার পাশাপাশি প্রতিদিনই অনেকের কাজে বা অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন থাকে। আমাদেরও বেরতে হয়েছে। লোকাল ট্রেন আজ বন্ধ থাকায় যেতে সমস্যা হচ্ছে। রেল আগে থেকে ঘোষণা করলেও অনেকে তা জানেননা। আরেক নিত্যযাত্রী রতন চট্টোপাধ্যায় বলেন, অসুবিধা হবেই। তবে মানুষের সুবিধার্থে এই ছুটির দিনে ট্রেন বাতিল মেনে নিতেই হবে। ইন্টারলকিং সিগনালেরও প্রয়োজন আছে।

দিনভর ট্রেন বাতিলে চরম দুর্ভোগে হাওড়া-বর্ধমান শাখার যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ রবিবার সকাল থেকেই বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনে ব্যাহত হচ্ছে ট্রেন পরিষেবা। বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনে বেলানগর স্টেশনে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের বদলের কাজের জন্য শনিবার রাত ১২ টা থেকে রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত বর্ধমানহাওড়া কর্ড লাইনের সমস্ত লোকাল ট্রেন বাতিল করা হযেছে। চলছে কিছু স্পেশ্যাল ট্রেন। ফলে চরম অসুবিধার মধ্যে পরতে হচ্ছে নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ যাত্রীদের। অনেককেই মেইন লাইন হয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে। কিংবা স্পেশাল ট্রেনে ডানকুনি পর্যন্ত গিয়ে বাস কিংবা অন্য কোন পরিবহনের ভরসা করতে হচ্ছে গন্তব্যে পৌঁছাতে। সকালে কাজে বেরিয়ে ছিলেন নিত্যযাত্রী দীপক চৌধুরী। বর্ধমান স্টেশনে এসে ট্রেন ধরতে গিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। বললেন, যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এখন তো অনেককেই মেন লাইন দিয়ে যেতে হচ্ছে। যাঁরা হাওড়া যাচ্ছেন তাঁদের খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। ট্রেন কম। যে কটা স্পেশ্যাল চলছে সেগুলিও ডানকুনি পর্যন্ত যাচ্ছে। যাঁরা হাওড়া যাচ্ছেন তাঁদের সেখানে নেমে বাস বা অন্য কোনও গাড়ি ধরতে হচ্ছে। এদিকে বেলানগর স্টেশনে কাজের জন্য রেলের পক্ষ থেকে কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনেরও রুট বদল করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্ড লাইনে চলাচল করে এমন দূরপাল্লার কয়েকটি ট্রেনকে মেন লাইন দিয়ে অর্থাৎ ব্যান্ডেল হয়ে চলাচল করানো হচ্ছে।সাম্প্রতিককালে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড ও মেন লাইনে বিভিন্ন সময় ট্রেন বন্ধ রেখে কাজ হয়েছে। টানা ট্রেন বন্ধে দুর্ভোগে পড়েছেন নিত্য যাত্রী থেকে সাধারণ যাত্রীরা। এদিকে রবিবার সরকারি চাকরির পরীক্ষাও রয়েছে। ট্রেন বাতিলের খবরে চিন্তা বেড়েছে চাকরিপ্রার্থীদেরও। যদিও রেলের সূত্রে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে রবিবার ১০ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। কর্ড লাইনের বর্ধমান ও ডানকুনির মধ্যে ৮ জোড়া স্টেশাল ট্রেন চলাচল করবে। বর্ধমান থেকে প্রথম স্পেশাল ট্রেন সকাল ৫ টা ৪০ মিনিটে ও শেষ স্পেশাল ট্রেন সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে। ডানকুনি থেকে প্রথম স্পেশাল ট্রেন ৭টা ২৫ মিনিটে ও শেষ স্পেশাল লোকাল রাত সাড়ে ৮ টায় ছাড়বে। বর্ধমান থেকে সকাল ৮টা ১০ মিনিট ও ৯টা ১৫ মিনিটে এবং হাওড়া থেকে দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট ও ৩টে ৩৫ মিনিটে ছাড়বে স্পেশ্যাল লোকালগুলি।

প্রয়াত হলেন কুলতলির এস ইউ সি আই এর বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৬ মার্চ ঃ কুলতলি বিধানসভার ৯ বারের বিধায়ক, এসইউসিআই (সি) দলের পবূ.রাজ্য কমিটির সদস্য প্রবোধ পুরকাইত রবিবার সকাল ৬.১৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জয়নগরের দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্য সদনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।১৯৩৮ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর কুলতলির চুপড়িঝাড়ার ঝুপখালিতে তাঁর জন্ম। গত শতাব্দীর ৬০'র দশকে কৃষক আঃেদালন, বেনাম জমি উদ্ধার আঃেদালনে যুক্ত হয়ে মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। হাইস্কুলের শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি এসইউসিআই (সি) দলে যুক্ত হন এবং ১৯৬৭ সালে কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার বিঘা বেনাম জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হয়। বিধায়ক থাকা অবস্থায় তৎকালীন সিপিআইএম পরিচালিত রাজ্য সরকার যখন সুন্দরবনে পরিবেশ বিনষ্টকারী বহুজাতিক সংস্থার ইকো ট্যুরিজম চালু করার চেষ্টা করে তখন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে তা প্রতিহত করেন। সুন্দরবনে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি টানা ৯ বারের বিধায়ক ছিলেন কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের। বিধায়ক থাকাকালীন ২০০৫ সালে বাম সরকারের হাতে গ্রেফতার ও হয়েছিল। পরে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের ক্ষমতায় আসার কয়েক বছর পর জেল থেকে মুক্তি পান। জেলের ভেতর একবার হৃদরোগ আক্রান্ত হয়েছিলেন।

গৃহবধূর ছবি ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীল পোস্ট, থানায় অভিযোগ দায়ের

দুরন্ত বার্তা, নরেন্দ্রপুর, ২৬ মার্চ ঃ এক গৃহবধূর ছবি ব্যবহার করে সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্যাকাউঃট খুলে কুপ্রস্তাব ও অশ্লীল মেসেজ ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনার জেরে নিজের সামাজিক জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওই গৃহবধূর। অবশেষে বাধ্য হয়েই শনিবার বিকেলে এ বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ঐ গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। গৃহবধূর অভিযোগ তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে কেউ তার ছবি নিয়ে সেই ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলেছে। সেই অ্যাকাউন্টে তার ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন জনের সাথে আপত্তিজনক চ্যাট করা হয়েছে। তার ছবি ব্যবহার করে কলগার্ল হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় তার ছবি পাঠিয়ে তারই স্বামীর ফোন নাম্বার দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাতবিরেতে যখন তখন ফোন করা হচ্ছে বিভিন্ন নম্বর থেকে। পাশাপাশি অশালীন কথাবার্তা বলা হচ্ছে। ফোনেও অশ্লীল মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। কুপ্রস্তাবও দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। এই সমস্যা থেকে সমাধান পেতে শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাওড়ায় দলের উন্নয়ন মানুষের কাছে পথনাটিকার মাধ্যমে তুলে ধরবে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ মার্চ ঃ হাওড়ায় দলের উন্নয়ন মানুষের কাছে পথনাটিকার মাধ্যমে তুলে ধরবে তৃণমূল। এর পাশাপাশি বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধেও প্রচার চলবে। কেন্দ্রীয.সরকারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মন্ত্রী অরূপ রায়ের নির্দেশে রবিবার সকালে হাওড়ায় এক পথনাটিকার মাধ্যমে পথে নামেন তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া জেলা বক্তব্য প্রশিক্ষণ শিবিরের ছাত্রছাত্রীরা। রবিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ মধ্য হাওড়ার কালীবাবুর বাজারে এই প্রতীকী প্রতিবাদ জানানো হয। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয.তার জন্য সুশৃংখলবদ্ধ হয়ে মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা রাস্তায.নেমে এদিন যানবাহন চলাচল সামাল দেন। দলের এই কর্মসূচি সম্পর্কে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের এই যে বক্তব্য প্রশিক্ষণ শিবির তা আমাদের দলের পক্ষে অনুপ্লব ঘোষ শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে অনুপ্লব মারা যাওয়ার পর ওর নামে এটা চালু রাখা হয়েছে। এর দায়িত্বে রয়েছেন ভাস্কর ভট্টাচার্য। এদিন এই পথনাটিকা শুরু হল। অন্যান্য রাজ্যে মেকি মিথ্যাচার চলছে। আর পশ্চিমবাংলায় চলছে উন্নয়ন। কষ্টের মধ্যেও মানুষ কিভাবে সুখে আছেন এটা মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি। সেটাই মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। আগামী দিনে বিভিন্ন বাজার সংলগ্ন এলাকায় এই পথনাটিকা হবে।

বাংলাদেশের গণহত্যা আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

শ্যামল সান্যাল২৫ মার্চ ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে বাংলাদেশের গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আজ শনিবার ২৫ মার্চ সকালে জাতিসংঘসহ আর্ন্তাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের সভায় সভাপতিত্বকালে এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী এই দিন থেকেই (১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ) হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। আমরা ২৫ মার্চকে আর্ন্তজাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি চাই। তাই আমি জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।' শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর হামলা চালায়। তারা নয় মাস ধরে হত্যাকা চালিয়েছিল। শেখ হাসিনা বলেন, সেসময় ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা এবং ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ায় আরো ৩ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।তিনি আরো বলেন, 'মোট ৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৩ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে ও ১ কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়।'শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধ্বংসস্তুপ থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেছিলেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি আরো বলেন, 'জাতির পিতা তাঁর ক্ষমতায় থাকার তিন বছর সাত মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে (বঙ্গবন্ধু) নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু জাতির জনককেই নয়, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে, তাঁর সহযোগী ও জাতীয় চার নেতাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, 'আমি বলতে চাই যে শহীদদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং আজ আমরা একটি উন্নয়নশীল জাতির মর্যাদা অর্জন করেছি।'সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁর সরকার জাতির পিতাসহ শহীদদের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ।বৈঠকে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

চেনাব সেতু পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হবে ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে ঃ রেলমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় রেলপথ, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী, চেনাব সেতু, বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে সেতু-উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্ক (ঙ্গঙ্কক্কঙ্গ্ল) প্রকল্পের একটি অংশ পরিদর্শন করেছেন এবং আজ সেখানে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন ২৬.০৩.২০২৩ তারিখে। অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশে উন্নয়নের নতুন পথ খুলে দিয়েছেন। আইকনিক চেনাব সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণাদায়ী নেতৃত্বের দ্বারা বাস্তবায়িত উন্নয়নের এমন নতুন অধ্যায় ও মাত্রার উদাহরণ। ২৮০০০ মেট্রিক টন ইস্পাত ফ্যাব্রিকেশনের বিশালাকার ব্যবহার করে সেতুটিকে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময় হিসাবে বর্ণনা করে, প্রায় অর্ধেক ফুটবল গ্রাউন্ড এলাকা যুক্ত করে শক্তিশালী ভিত্তি জম্মুশ্রীনগর সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মাননীয় রেলমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন যে, জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে বন্দে মেট্রো রেক চালানোর সুবিধার্থে বদগাঁওতে একটি বন্দে ভারত ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো তৈরি করা হবে।সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের উত্তর দেওয়ার সময় মাননীয় রেলমন্ত্রী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ করেন। চেনাব সেতুর ভিত্তি নকশা একটি প্রকৌশল চ্যালেঞ্জ ছিল। সেতুটির জন্য পর্যাপ্ত স্থিতিশীলতা প্রদানের জন্য অর্ধেক

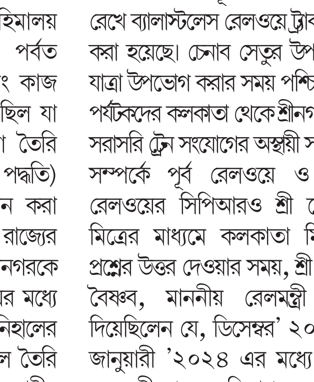

ফুটবল গ্রাউন্ডের কভারেজ সহ একটি বিস্তীর্ণ জায়গার উপর ভিত্তিটি তৈরি করা হয়েছে। হিমালয় তুলনামূলকভাবে নতুন পর্বত হওয়ায়, রেল রুটে টানেলিং কাজ একটি ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ ছিল যা ভারতীয় প্রকৌশলীদের দ্বারা তৈরি এইচটিএম (হিমালয়ান টানেলিং পদ্ধতি) কৌশল প্রয়োগ করে সমাধান করা হয়েছিল। ভান্দে মেট্রো ট্রেনগুলি রাজ্যের দুটি শহর যেমন জম্মু এবং শ্রীনগরকে ৩ থেকে ৪ ঘটার যাত্রা সময়ের মধ্যে সংযুক্ত করবে। বারামুল্লা এবং বানিহালের মধ্যে চারটি গতি শক্তি টার্মিনাল তৈরি করা হবে যাতে ভারত জুড়ে স্থানীয় পণ্যদ্রব্যের সহজ বাজার সরবরাহ করা হয় এবং একই সময়ে রেলওয়ের সস্তা লজিস্টিক পরিষেবার কারণে উপত্যকার বাসিন্দারা কম খরচে প্রয়োজনীয় ইনপুট উপকরণ পাবেন। সেতুটি ৮ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প সহ্য করার জন্য যথেষ্ট স্থিতিশীল যা মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব হাইলাইট করেছেন। সেতুটি ১২০ বছরের জীবনকালের জন্য যথেষ্ট স্থিতিশীল। মাননীয় মন্ত্রী জনগণকে আশ্বস্ত করেছেন যে পুলিশ, রেলওয়ে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করা হবে এবং যাত্রীরা নিরাপদে অংশে ভ্রমণ করতে পারবে। সেতুটি নির্মাণের সময়, নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আশেপাশের গ্রামগুলিতে জল সম্পদের প্রাপ্যতা বজায় রাখার জন্য যত্ন নেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলের রেলওয়ে ট্র্যাকটি রক্ষণাবেক্ষণমুক্ত কারণ এই অঞ্চলের কঠিন ভূখণ্ডের কথা মাথায় রেখে ব্যালাস্টলেস রেলওয়ে ট্র্যাক স্থাপন করা হয়েছে। চেনাব সেতুর উপর দিয়ে যাত্রা উপভোগ করার সময় পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের কলকাতা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন সংযোগের অস্থায়ী সময়কাল সম্পর্কে পূর্ব রেলওয়ে ও মেট্রো রেলওয়ের সিপিআরও শ্রী কৌসিক মিত্রের মাধ্যমে কলকাতা মিডিয়ার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মাননীয় রেলমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন যে, ডিসেম্বর' ২০২৩ বা জানুয়ারী '২০২৪ এর মধ্যে, সমগ্র জম্মু-শ্রীনগর বিভাগ বাংলার পর্যটকদের জন্য প্রস্তুত হযে. যাবে। মাননীয.মন্ত্রী আরও যোগ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা তখন কাশ্মীরের জনগণের জন্য রসগোল্লা আনতে এবং আপেল, জাফরান এবং পশমিনা কাশ্মীর থেকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হিন্দমোটরের কিশোরী পানওয়ালা

বনস্পতি দে, হিন্দমোটর, ২৬ মার্চ ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভ্রাম্যমাণ পানের দোকান। নাম কিশোরী পানওয়ালা। থাকেন হুগলির হিন্দমোটরের ধারসা এলাকায়। তাঁর ভ্রাম্যমাণ পানের দোকানে রয়েছে হরেকরকম পান। মিষ্টি পান, জর্দা পান, ফায়ার পান সহ অনেক রকমের পান। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নানান রকমের পান পৌঁছে দেন তিনি। সকাল হলেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আর ওই সাইকেলের মধ্যে সাজানো পানের ডালি। কিশোরীর এই অভিনব উদ্যোগ দেখে খুশি এলাকাবাসীরা। বাড়িতেই অনেকে অপেক্ষা করে থাকেন কিশোরীর হাতের পান খাওয়ার জন্য। কিশোরীর বাড়ি জন্মসূত্রে বিহারে। সেখানেই থাকে ছেলে, বউ সহ গোটা পরিবার। একসময় এক বেসরকারি সংস্থায় গাড়ি চালিয়ে পেট চালাতে হত কিশোরীকে। কিন্তু করোনার সময় সেই চাকরি

চলে যায়। বন্ধ হয়ে যায় গাড়ি চালানো। লকডাউন খুলতেই পান বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপুল জনপ্রিয় হয়েছেন কিশোরী। তিনি ভাইরাল হয়েছেন কিশোরী পানওয়ালার নামে। এখন পান বিক্রি করে কিশোরীর আয় হয় রোজ চারশো থেকে পাঁচশো টাকা। উত্তরপাড়া হিন্দমোটর ছাড়াও হাওড়াতেও পান বিক্রি করতে যান কিশোরী। বালি, বেলুড় সহ নানান এলাকায় পান বিক্রি করেন। আর পানের দাম? ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৩০ টাকা দামের পান পাওয়া যায় কিশোরীর কাছে। সাইকেলে ঘুরে ঘুরে পান বিক্রি করেন কিশোরী। ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৩০ টাকারও পান মেলে তাঁর কাছে। ভ্রাম্যমান পানের দোকানে মেলে মিষ্টি পান থেকে ফায়ার পান। হুগলির হিন্দমোটরের ধারসা অঞ্চলে বসবাস করেন কিশোরী। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন রীতিমতো ভাইরাল কিশোরী পানওয়ালা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১১৫ সংখ্যা, সোমবার, ১২ চৈত্র, ১৪২৯

শ্রমিক আইন

সম্পাদকীয়

শ্রমিক আইনগুলির মেরুদণ্ড নষ্ট করে দিয়েছিল বাম দলের নেতারা। তারাই এক সময়ে শ্রমিক এবং কৃষকদের হাত ধরে ক্ষমতায় এসেছিল। তারপরে দেখতে পাওয়া গেল বাংলায় শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে শ্রমিক আইনগুলিকে একেবারে অতলে তলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। শ্রমিক আন্দোলনে কোনও পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এটা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তার ফলে পুলিশ আর কোনও শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করতে অগ্রসর হতো না। শ্রমিকরাও জঙ্গি আন্দোলন করে শিল্পপতিদের জব্দ করে দিতে লাগলো। এবং একের পর এক শিল্প বন্ধ হতে থাকলো। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যে ভুলগুলো করে গিয়েছিলেন সেই ভুলের সংশোধন করতে শুরু করলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু তখন জল বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছে। জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ভয় পেয়ে শিল্পপতিরা তাদের শিল্প কলকারখানাগুলিকে অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ওপরে এসে পড়েছিল সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম আন্দোলন। বাংলার শিল্প আন্দোলনের ওপরে সবচেয়ে বড় আঘাত হচ্ছে সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম আন্দোলন। সিঙ্গুর ছেড়ে টাটারা চলে যেতেই বাংলার শিল্পে খরা এসে উপস্থিত হল। তার হাত থেকে আজও বাংলা রেহাই পায়নি। আসলে বাংলার ক্ষতি বাঙালিরা সবচেয়ে বেশি করেছে। যার ফলে আজকে বাংলার যুব সমাজকে বেশি করে ভুগতে হচ্ছে। প্রযুক্তি শিল্প মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে বটে। কিন্তু শ্রমিক সংগঠন যদি মজবুত থাকতো তাহলে গণ ছাঁটাই করা একেবারে সম্ভব হতো না বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিক নেতারা। বর্তমান ভারতবর্ষে যেটুকু সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ছিল আজকে তা উধাও হয়ে গিয়েছে। বিগত ত্রিশ বছর ধরে বাংলার ট্রেড ইউনয়নগুলি ধুঁকতে শুরু করেছে। তার ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ দেখার কোনও সংস্থা আজকে আর টিঁকে নেই। শ্রমিকরা এখন ঠিকেদারি শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছে বেঁচে থাকা শিল্পগুলি। বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি দেখে সেটাইকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। ২০১৫ সালে জয়পুর লিটারেচর ফেস্টিভ্যালে প্রযুক্তি শিল্পে গণছাঁটাইয়ের কথা বলতে গিয়ে ইনফোসিসের চেয়ারম্যন এন আর কৃষ্ণমূর্তি বলেছিলেন যে শ্রমিকদের দক্ষতাকে আরও বৃদ্ধি করার খুবই প্রয়োজন। দক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করা কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। বর্তমান যুগ হচ্ছে দক্ষতার যুগ। এই যুগে যারা বেশি কাজে দক্ষ তাদের দিকে শিল্প নজর দিয়ে থাকে। তার ফলে শ্রমিকদের আগে দক্ষতা নির্মাণ করতে হবে। দক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে পারে না শিল্পগুলি। তাহলে তাদের উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটতে থাকবে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে দক্ষ শ্রমিকদের নিয়োগ করা হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে। শ্রমিক আইন সেখানে প্রযোজ্য হচ্ছে না। শ্রমিক আইন প্রযোজ্য করতে গেলে শিল্পপতিদের বহু টাকা ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু যদি ঠিকাদারি শ্রমিক বাজারে পাওযা যায় এবং তারা যদি দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারে তাহলে কেন শিল্পপতিরা তাদেরকে নিয়োগ করবে না। একজন ঠিকাদার দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করলে শিল্পপতির ওপরে কোনও চাপ থাকে না। কিন্তু আবার উৎপাদন ব্যাহত হয় না। তার ফলে শিল্পপতিরা রোজের বেতনের ভিত্তিতে শ্রমিক বাজার থেকে সংগ্রহ করারদিকে বেশি করে নজর দিতে থাকে। শিল্পে মন্দা দেখা দিয়ে শুরু করে দিয়েছিল বাম আমলে শেষ দিকে সময় থেকেই তখন বাম সরকার বলতে শুরু করেছিল চাকরি নষ্ট করবে না।

ভারত চিন সমস্যার সমাধান হবে

তার ওপরে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে এবারে লাদাখের গালওয়ান নিয়ে তথ্য ইচত্র প্রকাশ করা হয়। সেখানে দেখানো হয়েছিল ভারতীয় সেনাদের প্রবেশ রুখতে চিন সেনারা সেনাবন্ধন তৈরি করে ভারতীয় সেনাদের প্রবেশকে রুখে দিচ্ছে। এই তথ্যচিত্র দেখিয়ে চিনের শি জিনপিং এবারে তৃতীয়বারের জন্য চিনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট থেকে গেলেন। এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে চিন ভারত বিরোধী চুক্তি করেছে। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে পাকিস্তানের সায় নিয়ে চিন এবারে আর্থিক করিডর তৈরি করতে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এতে ভারত সরকার থেকে প্রতিবাদ করা হলেও চিন তাকে একেবারে আমল দিতে রাজি নয়। বহু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। সেই সব সমস্যার সমাধান করতে এবারে চিনের সঙ্গে ভারতের বৈঠক করেই। এদিকে তাইওয়ানের সঙ্গে ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যকে ভালো নজরে দেখছে না চিন। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে তাইওয়ান চিনের অংশ। এটা ভারতকে মেনে চলতে হবে। কিন্তু ভারত তা একেবারে মানতে নারাজ। আগে তিব্বতকে চিনের অংশ গ্রহণ চিন ঘোষণা করে তিব্বতে সেনা অভিযান করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়ে তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামা ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত তাঁকে আশ্রয় দান করতে চিন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ভারতের তিব্বত নীতির নিন্দা করতে শুরু করে দিয়েছিল চিন। এদিকে চিন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত বিরোধিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করার চেষ্টা করছে। সেই আর্থিক করিডরে আফগানিস্তানকে সঙ্গে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার। কাশ্মীর যাতে ভারত ছিনিয়ে নিতে না পারে তার কৌশল বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা। ইসলামিক দেশগুলি প্রচ্ছন্ন আস্কারায় পাকিস্তান বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন রাজনীতি ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান চিনকে এবার সমর্থন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তিনি ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে ইমরানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। এবারে পাকিস্তানের যিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছে শাহবাজ শরিফ তিনি চিনের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না......

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে।

রাহুল গান্ধি সাংসদ পদ খারিজেই কেন্দ্রীয় রাজনীতি জল ঘোলা হচ্ছে

রবীন্দ্রকুমার শীল

রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ নিয়েই কেন্দ্রীয় রাজনীতির জল ঘোলা হতে শুরু করে দিয়েছে। বিরোধী দলগুলি এক জোট হয়ে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে দিলেই তারা কিন্তু পুরোপুরি কংগ্রেসের বিরোধী জোট করার রাস্তাকে আপাতত পরিস্কার করছে না বটে। তবে কংগ্রেসের পাশে তারা থাকছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভার নির্বাচন বিরোধী দলগুলি কংগ্রেসের নেতৃত্বে বা রাহুল গান্ধিকে মুখ করে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করবে কিনা তা নিয়ে এখন থেকেই অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে যে বিজেপি দলই রাহুল গান্ধিকে বিরোধী দলের মুখ করতে চাইছে। এটা বিজেপি দলের কৌশল বলা যেতে পারে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যতে যাতে বিরোধী দলের মুখ হয়ে উঠতে না পারে তার জন্যই এখন থেকেই কংগ্রেস বিজেপি গোপন আঁতাত করতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস সম্পর্কে তৃণমূল কংগ্রেসের বরবারই একটা অল্যাার্জি থেকে গিয়েছে। বিজেপি দল সেই অ্যালার্জিকে এখন কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যাপর দুর্নীতি হয়েছে তার মুখ ঘুরিয়ে দিতে এখন রাহুল গান্ধিকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বাড়াবাড়িকে একেবারে পচ্ছন্দ করছে না। কিন্তু বিজেপি দল পরিস্কার করে বলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্তকারী দল কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কথায় পরিচালিত হচ্ছে না। যা করছে আদালত। আদালতের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে পারে। তা না করে বিরোধী দলগুলি প্রায় সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করতে শুরু করে দিয়েছে। এতদিন কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে ঝড় বইছিল না। এবারে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে কালবৈশাখী এসে উপস্থিত হয়ে গেল। শুরু হল রাজনৈতিক তর্কাতর্কি। রাহুল গান্ধি এখন বিরোধী মুখ হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। যা এতকাল ধরে কংগ্রেস আশা করছিল তা একেবারে দরজার গোড়ায় এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস দল এই বিরোধী হাওয়াকে দলের রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। রাহুল গান্ধি আবার বীর সাভারকরকে সামনে নিয়ে এসে আর বেশি করে রাজনৈতিক জল ঘোলা করে ছেড়ে দিয়েছে। বীর সাভারকর বিজেপি দলের একটি স্পর্শকাতর বিষয়। সাভারকরের নাম তুলে নিজেকে যাচাই করতে গিয়ে একেবারে আগুনে ঘি ফেলে দিয়েছে। আরও বেশি করে রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে। আদানি কাণ্ডের চেয়েও বেশি মারাত্মাক অস্ত্র হিসাবে বাবহার করা হয়েছে বীর সাভারকরকে। গান্ধি পরিবারের সঙ্গে বীর সাভারকরকে তুলনা করার ফলে বিজেপি দল মোটই সন্তুষ্ট নয় সেটা পরিস্কার। গান্ধি পরিবার কারোর কাছে ক্ষমা চায় না বলে যেভাবে সাংবাদিক বৈঠকে গর্জন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন রাহুল তার ঢেউ বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়ে থাকলো। সব মোদি পদবী কি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে এই রকম প্রশ্ন যখন তুলতে শুরু করে দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি তখন কিন্তু তার মোকাবিলা করা উচিত ছিল যুক্তি এবং তর্ককে সমানে রেখে। যুক্তি দিয়ে রাহুলের এই মন্তব্যকে খারিজ করে দেওয়া উচিত ছিল। এখন যা অবস্থা তাতে দেশের অধিকাংশ নাগরিকেরা মনে করতে থাকবে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। নাহলে যেভাবে হঠাৎ করে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ করে দিল তাকে সবাই বলতে গেলে সবাই অবাক। রাজনৈতিক মহল বিস্ময় প্রকাশ করেছে। এমনকী বিদেশি সংবাদপত্রগুলি এই খবরকে লাইলাইট করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের গণতন্ত্রকে নিয়ে আজকে সারা বিশ্বে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। 'মোদি ইন কোয়েশ্চন' তথ্যচিত্রটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার ফলে আরও বেশি করে রাজনৈতিক জলঘোলা হতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ওপরে বিবিসিতে আয়কর বিভাগে তল্লাশি। এর পরপরই দেখতে পাওয়া গেল রাহুলের বিলাতে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে মন্তব্যকে ঘিরে বিজেপি দলের সাংসদ এবং নেতাদের প্রতিবাদ। তারা রাহুল গান্ধিকে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলতে শুরু দিল। কিন্তু রাহুল গান্ধি বারবার বলতে শুরু করে ছিলেন বিলাতে তিনি ভারতীয় গণতন্ত্র নিয়ে কী বক্তব্য রেখে ছিলেন তা নিয়ে পরিস্কার করে আলোচনা করতে চান। তিনি সেখানে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে কেনও বিরূপ মন্তব্য করেননি। বিজেপি দলের নেতারা তাকে বিদেশি শক্তির সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছিল। এই ব্যাপারটা পরিস্কার হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু পরিস্কার হল না। আরও বেশি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে থাকলো। রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করতেই জল আর বেশি করে ঘোলা হতে শুরু করে দিল। রাহুল গান্ধি এখন সত্যিকারের বিরোধী দলের মুখ হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন। তবে তিনি যদি রাজনৈতিক বাকপটু না হতে পারেন বা এই স্রোতকে ধরে রাখতে না পারেন তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে রাহুল ঝড় একেবারে থমকে যাবে। পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়ার জন্য বিজেপি দল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি দলের সবচেয়ে বড় শক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংস্থা। সেই সংস্থার নেতা ছিলেন বীর সাভারকর। বর্তমান কালে সাভারকরের নাম তুলে যদি কেউ রাজনীতি করতে শুরু করে তাহলে তিনি মৌচাকি ঢিল মারলেন বলা যেতে পারে। কংগ্রেসে শক্তি নেই আরএসএসের সঙ্গে লড়াই করার। অতীতের যে কংগ্রেসি শক্তি ছিল তা আজকে বলতে গেলে একেবারে ম্রিয়মান। কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি অতীতে মতো শক্তিশালী নয়। তার ফলে এখন মেপে পা ফেলতে হবে। কিন্তু রাহুল গান্ধি যেভাবে সাংবাদিক বৈঠকে বীর সাভারকরের নীতির সঙ্গে গান্ধি পরিবারের নীতি তুলে ধরে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তাদের বলতে গেলে এখন আর রাজনৈতিক ঝড় থামবে না। এই ঝড় বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির আমেরিকার সফরের আগেই কিন্তু এই রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল। তার ফলে আমেরিকায় সরকারি সফর করার সময়ে মোদিকে সেখানকার সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেইখানে এর প্রধানমন্ত্রী মোদি এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে না পারলে আমেরিকার সংবাদপত্রে বিশাল হেডলাইন তৈরি হয়ে যাবে। সেই দিকে বিদেশ মন্ত্রক নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। দেশে বিদেশে ভারত সম্পর্কে একটি ঝড় বইতে শুরু করেছে।

খলিস্তানপন্থী, রাহুল, আদানি প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী মোদি বিব্রত

খলিস্তানপন্থীরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ভারতকে বিব্রত করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ওপরে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি আদানি কাণ্ড নিয়ে চাপ দিতে শুরু করেছে। যদিও বিরোধী দলগুলি ইডি এবং সিবিআই এর বাড়াবড়ি নিয়ে আদালতে উপস্থিত। সেখানে কংগ্রেস নেই বলতে গেলে চলে। কংগ্রেস এখন রাহুল গান্ধিকে সমানে রেখে বিরোধী জোটকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। রাহুল গান্ধি একেবারে বিরোধী দলের নেতার মতো বলতে শুরু করেছেন তিনি সাংসদে যদি নাও থাকেন তাহলে তিনি বাইরে এবং ভিতরে থেকে শাসক দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলবেন। ভারতের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে রাহুল গান্ধি এখন মরিয়া হয়ে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে বিরোধীরা যারা রাহুল গান্ধির সঙ্গে জোট করা ইচ্ছা প্রকাশ করেনি আজকে তারা রাহুলের পাশে এস দাঁড়িয়েছে। বলা যেতে পারে রাহুল সব বিরোধী দলকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসতে পেরেছেন। এখানেই রাহুল গান্ধির রাজনীতির বড় জয় বলা যেতে পারে। বিজেপি দলের হঠকারিতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ রার ফলে আজকে রাহুল গান্ধি বিরোধী নেতা হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছেন। নাহলে কিন্তু রাহুল গান্ধি হাজার চেষ্টা করতেও বিরোধী দল নেতার হয়ে হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি পারতেন না। রাহুলের সাংসদ পদ খারিজটাকে বলা যেতে পারে আর্শীর্বাদ। যেভাবে আজকে মোদি বিরোধী দলের নেতারা রাহুলকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বিজেপি দল বলতে গেলে এখন কোনও রকম কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। তবে রাহুলে যদি সাংসদ পদ খারিজ অবস্থায় থাকে তাহলে কিন্তু লোকসভার নির্বাচনের ওপরে তার প্রভাব কতখানি পড়বে তা বলা খুবই মুশকিল। বিরোধী দল বলতে এখন আর কেন নেই। শক্তিশালী বিরোধী দল বলতে যা বোঝায় তা নেই। বিজেপি সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্ধী হয়ে ওঠার মতো কোন শক্তি বিরোধী দলে নেই বলতে গেলে চলে। তৃণমূল কংগ্রেস বা আম আদমি দল চেষ্টা করছে বিজেপি বিরোধী দলের পরিণত হওয়ার। সেটা কিন্তু আপাতত হতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিরোধী দল হতে গেলে যে আইনী প্রক্রিয়াকরণ রয়েছে তা কোনও রাজনৈতিক দলের নেই বলা যেতে পারে। এই মধ্যে কংগ্রেস দলকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সাংসদ পদে অধিষ্ঠিত না থাকলে রাহুল গান্ধি বা কংগ্রেস দল বিজেপির সঙ্গে কত দূর পর্যন্ত রাজনৈতিক লড়াই অব্যাহত রাখতে পারবে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে সবার মনে। সবাই মনে করতে শুরু করে দিয়েছে আগামি কয়েক দিনের মধ্যে জাতীয় স্তরে রাহুল ঝড় একেবারে থমকে যাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রাহুল গান্ধির সমর্থকের সংখ্যা কম নেই। তারা বিজেপি দলের দুর্বতলাকে খোঁজার চেষ্টায় ব্যস্ত। ফলে বিজেপিকে এখন আরও বেশি করে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে। নাহলে কিন্তু সমূহ বিপদ। বিজেপি দল যদি মনে করে তারা বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ছড়ি ঘোরাতে থাকবে তাহলে কিন্তু ভুল কাজ করবে। যে ভুল অতীতে করেছিল কংগ্রেস।

বাংলার বিপ্লবীদের মন্দির প্রতিষ্ঠা

বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল। তারা ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে দেশ থেকে তাদেরকে বিতারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল বিপ্লবী অরবিন্দকে নেতা করে। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল অনুশীলন সমিতি। তৃতীয় কেন্দ্রটি ছিল নলিন মিত্রের ১৭০ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। দোতলা বাড়ি। ছাদে চলতো লাঠি খেলা। এখান থেকে বারীন্দ্রকুমার সহ বিপ্লবী দলের সদস্যরা বিকালে পায়ে হেঁটে ১০৮ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে বাড়িতে আসতো। সেখানে লাঠি খেলা এবং ইতিহাস চর্চা করে রাত এগারোটার সময়ে সকলেই বাড়ি ফিরতেন। কেন্দ্রের অর্থাভাব হয়নি। কারণ প্রেসিডেন্ট অর্থ জুটিয়ে দিতেন। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় অর্থাভাবে পড়লেন যতীন্দ্রনাথ। ফলে ১০৮ নম্বর লোয়ার সার্কুলার বাড়িটি তাঁকে ছাড়তে হল। পরিবারবর্গকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন বর্ধমানে শ্বশুর বাড়িতে। নিজে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের একটি মেসে থাকতে লাগলেন। কিছুদিন পরে ১৯০৪ সালে পুজোর ছুটিতে বাংলায় এলেন অরবিন্দ। এ সম্পর্কে লিখছেন বারীন্দ্র কুমার-''যতীনদার ডাকে শ্রীঅরবিন্দ এলেন বাংলা দেশে আমাদের দু-দলের বিরোধ মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন বোধহয় ১৯০৪ সাল। আমার আর অবিনাশের ডাক পড়ল শ্রীঅরবিন্দের কাছে। তিনি তখন এসে নেমেছেন যতীনদার সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ মেসে। তাঁকে একটি ঘর দেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে জানলাম, এতদিনের উদ্দাম কর্মী যতীনদার নিরস্ত থাকেন নাই। ম্যাটসিনিও, গ্যারিবল্ডীর জীবনী-প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও তাঁর ছেলে সুরেন্দ্রকে নিয়ে নূতন করে চাক বেঁধেছেন। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ডেকে বললেন- তোমরা অযথা যতীনকে সন্দেহ করছ।" (অগ্নিযুগ)

অরবিন্দের কথানুযায়ী স্থির হল, পরদিন আমহার্স্ট স্ট্রীটে বারীন্দ্র এসে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। মেয়েটির হাত পা দেখে বারীন্দ্রকুমারের সন্দেহ দূর হলো। মেয়েটি যতীনদার বোন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ফেরার সময়ে যতীনদা একটি অদ্ভূত কাহিনী শোনালেন। তিনি যখন বরোদায় তখন মেয়েটি কুসংসর্গে পড়ে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসে। এবং এক মন্দ পাড়ায় গিয়ে ওঠে। যতীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবীদলের কাজে লাগাবেন বলে। কিন্তু এই নিয়ে এত দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে সেটা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। বিপ্লবী দলের ওপরে বারীন্দ্রকুমারের আস্থা ভেঙেছে ভেবে অরবিন্দ তাঁকে দেওঘরে নিয়ে গেলেন। অবিনাশচন্দ্র রইলেন যতীন্দ্রনাথে সহকারী হিসাবে। দেবব্রত, নিখিল এবং জ্যোতিষ এরা মিলল অরবিন্দের নির্দেশে। বিপ্লবী দলে জোড়া লাগলেও পরে আবার ভাঙন দেখা দিল। অল্পদিনের মধ্যে অভিযোগে পত্র গেল দেওঘরে অরবিন্দের কাছে। কিন্তু কোনও ফল হল না। অবিনাশ পর্যনত দেওঘরে গিয়ে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করলো। অরবিন্দ বুঝতে পারলেন ভাঙন রোখার নয়। তিনি বারীন্দ্রকে নিয়ে বরোদায় চলে গেলেন। সেই সময়ে প্লানচেট করে শ্রীরামকৃষ্ণ, ফাদার দামিয়ন, কৃষ্ণদাস পাল, রামমোহন বিবেকানন্দকে নিয়ে এসে কথা বলানোর চেষ্টা করা হতো।

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলি দরিদ্র জনসাধরণ এর জন্য মোটেই আশীর্বাদ নয়, এটি তাদের জন্য বরং একটি বড় অভিশাপ

মাইক্রোফিন্যান্স বা ক্ষুদ্রঋণ একসময় মানুষকে (মূলত ভারতীয় গরীব মহিলাদের) দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার জন্য বিশেষ ভাবে জরুরি যেখানে ব্যাংক পরিষেবা তেমন ভাবে নেই বা যাদের কোলাতেরাল বন্ধক দেবার ক্ষমতা নেই তাদের জন্য, সেটাই মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানির কর্নধারেরা সরকার এবং সকলকে বোঝানো হয়েছিল, বাংলাদেশে ডঃ মোহাম্মদ ইউনিস সাহেব এই মাইক্রো ফাইন্যান্স নিয়ে (ওনাদের গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে) ২০০৬ সালে শান্তির জন্য নোবেল পপুরস্কার পাবার পর। এরপরে, বাংলাদেশের নোবেল পুরস্কার পাওয়া গ্রামীণব্যাংকের উদাহরণ বা দোহাই দিয়েই ভারতবর্ষে একেরপর এক ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাইক্রোফাইন্যান্স(এম. এফ .আই) বা নন ব্যাংকিং ফিনানান্স করোপরেশনস (এন. বি. এফ. সি) সংস্থাগুলো ভুইফোরের মতই গজিয়ে ওঠে, বিশেষভাবে গ্রামেগঞ্জে , শহরতলীতে, শহরে, ছোটছোট মহিলা গোষ্ঠীদের (১০ থেকে ২৫ জন বিবাহিতা মহিলার সমস্টি) সহজে, কোনো কোলতেরাল কাগজ বা বন্ধক ছাড়াই ক্ষুদ্রঋণ পাইয়ে দিতে (কিন্তু চরা সুদে) তাদের বিপসঙ্কুল অবস্থায় পাশে দাড়ানোর নাম করে। কিন্তু অনেক মহিলা যারা এই মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো থেকে ঋণ নিয়েছেন বা নিয়েছিলেন, অবশেষে আজ বলছেন যে, এই মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো তাদের জীবনের জন্য এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ভারতীয় নাগরিকের মতে এই অর্থঋন প্রদানকারী কোম্পানিগুলো একটি বড় নেকড়ের মত যাদের সুদেরটাকার ক্ষিদে মেটানো সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে তো দরিদ্রদের জন্য, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পরা নাগরিকদের জন্য তো বটেই,(নিরক্ষর, অর্ধনিরক্ষর মানুষ, হঠাৎ করেই লক ডাউন এর জন্য চাকরি হারানো মানুষ, ছোট বা ক্ষুদ্রতম ব্যবসায়িক উদ্যোগের মানুষ, প্রান্তিক কৃষক, প্রান্তিক মানুষ, ছোট ছোট মুদির দোকানদার, স্টার্টআপ ছোট ব্যবসায়ী, রাস্তার ফেরিওয়ালা, দিনমজুর শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য) এবং এই লেখকেরা মনে করেন, তাদের এই ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মন্দ দিক গুলোর সম্পর্কে আরও বেশি করে সতর্ক থাকতে হবেই এদের থেকে কোনো ঋণগ্রহণের আগে। বিশেষভাবেই সতর্ক থাকা দরকার যে ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে কোনো ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের জন্য ভবিষ্যতে প্রভাব কি হতে পারে তার জীবনে বা তার সংসারের ওপরে এবং কোনো পাড়ার গোষ্ঠির ভিত্তিতে বিভিন্ন আর্থিক এনজিও কোম্পানি নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (এন.বি.এফ.সি)সংস্থাগুলো কোনো সুদখোর বেসরকারি ঋণ প্রদানকারী কোম্পানি গুলো (কোম্পানী আইন ১৯৫৬ এর অধীনে এরা নিবন্ধিত বা ২০১৩ এর কোম্পানি আইনের ৮ নম্বর ধারায় নিবন্ধিতও হতে পারে) এবং যাদের কাছে ভারতের কোনো রাজ্যেই অর্থপ্রদানকারী ঋণের ব্যবসা করার জন্য যথাযথ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আর বি আই) অনুমতিপত্র বা কাগজপত্র নেই তাদের সম্বন্ধে। পশ্চিমবঙ্গে এইসব ক্ষুদ্রঋণ পাইয়ে দেবার মত ব্যাংক বা কোম্পানি গুলোর কিছু নাম এখানে দিলাম যারা এইধরনের ব্যবসা করে কয়েক হাজার কোটি টাকা আয় করে এদের দেওয়া ক্ষুদ্র ঋণের চরা সুদের ওপরে ভিত্তি করে। এরা হলো বন্ধন ব্যাঙ্ক, আশীর্বাদ মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেড, নিগম সুধা

মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেড ,প্রগতি মাইক্রোফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড, লোকেনাথ ট্রাস্টস, দিশারী', স্বয়ম কৃষি সংস্থা ,জনলক্ষ্মী আর্থিক পরিষেবা, উজ্জীবন, আদানি ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক, উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, অরোহন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, ফিউশন মাইক্রোফাইনান্স, ইকুইটাস, স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক, গ্রামীণকুটা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ইউজিআরও ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এএসএ ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া মাইক্রোফাইনান্স লিমিটেড, আন্তর্জাতিক ভারত মাইক্রোফাইনান্স লিমিটেড , সরলা, মোহর, এস কে এস মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেড, ভিলেজ, শেযার মাইক্রোফিন্যান্স, অন্নপূর্ণা ফাইন্যান্স , উৎকর্ষ ছোট ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক', ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভারতবর্ষে প্রায় ৯৬টি বা ততোধিকবেশী ক্ষুদ্রঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে এবং ৩৫,৪৭৩টি এন. বি. এফ. সি কোম্পানি এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪টি মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানি কাজ করছে (২০২১ সালের রেকর্ড হিসাবে),অর্থঋণদাতা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার থেকে অনুমতি নিয়ে বা সেই অনুমতি ছাড়াই এবং এই ধরনের অনেক এম এফ আই এন. বি. এফ. সি বর্তমানে কাজ করছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাড়াও অন্যান্য প্রদেশেও। রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বা এম.এফ.আই ন্যূনতম ভারতীয় টাকায় ৫ কোটি টাকা মূলধনের সাথেই একমাত্র স্থাপন করা যেতে পারে (এবং সেই টাকাটা তাদের আর. বি .আইতে জমা করতে হবে) এবং তারা বাজারে টাকা তখনই ধারহিসাবে কাউকে দিতে পারবে যখন একজন ঋণগ্রহীতার পরিবারের বার্ষিকআয় সর্বোচ্চ ভারতীয় টাকায় ১,২০,০০০ টাকা থেকে ৩ লাখ টাকা হবে। এই ধরনের ক্ষুদ্তম ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই একবারই হবে এবং সেটা ঋণগ্রহীতার মাসিক পারিবারিক আয়ের ৫০ হতে হবে।, ১লা এপ্রিল ২০২২ সালের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশিকা অনুসারে (মেমো নং DoR.FIN.REC.৯৫০৩.১০.০৩৮২০২১-২২ তারিখ ১৪.০৩.২০২২) ঋণের সুদ প্রতি বছরের হিসাবে মূল ঋণের সিম্পল ২০ এর বেশি হবেনা কিছুতেই। (অর্থাৎ যদি একজন ঋণগ্রহীতা ২০,০০০ টাকা ক্ষুদ্রতম লোন নেন, তাহলে তিনি মোট ২৪টি কিস্তিতে মাসিক ৯৭০ টাকা হিসেবে সেই ঋণ পরিশোধ করবেন যার মধ্যে মূল ঋণের কিছু পরিমাণ এবং কিছু সুদের পরিমাণ ঋণ উভযই থাকবে(অনুচ্ছেদ ৬.৩ এর অনুচ্ছেদ ll অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা ও আদেশ অনুসারে ১৪.০৩.২০৩৩ তারিখে, যেটা উপরে উল্লিখিত করা হয়েছে) এবং তাদের অবশ্যই আর .বি. আই এর কাছথেকে বাজারে কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেবার অনুমতি স্বরূপ কাগজ বা অব্যাঙ্কিং কোম্পানির অর্থঋণদাতা হিসাবে বাজারে কাজকরার অনুমতি থাকতেই হবে। এম. এফ. আই বা ক্ষুদ্রঋণদাতা কোম্পানিগুলো জাতীয় ব্যাংক থেকে তাদের ব্যবসার জন্য ঋণ নিতেই পারে এবং তারা প্রতি বছর তাদের সেই ঋণের জন্য সর্বোচ্চ ১৪ সুদ প্রদানকরে জাতীয় ব্যাংকগুলোকে। বেশিরভাগ এই অর্থঋণ প্রদানকরি(মানি ল্যান্ডাররা), হয় এম. এফ. আই বা এন. বি. এফ. সি কোম্পানি বা সুদখোর প্রাইভেট অর্থঋণদাতারা ভারতীয় আইন দ্বারা বেআইনি (আরবিআইয়ের অনুমতি বা নিবন্ধন ছাড়া এবং আরবিআই নির্দেশিকা অনুসরণ না করে) ভাবে যদি অর্থ লেনদেনে যুক্ত থাকে তাহলে পাড়ার জনসাধারণ বা ঋণগ্রহীতারই উচিত অবশ্যই ওইসব কোম্পানির নামে বা কোম্পানির লোকের নামে সাধারণ ডায়েরি বা এফ.আই.আর দ্বারা স্থানীয় পুলিশকে অবহিত করা। ২০১৭ সাল থেকে, আর .বি .আই এর মাইক্রো ফাইন্যান্সের জন্য বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই অনেক ক্ষুদ্রঋণপ্রদানকরি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে (শহুরে অঞ্চলে, আধাশহুরে অঞ্চলে, গ্রামেগঞ্জে) বৃদ্ধি পেয়েছে,এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের জীবনব্যাপী দুর্দশা ও কষ্ট, ক্ষতি, তাদের পরিবারকে অপূরণীয়ক্ষতির মধ্যে ফেলেই লোকজনকে ঋণপ্রদান করছে এবং এই ঋণ (একবারে ৫০,০০০ টাকা এর জন্য ধরে নিন) দিয়েছে কিন্তু কেউ বা বাৎসরিক, কেউ বা মাসিক ভিত্তিতে, বিশাল অঙ্কের অবৈধ শতাংশ সুদের সাথে। (এম. এফ .আইএন. বি .এফ. সি) সে ক্ষেত্রে এইসব ক্ষুদ্র ঋণদাতাদের সুদের হার বার্ষিক ৩০ থেকে ২০০ সাপ্তাহিক বা মাসিক পর্যন্ত যদি পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তবে জেনে রাখুন, ভারতীয় আইন কখনোই এই ধরনের ঋণ দেওয়া বা নেওয়ার পক্ষে অনুমতি দেয় না। (ক্রমশ)

(লেখক ১) শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, কলকাতা। ২) ডাক্তার প্রফেসর প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য এমডি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এফ আই সি প্যাথলজি, ডাব্লু.বি.এম.ইএস (অবসরপ্রাপ্ত) প্রাক্তন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং প্রধান, প্যাথলজি বিভাগ, কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলকাতা।)

চাপ দিয়ে জমি

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২৬ মার্চ ঃ অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা আবদুল কেরিম খান জেলা পরিষদের পূর্ত-পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দলীয় কার্যালয়ে ডেকে জোর করে বিঘার পর বিঘা জমি লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ বীরভূমে । অভিযোগ, বীরভূমের নানুরে ৪৫ বিঘা জমি জোর করিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদে রবিবার বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন জমির মালিকরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা পরিষদের সদস্য। বীরভূমের নানুরের স্থানীয় বাসিন্দারা কেরিম খান জেলা পরিষদের পূর্ত-পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, নানুরে বাসাপাড়ায় কিষান মান্ডির কাছে মিলন মেলার নামে প্রায় ৪৫ বিঘা জমি ২০-২৫ জন জমি মালিকের থেকে দখল করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, দলীয় কার্যালয়ে ডেকে ঠকিয়ে জমি লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন জমিদাতারা। তাঁদের অভিযোগ, মিলন মেলা মাঠের নাম করে দলের ক্ষমতা অপব্যবহার করে একের পর এক জমি হাতিয়েছেন। যদিও ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আবদুল কেরিম খান। প্রসঙ্গত, গরু পাচার মামলায় কেরিম খানের নানুরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই ও ইডি। তারপর জমি নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় বেশ খানিকটা চাপে পড়লেন কেরিম খান ও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

গাড়িতে আগুন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ ঃ শ্রমিক বোঝাই গাড়িতে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ির তিস্তা সেতু সংলগ্ন বালাপাড়া এলাকায়। যদিও গাড়িতে থাকা ৩০ জন শ্রমিক সহ স্থানীয়রা মিলে তড়িঘড়ি জলের ব্যবস্থা করে আগুন নিভিয়ে দেন। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের চৌরঙ্গী এলাকা থেকে ৩০ জন শ্রমিক আলু তোলার কাজে যাচ্ছিলেন। ছোট একটি গাড়িতে করে যাওয়ার সময় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সামনে আচমকাই ইঞ্জিনের বক্সে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে তড়িঘড়ি নেমে পড়েন শ্রমিকরা। এরপর সকলে মিলে রাস্তার পাশে থাকা জলাধার থেকে জল এনে চটজলদি আগুন নিভিয়ে দেন। তা না হলে গাড়িতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা ছিল। ১২ জন পুরুষের পাশাপাশি গাড়িতে ১৮ জন মহিলা শ্রমিক ছিলেন। গাড়িতে থাকা শ্রীকৃষ্ণ দাস ও বলরাম ভক্ত বলেন, আমরা সেনপাড়া এলাকার একটি জমিতে আলু তোলার কাজে যাচ্ছিলাম। ওই সময় আচমকাই গাড়িতে আগুন ধরে যায়। তবে বড় কোনও ঘটনা হওয়ার আগেই আমরা সবাই মিলে জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিই।

আক্রান্ত সাংবাদিক

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৬ মার্চ ঃ জুয়ার আসরের খবর করতে গিয়ে জুয়ার বোর্ডের লোকের হাত আক্রান্ত সাংবাদিক রাজকুমার ঘোষ। কালনা ২ ব্লকের বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে চলছিল পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা। তার পাশেই বসেছিলে জুয়ার আসর, সেই বেআইনি জুয়ার খবর করতে গিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক রাজকুমার ঘোষ। সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য গালিগালাজ এবং প্রাণে মারার হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর মেলা কমিটির লোকেরা শুনতে পেয়ে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে সাংবাদিককে। হাতে, বুকে ও পিঠে চোট পেয়ে চিকিৎসাধীন তিনি।

পানীয় জল বিক্রি করার অভিযোগ উঠল পাম্প অপারেটরের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৬ মার্চ ঃ সিভিক ভলেন্টিয়ার ছেলের প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পিএইচই-র জল গ্রামে গ্রামে সরবরাহ না করার অভিযোগ অপারেটরের বিরুদ্ধে। অথচ অপারেটর সেই জল বাড়ি বাড়ি ও ট্যাপে না দিয়ে নিজের চাষের কাজে ব্যবহার করছেন। অভিযোগ, পানীয় জল দিয়ে পুকুরের মাছ চাষ করছেন ওই ব্যক্তি। এমন অভিযোগ তুলে রবিবার পিএইচইতে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক গ্রামবাসী। রবিবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নোকসা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পিএইচই-র তালা খুলে দেওয়া হয়। যদিও পিএইচই-র পানীয় জল দিয়ে চাষ করা ও পুকুরে জল দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন পাম্প অপারেটর শ্যামল মণ্ডল। অন্যদিকে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে পিএইচই দফতর। প্রসঙ্গত, বাড়ি বাড়ি ট্যাপের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ২০১৭ সালে নোকসা এলাকায় পিএইচই নতুন পাম্প বসায়। তারপর থেকে ওই মেশিন দিয়ে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামে জল দেওয়া শুরু হয়। অভিযোগ, সম্প্রতি পিএইচই-র পাম্প অপারেটর শ্যামল মণ্ডল বেশ কিছু গ্রামে ঠিকমতো পরিষেবা দিচ্ছেন না। বাড়ি বাড়ি জল না দিয়ে সেই জল নিজের চাষের কাজে লাগাচ্ছেন। পুকুরে মাছ চাষ করছেন। টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছেন জল। কেউ কিছু বলতে গেলে ছেলের কথা তুলে ভয় দেখাচ্ছেন। ছেলে সিভিক ভলান্টিয়ার, কেউ কিছু করতে পারবে বলেও হুঁশিয়ারিও দিচ্ছেন। তাঁর ছেলে সঞ্জয় মণ্ডল বালুরঘাট থানায় কাজ করেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, বাবার জায়গায় পাম্পে মাঝেমাঝেই কাজ করেন তিনিও। অভিযোগ, বিগত কয়েকদিন থেকে বেশ কয়েকটি গ্রামে জল পরিষেবা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা দেখেন চাষের জমিতে ওই জল ব্যবহার করছেন তিনি। এরপরই ক্ষুব্ধ জনতা আজ পিএচইতে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা পুলক দেবনাথ বলেন, সমস্যা অনেকদিনের। গ্রামে জল না দিয়ে সেই জল অন্য জমিতে টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে। আমরা এ নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এখন তো দেখা যাচ্ছে পাম্প অপারেটর নিজেই টাকার বিনিময়ে জল বিক্রি করছেন। যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অপারেটর শ্যামল মণ্ডল বলেন, গ্রামবাসীরা অভিযোগ করতেই পারে। কিন্তু, পরিষেবা আমি ঠিকমতোই দিচ্ছি। কেউ কিছু বললে তো আর তাঁদের মুখ বন্ধ করতে পারব না। তবে যে সমস্ত অভিযোগ তুলছে সব মিথ্যা। একই সুর ছেলে সঞ্জয় মণ্ডলের গলাতেও। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধেই পাল্টা তোপ দেগে তিনি বলেন, সব মিথ্যা কথা। আমি কাজ করতে যাব কেন! বাবার কাজ বাবা করে। আর আমি প্রভাব খাটিয়ে কিছুই করিনি। এ বিষয়ে মালদা ডিভিশনের পিএইচই-র মেকনিক্যাল বিভাগের আধিকারিক অনিমেষ চক্রবর্তী বলেন, অভিযোগ পেতেই ওই এজেন্সিকে শোকজ করা হয়েছে।

হাতির তাণ্ডবে মেদিনীপুরে মৃত ২ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৬ মার্চ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলি ও মুড়াকাটা এলাকায় শনিবার রাত থেকে রবিবার সকালের মধ্যে হাতির হামলায় দুই মহিলার মৃত্যু হল। একের পর এক এই মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের সচেতন ও শান্ত করতে আজ সকাল থেকে মাইকে প্রচার শুরু করেছে বনদফতর। জঙ্গলে মহুল কুড়ানো ও কাঠ সংগ্রহ থেকে সকলকে বিরত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার রাত একটা নাগাদ একটি হাতি খাবারের খোঁজে খড়্গপুরের খেমাশুলি গ্রামে ঢুকে পড়ে। খাবার খুঁজতে খুঁজতে সে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে তখন বছর পঞ্চাশের ললিতা মাহাতো নামের এক মহিলা হাতিটির সামনে পড়ে যান। হাতিটি তাঁকে দেখতে পাওয়া মাত্রই তুলে নিয়ে আছাড় মারে। এদিকে আজ সকলে মেদিনীপুর সদর ব্লকের মুড়াকাটা এলাকাযর শিলা ঘোড়ই নামের এক বৃদ্ধার হাতির হানায় মৃত্যু হল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রোজকার মতোই আজ সকালেও ওই বৃদ্ধা জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ হাতি তাঁর সামনে চলে আসে। পালিয়ে যাওয়ার আগেই হাতিটি তাঁকে তুলে আছড় মারে এবং দাঁত ফুটিয়ে দেয়। স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থাতে সকাল দশটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। বারবার হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ তৈরী হয়েছে জঙ্গলমহল মেদিনীপুরজুড়ে। স্থানীয়দের দাবি, যেরকম পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে তাতে করে অবিলম্বে কোনও সদর্থক ব্যবস্থা না নিলে আরও খারাপ অবস্থা তৈরি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এর আগে গত এক সপ্তাহের মধ্যে ঝাড়গ্রামে হাতির হামলায় সাত জনের মৃত্যু হয়। ২১টি বাড়ি ভাঙে দাঁতাল দল।

সাইকেলের জন্য টাকা নিচ্ছে স্কুল

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৬ মার্চ ঃ পড়ুয়াদের সুবিধার্থে সবুজ সাথী প্রকল্প চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। যার মাধ্যমে পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্পের নামে পড়ুয়াদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এমন অভিযোগ উঠেছে রায়গঞ্জ ব্লকের শীতগ্রাম হাইস্কুলে। অভিযোগ, এই প্রকল্পে সাইকেল দেওয়ার জন্য পড়ুয়াদের কাছ থেকে মাথাপিছু ৫০ টাকা করে নিচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শীতগ্রাম বিদ্যাভবন উচ্চ বিদ্যালয়ে সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু সংখ্যক পড়ুয়া সাইকেল নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে এর জন্য ৫০ টাকা করে নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই এলাকায় প্রচুর দরিদ্র মানুষের বসবাস, অনেকে দিনমজুরের কাজ করেন। ফলে এই টাকা দিতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে অভিভাবকদের। এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হলে কর্তৃপক্ষ কোনও কর্ণপাত করছে না বলে অভিযোগ। যদিও স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা পিউ দাস বলেন, পড়ুয়াদের কাছ থেকে একটু টাকা নেওয়া হচ্ছে তা পরিবহণ খরচের জন্য নেওয়া হচ্ছে। সাইকেলগুলি সেবাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রমোদা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আনার জন্য যে পরিবহণ খরচ হয়েছে সেই অনুযায়ী এই টাকা নেওয়া হচ্ছে। আগের পরিচালন কমিটি এই টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এবিষয়ে রায়গঞ্জ ব্লকের বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল জানান, কোনও সরকারি প্রকল্পে এইভাবে টাকা নেওয়া যায় না। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। তদন্ত করার পাশাপাশি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, মেয়েদের স্কুলমুখী করতে, মাঝপথে ছেলে-মেয়েদের পড়াশানো বন্ধ হওয়া বা স্কুলছুট রুখতে এবং বাল্যবিবাহের হার কমাতে তথা সাধারণ পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পড়াশানো ও স্বনির্ভরতায় উদ্দীপিত করতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রকল্প চালু করেছিলেন। যা শুধু বাংলায় নয়, সর দেশে সমাদৃত হয়েছে। তবে এই প্রকল্পের নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হয়েছেন অনেকেই।

বংশীহারিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক

দুরন্ত বার্তা, বুনিয়াদপুর, ২৬ মার্চ ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর জোড়াব্রিজ এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। গুরুতর আহত আরও দু'জন। ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীরামপুর জোড়াব্রিজ এলাকায় ৫১২ জাতীয় সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ একটি ট্র্যাক্টর চালক আরও দু'জনকে নিয়ে বংশীহারী কুশকারী থেকে দৌলতপুরের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় পেছন দিক থেকে একটি খালি ট্রাক দ্রুতগতিতে ট্র্যাক্টরটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে ট্র্যাক্টরটি উলটে যায়। খালি ট্রাকটিকে নিয়ে ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পলাতক। ঘটনাস্থলে চাপা পড়ে মারা যায় ট্র্যাক্টরে থাকা এক ব্যক্তি। মৃত ওই ব্যক্তির নাম নেজামুদ্দিন মিয়াঁ(৫০)। ট্র্যাক্টরে থাকা অপর দুই ব্যক্তি গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী। আহতরা হলেন ট্র্যাক্টরের ড্রাইভার মমিনুল ইসলাম(৪২), সোহেল রানা(২২)। তিনজনের বাড়ি মহাবাড়ি পঞ্চায়েত এলাকার পতরা ন'পাড়া এলাকায়। তড়িঘড়ি তাদের রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে গুরুতর আহত দু'জনকে রাতেই গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বংশীহারী থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রামনবমীর ঝান্ডা ছেঁড়ার প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ ঃ রাতের অন্ধকারে রামনবমীর ঝান্ডা খুলে নেওয়ার প্রতিবাদে সরব হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। ঘটনায় দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার সকালে সংগঠনের তরফে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে.২ অবরোধ করা হয়। প্রায় ৩০ মিনিট অবরোধের পর নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এরপর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের শিলিগুড়ি সংগঠনের তরফে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাশাপাশি, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে স্মারকলিপি জমাও দেওয়া হয়। সংগঠনের অন্যতম সদস্য রাজীব সাহা বলেন, আগামী ৩০ মার্চ ফুলবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত রামনবমীর শোভাযাত্রা করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে ২০ মার্চ ফুলবাড়ি থেকে উত্তরকন্যা পর্যন্ত গেরুয়া ঝান্ডা লাগানো হয়েছিল। শনিবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা বেশকিছু ঝান্ডা ছিঁড়ে ফেলে এবং কিছু খুলে নিয়ে যায়। ঘটনাটি কয়েকজন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীর নজরে পড়ে। তাই পুলিশের কাছে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘিরে আয়োজক সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

সত্যাগ্রহ পালন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ মার্চ ঃ বহরমপুরে রবিবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন পালন করল কংগ্রেস নেতৃত্ব। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ থেকে খারিজের প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার সকাল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে বহরমপুর ব্লক ও শহর কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পালন করা হচ্ছে। মূলত রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ থেকে রাহুল গান্ধীকে সরানোর প্রতিবাদ জানিয়ে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করা হচ্ছে। উপস্থিত আছেন বহরমপুরসহ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা।

গ্রেফতার শিশু বিক্রি চক্রের ৪ মাথা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ ঃ খদ্দের সেজে শিশু বিক্রি চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। শনিবার মাটিগাড়া থানাকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দুই নম্বর গেট এলাকা থেকে ওই চারজনকে ধরা হয়। ধৃতদের হেপাজত থেকে একটি সাতদিনের শিশুকন্যা পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানায়, ধৃতরা হল বীণা দেবী, প্রতীক দেবনাথ, গৌরী বাহাদুর ছেত্রী, প্রভা দেবী। এদের মধ্যে প্রতীক এবং গৌরী সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। তারা দু'জন শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে হেপাজতে নেয় পুলিশ। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্তভার গোয়েন্দা বিভাগকে দিয়েছেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় শিশু বিক্রির চক্রান্ত চলছে। সেইমতো এসওজির একটি দল তল্লাশিতে নামে। ছক কষে পুলিশের দল গ্রাহক সেজে এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যোগাযোগ করার পর এজেন্টরা বেশ কয়েকটি শিশুর ছবি দেখায়। সেখানে ছয় মাস থেকে শুরু করে সদ্যোজাত, এক বছরেরও শিশু রয়েছে। কোনও শিশুর দাম ৬ লক্ষ টাকা, কোনও শিশুর দাম ৭ লক্ষ টাকা আবার কোনও শিশুর দাম ১০ লক্ষ টাকা। সব দেখে সাতদিনের শিশুকন্যাকে পছন্দ করে পুলিশের ওই সাজানো খদ্দের। ওই শিশুকন্যার বিনিময়ে সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়। সব কিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর শনিবার সকালে প্রতীক ও গৌরী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আসতে বলে। সেখানে পুলিশের সাজানো খদ্দেরকে ডাকা হয়। একজন মহিলা কনস্টেবলকে শিশু দেখাশোনার আয়া সাজিয়ে নিয়ে ওই বিক্রেতাদের কাছে যান পুলিশের সাজানো খদ্দের। প্রথমেই টাকা দেখতে চায় অভিযুক্তরা। সেইমতো পুলিশের পক্ষ থেকে টাকাও দেখানো হয়। এরপর ফোন করে বীণাকে শিশুটি নিয়ে আসার জন্যে বলে গৌরী। সেইমতো বাগডোগরায় নিজের বাড়ি থেকে ওই শিশুকন্যাকে এবং প্রভাকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আসে বীণা। এরপরেই চারজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। পুলিশ জানতে পারে,ওই শিশুকন্যাকে বিহারের একটি আইভিএফ সেটার থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার জন্যে বিহারের এক এজেন্টের অ্যাকাউন্টে বীণার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল। প্রভা দেবী ওই শিশুকন্যাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে এসেছিল।

দিনভর ট্রেন বাতিলে চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ মার্চ ঃ রবিবার সকাল থেকেই বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনে ব্যাহত হচ্ছে ট্রেন পরিষেবা। বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনে বেলানগর স্টেশনে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের বদলের কাজের জন্য শনিবার রাত ১২ টা থেকে রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনের সমস্ত লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। চলছে কিছু স্পেশ্যাল ট্রেন। ফলে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ যাত্রীদের। অনেককেই মেইন লাইন হয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে। কিংবা স্পেশাল ট্রেনে ডানকুনি পর্যন্ত গিয়ে বাস কিংবা অন্য কোন পরিবহনের ভরসা করতে হচ্ছে গন্তব্যে পৌঁছাতে। সকালে কাজে বেরিয়ে ছিলেন নিত্যযাত্রী দীপক চৌধুরী। বর্ধমান স্টেশনে এসে ট্রেন ধরতে গিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। বললেন, যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এখন তো অনেককেই মেন লাইন দিয়ে যেতে হচ্ছে। যাঁরা হাওড়া যাচ্ছেন তাঁদের খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। ট্রেন কম। যে কটা স্পেশ্যাল চলছে সেগুলিও ডানকুনি পর্যন্ত যাচ্ছে। যাঁরা হাওড়া যাচ্ছেন তাঁদের সেখানে নেমে বাস বা অন্য কোনও গাড়ি ধরতে হচ্ছে। এদিকে বেলানগর স্টেশনে কাজের জন্য রেলের পক্ষ থেকে কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনেরও রুট বদল করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্ড লাইনে চলাচল করে এমন দূরপাল্লার কয়েকটি ট্রেনকে মেন লাইন দিয়ে অর্থাৎ ব্যান্ডেল হয়ে চলাচল করানো হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড ও মেন লাইনে বিভিন্ন সময় ট্রেন বন্ধ রেখে কাজ হয়েছে। টানা ট্রেন বন্ধে দুর্ভোগে পড়েছেন নিত্য যাত্রী থেকে সাধারণ যাত্রীরা। যদিও রেলের সূত্রে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে রবিবার ১০ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়। কর্ড লাইনের বর্ধমান ও ডানকুনির মধ্যে ৮ জোড়া স্টেশাল ট্রেন চলাচল করে। বর্ধমান থেকে প্রথম স্পেশাল ট্রেন সকাল ৫ টা ৪০ মিনিটে ও শেষ স্পেশাল ট্রেন সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে ছাড়ে। ডানকুনি থেকে প্রথম স্পেশাল ট্রেন ৭টা ২৫ মিনিটে ও শেষ স্পেশাল লোকাল রাত সাড়ে ৮ টায় ছাড়ে। বর্ধমান থেকে সকাল ৮টা ১০ মিনিট ও ৯টা ১৫ মিনিটে এবং হাওড়া থেকে দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট ও ৩টে ৩৫ মিনিটে ছাড়ে স্পেশ্যাল লোকালগুলি।

জাতীয় সড়কে বাস ও তেলের ট্যাঙ্কার সংঘর্ষে জখম ২৭ যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৬ মার্চ ঃ রবিবার সাতসকালে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনা। দিঘা-কলকাতা ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে বাস দুর্ঘটনায় জখম হলেন প্রায় ২৭ জন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের রামতারকে ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর সিগন্যাল পয়েন্টের কাছে এই ঘটনা ঘটে। সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনার জেরে ২৭ জন যাত্রী আহত হয়েছেন, এর মধ্যে ১৫ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁরা তমলুক তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যান্য যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রামতারকে সিগন্যাল পয়েন্টের কাছে মেচেদাগামী একটি এসবিএসটিসি বাসের পিছনে আচমকা এসে সজোরে ধাক্কা মারে একটি তেল ট্যাঙ্কার। ধাক্কার অভিঘাতে একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায় তেল ট্যাঙ্কারটি। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাসটিও। বাসের মধ্যে থাকা যাত্রীরা দুর্ঘটনার ফলে আহত হন। তেল ট্যাঙ্কারের চালক এবং খালাসিও গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার পর স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরা বাসে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করেন। পাশাপাশি তেল ট্যাঙ্কারটির চালক ও খালাসিকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করেন তাঁরা। জখম যাত্রীদের ও চালক খালাসিকে উদ্ধার করে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। তমলুক ও কোলাঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এদিকে দুর্ঘটনার জন্য সিগন্যাল ব্যবস্থাকে দুষছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকাবাসীদের দাবি, রামতারকে সিগন্যাল পয়েন্টের সমস্যার কারণে এই এলাকায় বারবার পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। অভিযোগ, সব জেনেও সিগন্যাল ব্যবস্থার উন্নতির দিকে নজর নেই প্রশাসনের। দুর্ঘটনার পরে ওই এলাকায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ এলাকায় তীব্র যানজটেরও সৃষ্টি হয়। এলাকার বাসিন্দা উত্তম বর্মণ বলেন, আহতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। সিগন্যালের সমস্যার জন্যই এটা ঘটে গেল। পুলিশ যে ব্যারিকেড দিয়ে যান নিয়ন্ত্রণ করছে তার জন্যও সমস্যা হচ্ছে। তবে এই প্রথম নয়, বারবারই এ ঘটনা ঘটছে এখানে। কয়েকদিন আগেই এখানে একটি দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুও হয়েছে। আমরা চাই, যে সমস্যা রয়েছে দ্রুত তার সমাধান করুক প্রশাসন।

গ্রামে দিদির দূত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৬ মার্চ ঃ ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে রবিবার দিদির সুরক্ষা কবচ ও দিদির দূত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, অঞ্চল সভাপতি ইদ্রিস আলি, তৃণমূল নেতা মহম্মদ বুদু সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, দিদির দূতরা বাড়ি বাড়ি যাবেন পনেরোটি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কিনা সেটা দেখবে। তিনি আরও বলেন, এক তারিখ থেকে দুয়ারে সরকার চালু হচ্ছে। অনেকে বলছেন তারা বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পেয়েছেন, অনেকে দরখাস্ত করেননি, তাদের উদ্দেশ্যে জেলা সভাপতি বলেন দরখাস্ত করুন। তৃণমূল নেতা মহম্মদ বুদু বলেন, আমরা কাজ করেছি, সামান্য যদি কোথাও কাজ বাকি থাকে সেগুলো করে দেব। আজ এই কর্মসূচি ঘিরে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। তৃণমূল নেতা ইদ্রিস আলী বলেন, জেলা সভাপতিরা যে এলাকায় ঘুরছেন তাতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। কারণ বিরোধী পার্টিরা শূন্য হয়ে যাবে। কারণ আমরা কাজ করেছি, উন্নয়ন করেছি। সাধারণ মানুষ উন্নয়ন দেখে আমাদের ভোট দেবেন। বিরোধীদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বধূ খুনে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ মার্চ ঃ নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কদম বাগান সংলগ্ন এলাকায় গৃহবধূর গলার নলি কেটে খুনের ঘটনায় পলাতক স্বামীকে মালদা থেকে গ্রেপ্তার করে তুফানগঞ্জ থানায় নিয়ে এল তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে তুফানগঞ্জ থানার তদন্তকারী অফিসারের নেতৃত্বে বিশেষ টিম ওই ব্যক্তিকে নিয়ে তুফানগঞ্জ থানায় পৌঁছয়। তুফানগঞ্জ থানা সূত্রে খবর, গ্রেফতার করা ঐ ব্যক্তির নাম সুব্রত দে এবং মৃত ও গৃহবধুর নাম রিঙ্কু দে। প্রসঙ্গত গত ২৩ মার্চ নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমবাগান সংলগ্ন এলাকায় ঘর থেকে এক গৃহবধুর গলার ললিকাটা দেহ উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই তার স্বামী সুব্রত দে পলাতক ছিলেন। গত ২৪ মার্চ এ বিষয়ে ওই গৃহবধূর পরিবারের তরফ থেকে তুফানগঞ্জ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্তকারী অফিসারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম মালদা পৌছে মালদা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

আগুনে পুড়ে ছাই ৮টি বসতবাড়ি

রেহাই পেল না গবাদি পশুরাও

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ মার্চ ঃ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, এক নিমেষে পুড়ে ছাই হলো একটি গ্রামের সারি সারি ৮টি বসত বাড়ি। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার চাঁচলের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারপাড় গ্রামে। অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব খুইয়ে খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই অসহায় পরিবারগুলির। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ঘোগাড়পাড় গ্রামের বাসিন্দা জাব্বার আলির বাড়ির রান্না ঘরের উনুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। জব্বার আলির পুত্রবধূ উনুনে রান্না চাপিয়ে দোকানে সামগ্রী কিনতে যান। সে সময় বাতাসের গতি তীব্র থাকায় নিমেষে উনুনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশী বাড়িগুলিতে। ওই এলাকার সিরাজ উদ্দিন, আকিমুল, আটুল, সহ মোট আটজনের বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চাঁচলে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে খবর দেওয়া হলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছায় গ্রামে। তবে বৈদ্যুতিক তার থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেনি দমকল। এক কিমি দূর থেকে ভ্যানে করে দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। যদিও বাসিন্দারাও পুকুর এবং সাবমার্সিবাল থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, ঘরে মজুত নগদ টাকা সহ খাদ্যদ্রব্য, ধান, চাল, মোটরবাইক, পাট সহ পোশাক এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ সবকিছুই আগুনের গ্রাসে চলে যায়। কয়েকটি গবাদি পশুও পুড়ে মারা যায়। আটটি পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কুড়ি লক্ষাধিক টাকার বেশি বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান। এমতাবস্থায় তারা পাশের দ্বিফসলি মাঠে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরেই সরকারি সাহায্যের আশায় ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন অসহায় দুর্গতরা। স্থায়ীভাবে মাথা গোঁজার জন্য বাংলা আবাস যোজনার দাবি করেছেন প্রশাসনের দরবারে। যদিও চাঁচল ১ নং ব্লকের বিডিও সমীরন ভট্টাচার্য বলেন, সরকারিভাবে আবেদনের ভিত্তিতে অসহায় দুর্গতদের সাহায্য করা হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE-III/32/34/22-23

Name of the work: **Repair of passage at 24D, Bagmari Road, 4 Basanti Colony and different places in Ward No.-032 disturbed by PU Agency.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,53,345.25.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **03.04.2023 - 11 a.m.** Date and time of opening of bid: **05.04.2023 - 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.03.2023 (5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/57A/22-23/B

Name of the work: **Supplying, fitting & fixing M.H, G.P, C.P & I.P cover at Chowbagha Road, P.G. Road, Topsia Road, G.J. Khan Road, Tiljala Lane Bustee & surrounding areas in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,78,457.00.** Earnest money: ₹ **5,580.00.** Period of completion: **120 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/60/22-23/B

Name of the work: **Repairing of Bustee Passage at G.J. Khan Road, P.G. Road, Topsia Road and surroundings Bustee in Ward No.-66.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,903.07.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/60/22-23/B

Name of the work: **Improvement/Strengthening of Passage by pilling at 12, M. Ali (side of latrine) & its surrounding in Ward No.-57.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,60,519.91.** Earnest money: ₹ **9,250.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **06.04.2023 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **08.04.2023 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **25.03.2023 at 6.55 p.m. (For Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (1203/22-23)

Office of the Prodhan
BENIAGRAM GRAM PANCHAYAT
Vill-Srirampur, P.O-Beniagram,
P.S-Farakka, Dist-Msd, 742202

Sl No.	NIT No.	Description of NIT	Fund	Application last date
1	18/BNGP/15 TH FC/EN	NOTICE INVITING TENDER(E-TENDER)	15 CFC 2022-23	03-04-2023 up to 5.30 PM
2	19/BNGP/15 TH FC /EN	NOTICE INVITING TENDER(E-TENDER)	15 CFC 2022	03-04-2023 up to 5.30 PM
3	20/BNGP/15 TH FC /EN	NOTICE INVITING TENDER(E-TENDER)	15 CFC 2022	03-04-2023 up to 5.30 PM
4	21/BNGP/15 TH FC /EN	NOTICE INVITING TENDER(E-TENDER)	15 CFC 2021-22	03-04-2023 up to 5.30 PM

Details information is available from the office notice board.
Sd/- Prodhan
Beniagram Gram Panchayat

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

সুস্থ থাকতে দাঁত ও মাড়ির চিকিৎসা জরুরি

দুরন্ত বার্তা ঃ দাঁত ও মাড়ির রোগের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক রয়েছে। মুখগহ্বর যেহেতু শরীরেরই অংশ তাই শরীরের রোগের সঙ্গে যেসব রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান জড়িত মুখের রোগেও একই রিস্ক ফ্যাক্টর জড়িত। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ জীবনের কোনো না কোনো সময় মুখের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। অনেকেই মনে করেন দাঁতের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তাই তারা রোগ পুষে রাখেন।

উন্নত বিশ্বের সমমানের চিকিৎসা সত্ত্বেও এখানকার চিকিৎসা ব্যয় অনেক কম। সে জন্য ভিনদেশি রোগীরাও এখন আমাদের দেশে দাঁত ও মাড়ির রোগের চিকিৎসার জন্য আসেন। উন্নত বিশ্বের মতো দেশে ডেন্টাল ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা থাকলে বছরে অন্তত দু'বার রোগীরা দাঁত ও মাড়ির রোগ শণাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য ডেন্টাল সার্জনের কাছে আসার উৎসাহ পেতেন। মুখের রোগের চিকিৎসা না হলে শরীরের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

এখন ডেন্টাল চিকিৎসায় অনেক সাবস্পেসালিটি তৈরি হয়েছে। এন্ডোডেন্টিস্টরা দাঁত সংরক্ষণ করেন, ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনরা মুখের মধ্যকার বড় ধরনের সার্জারিসহ ক্যান্সারের চিকিৎসা করেন, প্রস্থডেন্টিস্টরা কৃত্রিম দাঁত সংযোজনের নানা কৌশল জানেন, অর্থোডেন্টিস্টরা এলোমেলো, ফাঁকা ও উঁচু-নিচু দাঁতকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করেন, পেড্রোডেন্টিস্টরা শিশুর দাঁতের চিকিৎসা করে থাকেন।

মুখের পরিচর্যায় সঠিক নিয়ম জানতে হবে ঃ জাপানের একটি বিশেষ স্লোগান হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার ৮০ বছরের জীবনে অন্তত ২০টি দাঁত সংরক্ষণ করতে হবে। মাড়ির রোগ ও মাড়ির আশপাশে আলসার বা ঘা দেখা দিলে নিজে নিজে চিকিৎসা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। দাঁত নড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ পেরিওডন্টাইটিস, তবে এটি ছাড়াও মাড়ির ক্যান্সার, রক্তনালির টিউমার হেমানজিওমা, সিস্ট হলেও দাঁত নড়ে যেতে পারে। তাই দাঁত পড়লে রোগীদের ডাক্তারের কাছে এসে দাঁত তুলে ফেলার অনুরোধ করা ঠিক নয়। এ রকম আরও অনেক বিষয়ে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যেই বিশ্ব মুখগহ্বর স্বাস্থ্য দিবস পালিত হবে। মুখের সঠিক পরিচর্যার ব্যাপারেও সঠিক নিয়ম জানতে হবে, তাহলেই ডেন্টাল ক্যারিজ ও মাড়ির রোগসহ মুখের সিংহভাগ রোগ প্রতিরোধ করা যাবে।

প্রাইমারি ওরাল হেলথ কেয়ারে গুরুত্ব দেওয়া হোক ঃ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও ভ্রাতৃত্ববোধ-এই দুই পরিপ্রেক্ষিতেই ২০ মার্চ বিশ্ব মুখগহ্বর স্বাস্থ্য দিবস বা ওয়ার্ল্ড ওরাল ডে পালিত হল। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে যেন মুখের স্বাস্থ্যের যত্নে আমরা

সচেতন হই-এটি এই দিবসের থিম বা প্রতিপাদ্য। সরকারি পর্যায়ে প্রাইমারি ওরাল হেলথ কেয়ারের দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে। জুনিয়র লেভেলের পাঠ্যপুস্তকে ওরাল হাইজিন ইস্ট্রাকশন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ওরাল হেলথ প্রফেশনাল ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই জনগণ মুখের যত্নে উদ্বুদ্ধ হবে। লিভারের বিভিন্ন রোগের সঙ্গে পেরিওডেন্টাল রোগের যোগসূত্র আছে। মুখের অভ্যন্তরের কোনো সার্জারির পর রক্তপাত বেশি হয় লিভারের রোগের কারণে। সামান্য আঘাতে মাড়ি থেকে অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে। শিশুদের লিভার ডিজিজে দাঁত ও মাড়িতে সবুজ দাগ ও এনামেল হাইপোপ্লাসিয়া হতে পারে। এসব বিষয়ে জোরালোভাবে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যেই দিবসটি পালন করা হবে।

খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে ঃ মুখের যত্নের প্রাথমিক বিষয় হচ্ছে নিয়মমাফিক দাঁত ও মুখগহ্বর পরিষ্কারের পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। চিনিযুক্ত যে কোনো খাবার দাঁতের শত্রু। ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণ জানলেও জর্দার ভয়াবহতার কথা আমরা অনেকেই জানি না। তাই অনুষ্ঠান বাড়িতে মূল খাবার গ্রহণের পর পান-জর্দা পরিবেশের রেওয়াজ আমাদের সমাজে এখনো রয়ে গেছে। ঠিক একইভাবে কোমল পানীয় গ্রহণও যে দাঁতের ব্যাপক ক্ষতি করে তা জানলেও মদ অ্যালকোহলও যে সমান ক্ষতিকর তা আমাদের হয়তো অজানা আছে। দশ হাজার অনুমোদিত ডেন্টাল চিকিৎসক গড়ে প্রতিদিন যদি পাঁচজন করে রোগীকে স্বাস্থ্য সচেতন করেন তাহলে প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার মানুষ দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্যের তাৎপর্য বুঝতে পারবে। সরকারের নীতিনির্ধারক ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলোকে এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে হবে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ডেন্ট্রিস্ট্রি এখন বিশ্বমানের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। নতুন উদ্ভাবিত প্রায় সব ধরনের যন্ত্রপাতি ও ম্যাটেরিয়ালস এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে। চিকিৎসকরাও ব্যক্তিগত পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে দেশ ও বিদেশের উচ্চ চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে অভ্যস্ত করছে এবং রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। বছরে যদি অন্তত দু'বার অনুমোদিত ডেন্টাল চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যায় তাহলে অনেক রোগের জটিলতা সহজে এড়ানো যায়।

মুখের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সবাই এগিয়ে আসুক ঃ মুখের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমপেশার মানুষসহ নীতিনির্ধারকরা, শিক্ষক, সমাজসেবী যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে এলে উদ্যোগটি সফল হবে। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ও ডেন্টাল চিকিৎসকের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিকমানের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে চিকিৎসকরা উন্নত বিশ্বের সমমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করে দেশের জনগণকে সেবা প্রদান করবে। পেরিওডন্টাল রোগ বা ডেন্টাল প্লাকে যে ব্যাকটেরিয়া থাকে তা সুস্থ হার্টে সংক্রমিত হয়ে হার্টের ভাল্ব ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

বিডিএস ডিগ্রিধারী নয়তো ডেন্টিস্ট নয় ঃ মুখ ও শরীরের সামগ্রিক স্বাস্থ্য রক্ষায় মুখের সঠিক পরিচর্যার কোনো বিকল্প নেই। শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন- হার্ট, ব্রেইন, লিভার, কিডনির অসুখের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে জনগণ যতটা সচেষ্ট হচ্ছে, মুখের যত্নের ব্যাপারে ততটা সচেতনতা এখনও দেখা যায় না। চিকিৎসা গবেষকরা প্রমাণ করেছেন, দাঁত ও মাড়ির দীর্ঘমেয়াদি রোগ থেকে হার্ট, কিডনি, মস্তিষ্ক, রক্ত, অগ্নাশয়, লিভার, হাড়সহ ডায়াবেটিস ও গর্ভকালীন নানা জটিলতা হতে পারে। আমরা সেটা বুঝতে পারি না বলেই দাঁতের যত্নে অবহেলা করি। অর্থ সাশ্রয় হবে ভেবে দাঁত ও মাড়ির কষ্টে ওষুধের দোকান থেকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ কিনে খাই বা অনুমোদনহীন চিকিৎসকের কাছে গিয়ে অপচিকিৎসার শিকার হই। আমাদের জানতে হবে বিডিএস ডিগ্রিধারী নয়তো ডেন্টিস্ট নয়। সুস্থ দাত আমাদের খাবারকে চর্বণের মাধ্যমে হজমের উপযোগী করে তোলে, মুখের আকৃতি ও সৌন্দর্য ধরে রেখে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে। শুধু তাই নয় সুস্থ দাঁত মস্তিষ্ককে পর্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে আমাদের প্রাণচঞ্চল রাখে, স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক রাখে ও কাজে উৎসাহ জোগায়। সুস্বাস্থ্যের জন্য সুস্থ হাসি ভূমিকা রাখে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ পাইলসের অপারেশন কি বারবার করাতে হয়?

উত্তর ঃ কোলোরেক্টাল সার্জনদের এই প্রশ্নটি প্রায়ই শুনতে হয়। বিশেষত অপারেশনের কথা বলা হলে। সেই প্রশ্নটি হচ্ছে, একবার পাইলস অপারেশন করলে নাকি বারবার করতে হয়? সেটি নাকি ভালো হয় না? কোথায় এটি শুনেছেন এই প্রশ্ন করলে তারা বলেন, আশপাশের লোকজন বলে। এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে 'না'। একটি সুস্পষ্ট 'না'। হাজার হাজার অপারেশন হয়। কিন্তু পাইলস আর হওয়ার হার অতি নগণ্য। ১০ বছরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে এটি হাজারে একটির মতো, অর্থাৎ ০.১ শতাংশ। প্রশ্ন থেকে যায়, এই প্রশ্নটি জনমনে এতভাবে এলো কীভাবে? এর কারণ বহুবিধ। এর মধ্যে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পায়ুপথে পাইলসের সঙ্গে আরও বিভিন্ন রোগ থাকতে পারে। যেমন- এনাল ফিশার, এনাল স্টেনোসিস ইত্যাদি। এসব রোগের চিকিৎসাও অবশ্যই পাইলস অপারেশনের সঙ্গে করে দিতে হবে। না হলে রোগীর মনে হবে তিনি ভালো হননি। পাইলস অপারেশনের ভীতির আর একটি বড় কারণ হচ্ছে অনেকেই অপচিকিৎসার শিকার হন। এদের চিকিৎসার ফলে অনেকেই বিভিন্ন বড় বড় সমস্যায় ভুগেছেন। অনেকে লোকলজ্জার ভয়ে চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে গোপনে এদের কাছে চিকিৎসা করান। ফলে তারা সারা জীবনের জন্য রোগী হয়ে যান। আশপাশের লোকজন স্বভাবতই তার কষ্ট দেখে মনে করেন পাইলস চিকিৎসা ভালো হয় না। এগুলো এখন অতীত। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসার কারণে, লেজারের সাহায্যে পাইলসের চিকিৎসা করা হচ্ছে। যেখানে কোনো কাটাছেঁড়া নেই, রক্তপাত নেই, ব্যথা বেদনাও ন্যূনতম এবং রোগী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি যাচ্ছে। পাশাপাশি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৮ বছর, ওজন ৬১ কেজি, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। আমার সমস্যা হলো-ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগে। নাকের সর্দির সঙ্গে মাঝেমধ্যেই একটু রক্ত যায়। আমি বেশ চিন্তিত আছি? এটা কি খুব ভয়ের কিছু?

উত্তর ঃ ঠাণ্ডা লাগলে নাক দিয়ে হালকা রক্ত যেতে পারে। এতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু যদি দুই সপ্তাহের বেশি চলতে থাকে, তবে অবশ্যই নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ কাউকে দেখানো দরকার।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৭, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, ওজন ৫৩ কেজি। আমি পেশায় একজন গাড়িচালক। আমার বাঁ কানে শোঁ শোঁ শব্দ হয়। চিকিৎসকের কাছে গিয়ে জানতে পারি, কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে গেছে। এখন নাকি অপারেশন লাগবে। আমি জানতে চাই, অপারেশন করলে আমার কানের অবস্থা কি স্বাভাবিক হবে?

উত্তর ঃ অপারেশন করালে স্বাভাবিকের মতো হবে-এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু কানের পর্দা লাগালে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্দা না লাগালে বরং দিন দিন আরো খারাপ পর্যায়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩৯ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, ওজন ৫৬ কেজি। আমি একজন বাউলশিল্পী। আগে এক মঞ্চে ১০-১২টি গান গাইতে পারতাম কিন্তু এখন চার-পাঁচটি গান গাইলেই গলাটা খুব ব্যথা করে, আর কণ্ঠ বসে যায়। বসা কণ্ঠ সারতে দুই-তিন দিন সময় লাগে। আদা, লবণ, লবঙ্গ দিয়ে আমি কুসুম গরম জল পান করি। এতে কিছুটা আরাম পাই বটে। আমার কণ্ঠ পুরোপুরি ঠিক রাখতে কী করা উচিত?

উত্তর ঃ কণ্ঠ ঠিক রাখতে ঠাণ্ডা পরিহার করতে হবে। একসঙ্গে ১০-১২টি গান করা উচিত নয়। আপনি হাই স্কেলের গান আপাতত বাদ দিন। পাশাপাশি একগ্লাস গরম জলে আধা চা চামচ লেবুর রস, আধা চা চামচ মধু মিশিয়ে দিনে পাঁচ থেকে সাতবার পান করতে থাকুন ১৫ দিন। এতেও যদি কাজ না হয়, তখন একজন ইএনটি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৫৬। দীর্ঘদিন থেকে আমি সোরিয়াসিস রোগে ভুগছি। চিকিৎসা নিয়েও ভালো হচ্ছে না।

উত্তর ঃ সারা বিশ্বে এই রোগ ভালো করার মতো ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। আপনি মানসিক চাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন। লাল মাংস খাওয়া পরিহার করবেন। শরীরের কোনো অংশে যেন চাপ বা ঘষা না লাগে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। চিকিৎসকের পরামর্শে মুখে খাওয়ার ওষুধ ও মলম দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে হয়। দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রোগ দেখা দেয়।

ডাউন সিনড্রোম আসলে কি

দুরন্ত বার্তা ঃ মানবদেহের প্রতিটি কোষের কেন্দ্রে ক্রমোজমের ভেতরের ডিএনএকে বলা হয় বংশগতির ধারক ও বাহক। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য যেমন আচার-আচরণ, বুদ্ধিমত্তা, চেহারা, উচ্চতা, গায়ের রং-এ সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় ডিএনএর মাধ্যমে। তাই ডিএনএ বা ক্রমোজমের কোনো রকম অসংগতি হলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক নানা ত্রুটি দেখা দেয়। এগুলোকে বলে জেনেটিক ত্রুটি।

মানবদেহে প্রতিটি কোষে ক্রমোজমের সংখ্যা থাকে ৪৬টি। ডাউন সিনড্রোম ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিটি দেহকোষে ২১তম ক্রমোজমে একটি অতিরিক্ত ক্রমোজম থাকে, যাকে 'ট্রাইসমি ২১' বলা হয়। এই অতিরিক্ত ক্রমোজমটির কারণে বিশেষ কিছু শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি নিয়ে ডাউন সিনড্রোম শিশুর জন্ম হয়। ১৮৮৬ সালে ইংল্যান্ডে জন ল্যাংডন ডাউন নামে এক ব্যক্তি এটি আবিষ্কার করেন। তখন থেকেই এটি ডাউনস সিনড্রোম বা শুধু ডাউন সিনড্রোম বলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্থান পায়।

কিন্তু সমস্যা হলো, ২১তম ক্রমোজমের অসংগতির ফলে ডাউন সিনড্রোম দেখা দেয়, এটা জানা গেলেও ঠিক কোন কোন কারণে এই অসংগতি হতে পারে, তা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত হতে পারেননি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্য মতে, বিশ্বে প্রতি ৮০০ শিশুর মধ্যে একজন ডাউন সিনড্রোম শিশু জন্মগ্রহণ করে থাকে। পৃথিবীতে প্রায় ৭০ লাখ ডাউন সিনড্রোম লোক রয়েছে।

লক্ষণ ঃ ডাউন সিনড্রোম লক্ষণ নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের কিছু শারীরিক ও স্নায়বিক লক্ষণ দেখা যায়। যেমন-

-এই শিশুগুলো খুব নরম তুলতুলে হয়। লো মাসেল টোনের কারণে শরীরটা একটু ফোলা ফোলা হয়।

-অনেকের মধ্যে জিহ্বাটা একটু বের করে রাখার প্রবণতা থাকে। মুখমণ্ডল ছোট হয়, থুতনি সেভাবে বোঝা যায় না, গলা ছোট হয়।

-এই শিশুদের মাংসপেশির শিথিলতা, বামনতা বা কম উচ্চতা, চোখের কোণ ওপরের দিকে ওঠানো, চ্যাপ্টা নাক, ছোট কান, হাতের তালুতে একটিমাত্র রেখা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়।

-কানে কম শোনা, কথা বলতে দেরি হওয়া, কম বুদ্ধি ইত্যাদি জটিলতা থাকে।

-হাঁটাচলা ও মাংসপেশির গঠন সঠিক হয় না।

-আইকিউ বা বুদ্ধিমত্তা অনেক কম হয়। ৩০ বছর বয়সের পর সমস্যা আরও বাড়ে।

-অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্তরা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

-কিছু ক্ষেত্রে আক্রান্তদের অল্প বয়সেই হৃদরোগের সমস্যা হয়। আর কিছু ক্ষেত্রে বয়স বাড়লে হার্টের সমস্যা গুরুতর হয়ে ওঠে।

-টেস্টিকুলার ক্যান্সার ও লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

-দাঁতে সংক্রমণ বা দাঁত পড়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

-জন্মগতভাবে কিছু রোগ যেমন-অ্যানেটেশন ডিফিক্ট হাইপার অ্যাকটিভিটি (এডিএইচডি) হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

শনাক্তের উপায় ঃ উন্নত দেশগুলোতে গর্ভবতী মাকে ডাউন সিনড্রোম শিশু এবং অন্যান্য সম্ভাব্য জন্মগত ত্রুটি নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনাগত শিশুটি ডাউন সিনড্রোম শিশু কি না, রক্তের ক্রমোজম সংখ্যা বা ক্যারিওটাইপিং পরীক্ষার মাধ্যমেই তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

গর্ভাবস্থার ১১ থেকে ১৪ সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক গর্ভফুল থেকে কোষকলা সংগ্রহের মাধ্যমে অথবা ১৫ থেকে ১৮ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভস্থ শিশুর চারপাশের তরলের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়। তখন আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে, মায়ের রক্ত নিয়ে বা মায়ের পেটের জল, ভ্রূণের টিস্যু ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা করা যায়। এরপর মা-বাবা গর্ভাবস্থা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আশার কথা যে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আমাদের এখানেই করা যায়।

করণীয় ঃ ডাউন সিনড্রোম কোনো রোগ নয়, তাই এটি নিরাময় হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে সঠিক সময়ে লক্ষণগুলো চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা, পুষ্টিকর খাবার, স্পিচ, ল্যাঙ্গুয়েজ ও ফিজিক্যাল থেরাপি দিলে তারা অন্য স্বাভাবিক শিশুর মতো পড়ালেখা করে কর্মক্ষম বা স্বনির্ভর হতে পারে অথবা প্রয়োজনীয় পরিচর্যায় শারীরিক সমস্যাগুলো কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

মনে রাখতে হবে, ডাউন সিনড্রোম প্রতিরোধের কোনো উপায় নেই। মায়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাউন শিশু হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধিক বয়সে, বিশেষ করে পঁয়ত্রিশোর্ধ্ব বয়সে মা হওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আবার মায়ের আগের সন্তান যদি ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত থাকে, তবে পরবর্তী সময় সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। পাশাপাশি পরিবেশদূষণ রোধসহ গর্ভবতী মায়ের উচিত ভেজাল খাদ্য ও ভেজাল প্রসাধনী বর্জন করা, তেজস্ক্রিয়তা এড়িয়ে চলা ইত্যাদি। এসব কারণেও ডাউন শিশুর জন্ম হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

কীভাবে বুঝবেন হৃদরোগ ঝুঁকিতে আছেন আপনি?

দুরন্ত বার্তা ঃ সুস্থ-সবলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেউ, কোনো সমস্যা নেই, একদিন হঠাৎ শোনা যায় তাঁর 'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক' হয়ে গেছে। সমস্যা হলো এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে প্রায়ই কিছু জানা যায় না। এ রকম হার্ট অ্যাটাকের পরিণতি হয় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, নয়তো জীবনের সঙ্গে আপস করে চলা। তাই হৃদরোগ হওয়ার আগেই সাবধান হতে হবে।

কীভাবে বুঝবেন ঝুঁকিতে আছেন ঃ কোনো সমস্যা বোধ করছেন না, বুকে ব্যথা করে না কখনো, অনেক পরিশ্রমও করতে পারেন, তার মানে কোনো দিন হার্ট অ্যাটাক হবে না-এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে ঝুঁকি কতটুকু আছে, তা জেনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে অকালমৃত্যু বা কঠিন পরিণতি এড়ানো যায়।

নিজের ঝুঁকি জানতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আপনি আপনার ঝুঁকির মাত্রা জানতে পারেন। প্রশ্নের বেশির ভাগ উত্তরই যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে, তবে আপনার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেশি

আপনি কি ধূমপান করেন? আপনার পরিবারে কি হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস বা অল্প বয়সে হঠাৎ মৃত্যুর ইতিহাস আছে? আপনার কি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে চর্বির মাত্রা বেশি আছে? আপনি কি কায়িক শ্রমবিহীন জীবন যাপন করেন? আপনি কি স্থূল বা আপনার কি ওজন বেশি? আপনার মানসিক চাপ কি প্রচণ্ড?

জানতে হবে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ ঃ বেশির ভাগ সময় হার্ট অ্যাটাকে বুকের মধ্যে চাপ বোধ হয়, যা কয়েক মিনিটের বেশি সময় ধরে থাকে। ব্যথাটা মাঝেমধ্যে চলে যায়, আবার ফিরে আসে। একটা অস্বস্তিকর চাপ ও ঝাঁকুনি অনুভূত হয়।

-অনেক সময় বাহু, পিঠ, ঘাড়, চোয়াল অথবা পাকস্থলীতেও অস্বস্তি অনুভূত হয়।

-অনেক সময় বুকে অস্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ছোট হয়ে আসে।

-অন্য লক্ষণগুলোর মধ্যে ঘাম দিয়ে শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব বা হালকা মাথাব্যথা, পিঠে বা চোয়ালে ব্যথা হতে পারে।

হাসপাতালে আসতে হবে গোল্ডেন আওয়ারে ঃ কারও হার্ট অ্যাটাক হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হবে। কারণ, হার্ট অ্যাটাকের পর প্রথম এক ঘণ্টা হলো গোল্ডেন আওয়ার, অর্থা এই সময়ের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসকের জরুরি চিকিৎসা নিতে পারলে রোগীর প্রাণ রক্ষা প্রায় নিশ্চিত করা সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে বুঝব হার্ট অ্যাটাক, না গ্যাসের কারণে বুকব্যথা? এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে অনেক সময় চলে যায়। বুকে ব্যথা চরমে উঠলে রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। রোগীর জীবনসংশয় দেখা দেয়। তারপরও চিকিৎসকেরা চেষ্টা করেন। যদি হার্ট অ্যাটাকের তীব্রতা কম হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো প্রাণ রক্ষা পায়। কিন্তু বাকি জীবন কষ্ট করে চলতে হয়। কারণ, হার্ট অ্যাটাকের ফলে হৃদপিণ্ডের কিছু অংশ অকেজো হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হয়তো চরম ঝুঁকিতে পড়তে হয়। তাই একটু বেশি বয়সীরা বা যাঁরা ঝুঁকিতে আছেন, তাঁদের বুকে ব্যথা হলে অবহেলা না করে অন্তত একটা ইসিজি করে দেখতে পারেন যে হার্টের ব্যথা নয় তো?

ডায়াবেটিস থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত ঃ অধিকাংশ ডায়াবেটিসের রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই অকালে মৃত্যুবরণ করে থাকেন। ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ-এই দুটি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে বিষয়গুলো ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত, যেমন অতি ওজন, ধূমপান, মন্দ খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বা বংশগতি, এগুলো হৃদরোগেরও ঝুঁকি। তাই এই দুটি সমস্যা পরস্পরের হাত ধরেই চলে। একটির ঝুঁকি কমালে অপরটির ঝুঁকিও কমে আসে।

আঘাতের ক্ষত থেকে বাঁচতে

দুরন্ত বার্তা ঃ প্রতিনিয়ত মানুষ ছোট-বড় অনেক ধরনের আঘাত পায়। এর কোনোটি গুরুতর হয়, আবার কোনোটি কম জটিল হয়। সাধারণত কম ধারালো বস্তুর দ্বারা আঘাত বা ভোঁতা আঘাত, পারিবারিক বা সামাজিক কলহের জেরে ব্লান্ট ট্রমা, দুর্ঘটনাজনিত কারণেও বড় ধরনের আঘাত পায় মানুষ। তবে বুক বা পেট অথবা মাথায় ভোঁতা আঘাত থেকে মস্তিষ্ক, কিডনির সমস্যাসহ অনেক সময় মৃত্যুর কারণও হতে পারে। তাই যেকোনো ধরনের আঘাতই হোক না কেন, তাক্ষণিক সঠিক চিকিৎসা নেওয়া জরুরি।

ভোঁতা আঘাত পেলে ঃ কম ধারালো বস্তু দিয়ে আঘাত পেলে সেই স্থানটি ফুলে যায়, ব্যথা হয়, লাল বা কালো হয়, নড়াচড়ায় অসুবিধা হয়। অনেক সময় আঘাতের কারণে নার্ভ ইনজুরি হয়। এটি কিন্তু মারাত্মক একটি সমস্যা।

করণীয়

-আঘাতের স্থানে কোনো কিছু মালিশ না করা।

-প্রথম অবস্থায় ঠাণ্ডা বা বরফ দেওয়া।

-আঘাতের অংশকে বিশ্রামে রাখা।

-প্রচুর জল পান করা।

-স্বল্পমাত্রায় ব্যথানাশক ওষুধের ব্যবহার করা।

-বুকে বা মাথায় অথবা পেটে আঘাত পেলে অনতিবিলম্বে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

ছিলে গেলে ঃ হাত-পায়ের চামড়া ছিলে যায়নি এমন লোক কম পাওয়া যাবে। রাস্তাঘাট বা খেলার মাঠে পড়ে গিয়ে বা যানবাহনের দুর্ঘটনায় প্রায়ই এমনটি ঘটে। ছিলে গেলে সাধারণত চামড়া উঠে বা ছিঁড়ে যায়। তবে খুব বেশি গভীর হয় না। ময়লা বা ধুলাবালি আটকানো থাকে। অল্প অল্প রক্তপাত হতে পারে, বিশেষ করে প্রেসার পয়েন্ট বা হাড়ের ওপরের অংশে।

করণীয়

-প্রথমে নরমাল স্যালাইন দিয়ে পরিষ্কার করা ভালো। তবে নরমাল স্যালাইন না থাকলে ট্যাপের ঠাণ্ডা জল দিয়ে ছিলে যাওয়া স্থানটি পরিষ্কার করে ভালো কোনো অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন লাগাতে হবে।

-ছিলে যাওয়ার স্থানটি খুব বেশি গভীর না হলে অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন ক্রিম দিনে তিন-চারবার লাগানো যেতে পারে। আর গভীরতা বেশি হলে প্রথম এক-দুই দিন ড্রেসিং দিয়ে ঢেকে রাখা ভালো। তবে কখনোই ড্রেসিং বেশিদিন দেওয়া ঠিক নয়। এই জাতীয় সমস্যা খোলা রেখে চিকিৎসা করাই ভালো। অনেক সময় ক্ষতের গভীরে চামড়ার নিচে রক্ত জমাট বাঁধে, যা ড্রেসিং তৈরির মাধ্যমে চামড়ার পচন ধরায়। সে ক্ষেত্রে ছোট করে কেটে রক্ত বের করে দেওয়া ভালো।

-টিটেনাসের টিকা নেওয়া না থাকলে তা নিয়ে নেওয়া উচিত।

সুচ বা পিনজাতীয় আঘাত ঃ সাধারণত যাঁরা সেলাইয়ের কাজ করেন, তাঁদের এই ধরনের আঘাত বেশি হয়, যাকে বলে নিডল স্টিক ইনজুরি। আঘাতটি অতিসামান্য হলেও একে অবহেলা করা উচিত নয়। ছোট সমস্যা অনেক সময় জটিল আকার ধারণ করে। বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবেটিস রয়েছে, তাঁদের জন্য নিডল স্টিক ইনজুরি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

করণীয়

-প্রথমে চাপ দিয়ে রক্ত বের করে দিন।

-ভালো কোনো অ্যান্টিসেপটিক সল্যুশন দিয়ে ড্রেসিং করান।

-প্রয়োজনে টিটেনাসের টিকা নিন।

-প্রথম তিন-চার দিন লক্ষ রাখুন, আক্রান্ত স্থানটি লাল হয়ে ফুলে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গ্লুকোমাজনিত অন্ধত্বের কোনো প্রতিকার নেই

দুরন্ত বার্তা ঃ অন্ধত্ব অভিশাপ। গ্লুকোমাজনিত অন্ধত্বের কোনো প্রতিকার নেই, প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। সারা বিশ্বে প্রায় ৮০ মিলিয়ন লোক অন্ধ। গ্লুকোমাজনিত অন্ধ লোকের সংখ্যা প্রায় ৮ মিলিয়ন। এর এক বিরাট অংশ রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায়। গ্লুকোমা রোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে এক বিরাট জনগোষ্ঠী অপরিবর্তনযোগ্য অন্ধত্বের শিকার হন যা প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করতে পারলে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

গ্লুকোমা কি ঃ গ্লুকোমা চোখের একটি জটিল রোগ যাতে চোখের স্নায়ু ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি কমে যায়। এমন কি এতে একসময় রোগী অন্ধত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়। তবে সময়মতো ধৈর্য্য ধরে চিকিৎসা করলে অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোখের অভ্যন্তরীণ উচ্চচাপ এর জন্য দায়ী।

কেন এই রোগ হয় ঃ সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলেও অদ্যবধি চোখের উচ্চচাপই প্রধান কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে স্বাভাবিক চাপেও এই রোগ হতে পারে। সাধারণত চোখের উচ্চচাপই ধীরে ধীরে চোখের স্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। কিছু কিছু রোগের সঙ্গে এই রোগের গভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় এবং অন্যান্য কারণেও এই রোগ হতে পারে যেমন-

-পরিবারের অন্য কোনো নিকট আত্মীয়ের (মা, বাবা, দাদু, ঠাকুমা, দিদিমা, কাকু, মামা, পিসি, মাসি) এই রোগ থাকা

-উর্ধ্ব বয়স (চল্লিশ বা তদোর্ধ্ব)

-ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ

-মাইগ্রেন

-রাত্রিকালীন উচ্চরক্ত চাপের ওষুধ সেবন

-স্টেরয়েড নামক ওষুধ দীর্ঘদিন সেবন করা

-চোখের ছানি অপারেশন না করলে বা দেরি করলে

-চোখের অন্যান্য রোগের কারণে

-জন্মগত চোখের ত্রুটি ইত্যাদি

এগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র চোখের উচ্চচাপই ওষুধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

চিকিৎসা ঃ গ্লুকোমা রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব কিন্তু নিরাময় সম্ভব নয়। ডায়াবেটিস বা উচ্চরক্ত চাপের মতো এই রোগের চিকিৎসা সারাজীবন করে যেতে হবে। দৃষ্টি যতটুকু হ্রাস পেয়েছে তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে দৃষ্টি যাতে আর কমে না যায় তার জন্য চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। প্রচলিত তিন ধরনের চিকিৎসা-

-ওষুধের দ্বারা

-লেজার

-শৈল্য চিকিৎসা বা সার্জারি

চোখের উচ্চচাপ এই রোগের প্রধান কারণ তাই ওষুধের দ্বারা চোখের চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। একটি ওষুধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখা না গেলে একাধিক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। তিন মাস অন্তর অন্তর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে এই রোগের নিয়মিত কতগুলো পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে রোগ নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা। যেমন-

-দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা

-চোখের চাপ পরীক্ষা

-দৃষ্টি ব্যাপ্তি বা ভিজুয়্যাল ফিল্ড পরীক্ষা

-চোখের নার্ভ পরীক্ষা

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিয়মিত ওষুধ ব্যবহার করা এবং সময়মতো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা ও তার পরামর্শ মেনে চলা। অধিকাংশ রোগীর চোখে কোনো ব্যথা হয় না, এমনকি তেমন কোনো লক্ষণ বা অনুভূত হয় না তাই রোগী নিজে এমনকি রোগীর আত্মীয়স্বজনরাও দীর্ঘমেয়াদি এই চিকিৎসা অব্যাহত রাখেন না ফলে অনেক রোগী অকালে অন্ধত্ব বরণ করে থাকেন। ওষুধ ছাড়াও অন্য চিকিৎসা রয়েছে যার সিদ্ধান্ত প্রয়োজনে বা সময়মতো চিকিৎসক গ্রহণ করতে পারেন। যেমন- লেজার চিকিৎসা এবং শল্য চিকিৎসা যার দ্বারা এই রোগে চোখের চাপ নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব।

সমবায়ে সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ২৬ মার্চ ঃ রামে-বামে জোট নয়, পাঁশকুড়ার যশোড়া কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচনে একাই জিতল সিপিএম। পাশকুড়ায় এই প্রথমবার সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়লাভ করল সিপিএম। জিতলেও জয় এসেছে গলায় গলায়। বোর্ড গঠন কে করবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে সিপিএমই। পাঁশকুড়া এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটির মোট ৯টি আসনে ভোট হয়েছে। এর মধ্যে সিপিএম এবং তৃণমূল সব কটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিল। বিজেপি ৪টি আসনে প্রার্থী দেয়। এর মধ্যে ৫টি আসন পেয়েছে সিপিএম, ৪টি তৃণমূল। গেরুয়া শিবির একটি আসনও পায়নি। সিপিএমের পাঁশকুড়া বাজার এরিয়া কমিটির সম্পাদক নিতাই সান্নিগ্রাহী বলেন, জোট নয়, একক লড়াইয়ে জিতেছে সিপিএম। এই জয় আবারও প্রমাণ দিল মানুষ আবার সিপিএমের দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন। নানা ভাবে শাসকদল ভোটাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে পর্যন্ত মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছেন। এই সমবায় ভোটে প্রার্থী দিয়েছিল সিপিআই ও সিপিআই-এমএল। তবে যেহেতু জয় এসেছে মাত্র এক আসনের ব্যবধানে, তাই বোর্ড গঠনের ব্যাপারে সংশয়ে রয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বে বলেন, দেখা যাবে বোর্ড গঠন করছে তৃণমূল। কী ভাবে করবে সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। স্বভাবতই, শুভেন্দু অধিকারীর খাসতালুকে তৃণমূল ও বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ের পর উৎফুল্ল সিপিএম কর্মী-সমর্থকেরা। রীতিমতো বাজি ফাটিয়ে, আবির উড়িয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন তাঁরা। তবে কি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সিপিএমের মরা গাঙে বান আসছে! পাঁশকুড়া বাজার কমিটির সম্পাদক তথা সিপিএম নেতা নিতাই সন্ধীগ্রাহী বলেন, সারা পশ্চিম বাংলায় পরিবর্তনে হাওয়া উঠেছে। বামপন্থীদের হাতে থাকলে লুঠ হবে না, রাজ্যের অর্থ গচ্ছিত থাকবে। এটা মানুষ বুঝতে পারছেন। তাই এই হাওয়া বদল। যদিও হারের ব্যাখ্যা হিসেবে তৃণমূলের পাঁশকুড়ার ব্লক সভাপতি সুজিত রায় বলেন, আমরা এককভাবে সমবায় সমিতির নির্বাচনে লড়াই করেছিলাম। সিপিএম ও বিজেপি যৌথভাবে লড়াই করেছিল। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, আগামী দিনে আমরাই বোর্ড গঠন করে সভাপতি ও সম্পাদক ঠিক করব। কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব, তা অবশ্য খোলসা করেননি তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। অন্যদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতা গোপাল সাহু বলেন, তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে আমরা সব আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম। জিততে পারিনি। আগামী দিনে মানুষ পাশে থাকবে, এই আশা রাখি।

আদিবাসী দম্পতিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ বীরভূমে

মোড়লের নিদান ডাইনি অপবাদ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ মার্চ ঃ মোড়লের ডাকা সালিসি সভায় না আসায় ক্ষুব্ধ আদিবাসী এলাকার কয়েকজন বৃদ্ধা দুই দম্পতিকে বেধড়ক

মারধোর করে। ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়। আরেকজনের (স্বামীর) হাসপাতালে মৃত্যু হয়। কি কারণে এই আদিবাসী দম্পতিকে মেরে ফেলা হয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে সাঁইথিয়া থানার আহমদপুরের ন'পাড়ায়। শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়। মৃতদের নাম যথাক্রমে পাণ্ডু হেমব্রম (৬২) ও পার্বতী হেমব্রম (৫২)। সূত্রের খবর, শুক্রবার ন'পাড়ার আদিবাসী দম্পতিকে ডান বলে অভিযুক্ত করেন গ্রামের রুবাই বেসরা। তারপর সালিসি সভা ডাকা হয় গত শনিবার। যেখানে তারা যান নি। তারপর এলাকাবাসীরা রুবাই বেসরার নির্দেশে দম্পতিকে জোর করে নিয়ে আসে। সেখানে মুসা বেসরা ও লাল্টু হেমব্রম সহ অন্যান্যরা দম্পতির উপর চড়াও হলে বাকিরা লাঠি দিয়ে মারধোর করেন। এলাকাবাসী কাঞ্চন বেসরা ও অনিলা সোরেনরা জানান, শনিবার সকালে তাদের বেধড়ক মারধর করে গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক। পার্বতী হেমব্রমের পা ও হাত ভেঙে দেওয়া হয়। অন্ধ বিশ্বাসের জেরে এমন নৃসংশ মধ্যযুগীয় বর্বর আক্রমণ করা হয়েছে। পার্বতীকে মৃত ও পাণ্ডুকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে মৃত্যুর আগে পাণ্ডু হেমব্রম নিজে মুখে জানান যে, রুবাই ও মুসারা ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ন'টায় ঘটনাটি ঘটে। ততক্ষণ কেউ ওই দম্পতিকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে যায় নি। সবাই চুপচাপ ছিল। তারপর রাতে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে এই গ্রামের মোড়ল রুবাই বেসরার নেতৃত্বে ট্রাকে করে ওই দম্পতির মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গ থেকে শান্তিনিকেতন থানার বেনেডাঙা শ্মশানে শেষকৃত্য করতে নিয়ে যায় গ্রামের কয়েকজন। তখনই বেশ কিছু মানুষ প্রতিবাদ জানান। তাঁরা দোষীদের শাস্তি চান। জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় জানান, মৃত দম্পতির ভাইপোর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রুবাই বেসরা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে দশ দিনের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজ চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে এবং ধৃতদের জেরা করে আসল ঘটনা জানা যাবে। জানা গেছে, মৃত দম্পতির ভাইপো থানায় অভিযোগ করে জানিয়েছে যে, দীর্ঘদিনের শত্রুতার জেরে তার বৃদ্ধ কাকা ও কাকিমাকে কিছু মানুষ খুন করেছে।

জামালপুরে দিদির সুরক্ষা কবচ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ মার্চ ঃ জামালপুরে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হল দিদির সুরক্ষা কবচের প্রচার। এই কর্মসূচির অন্তর্গত ব্লকের সবকটি অঞ্চলে একদিন করে সময় দিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা। রবিবার দিদির সুরক্ষা কবচের প্রচারাধীন অঞ্চলে একদিন কর্মসূচিতে বেরুগ্রাম অঞ্চলে উপস্থিত হন জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি তথা পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা ব্লক যুব সভাপতি ভূতনাথ মালিক, অঞ্চল সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ ওরফে দানি, অঞ্চল প্রধান হাসনারা বেগম, মৎস্য কর্মধ্যক্ষ সুনীল ধাড়া সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক অলোক মাঝি বলেন, রাজ্যের নির্দেশ মেনেই তারা তার বিধানসভা এলাকায় যথেষ্ট সাফল্যের সাথেই দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করছেন। এতে সাধারণ মানুষের যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে তিনি জানান। মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে দিদির দূতেরা, মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। এই মুহূর্তে তার ব্লক এই কর্মসূচিতে জেলায় গুরুত্বপূর্ন স্থান দখল করেছে। তারা প্রতিটি এলাকায় ঘুরেছেন, মানুষের অভাব, অভিযোগ, ক্ষোভ, বিক্ষোভ সব শুনেছেন। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা যথাযথভাবে এলাকার মানুষ পাচ্ছেন কিনা খোঁজ নিয়েছেন। মানুষের ব্যাপক সাড়া ও উৎসাহ তারা এই কর্মসূচি থেকে পেয়েছেন। জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক জানিয়েছেন, বেরুগ্রাম অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির মাধ্যমে জামালপুর ব্লকের ১৩টি অঞ্চলেই এই কর্মসূচি শেষ হল। তবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচার ও প্রসার চলতেই থাকবে। দিদির সুরক্ষা কবচের প্রচারে জামালপুর অন্যান্য ব্লকের থেকে অনেকটাই এগিয়ে বলে দাবী ভূতনাথবাবুর।

জেলা নেতৃত্বের সাথে বৈঠকে গৌতম

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র তথা উত্তরবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা গৌতম দেব পর্যবেক্ষক হয়ে রবিবার আলিপুরদুয়ারে এক বেসরকারি হোটেলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেন। এই আলোচনা সভায় মুখ্য নেতৃত্বে ছিলেন গৌতম দেব। আলিপুরদুয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের সব নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এই জেলায় লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই জেলায় কোনোরম ঝুঁকি নিতে চাইছেন না তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের পাওয়া খবর অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার সাংগঠনের বাড়তি দ্বায়িত্ব দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গের এই দাপুটে নেতাকে। এদিন গৌতম দেব বলেন, বাম আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশী দুর্নীতি হয়েছে। এখন তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে বাম-কংগ্রেস জোট করছে। পাশাপাশি বিজেপি প্রচ্ছন্ন ভাবে বাইরে থেকে সমর্থন করছে। তাসত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকাতে পারবে না। আমি দুই জেলার অঞ্চল স্তরগুলোতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করবো। রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়ন মূলক প্রকল্প এবং দিদির সুরাক্ষা কবচ সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরবো। এটাই আমাদের নির্বাচনের মূল হাতিয়ার। গৌতম দেব আশাবাদী তিনি ব্লক ধরে ধরে কাজ করবেন। জেলায় যে ১০ শতাংশ গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে তা মিটে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পাশে শিক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, মহিষাদল, ২৬ মার্চ ঃ রাজ্যে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী, সরকারী কর্মচারিদের ডিএ বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যজুড়ে যখন আন্দোলন চলছে তখন শিক্ষকরা ডিএ অশান্তি সৃষ্টি না করে থ্যালাসেমিয়া রুগিদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এল শিক্ষকরা। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রথমিক শিক্ষক সমিতি মহিষাদল পূর্ব চক্রে সেই ছবি ধরা পড়লো। থ্যালাসেমিয়া রুগিদের রক্তের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে মহিষাদল গয়েশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদলের বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সভাপতি হাবিবুর রহমান, মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক সমুন সাঁতরা সহ অন্যান্যরা। এদিন ১০০ জন শিক্ষক রক্তদান করেন। তাদের হাতে একটি করে চারাগাছ ও স্মারক উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়। আন্দোলন নয়। সরকারের পাশে থেকে বকেয়া আদায়ের কথা জানান শিক্ষক থেকে পদাধিকারিকরা। গ্রীষ্মের দাবদাহে রক্তের চাহিদা বেড়ে যায়। সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষকদের এগিয়ে আসাকে সাধুদাব জানাচ্ছেন সর্বস্তরের মানুষ।

বাসন্তী উৎসব

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ ঃ বাসন্তী পূজা আজও সাড়ম্বরে পালিত হয় জটেশ্বরের হাজরা পাড়ায়। নিয়ম নিষ্ঠার সাথে ঢাক- কাঁসর বাজিয়ে পালিত হয় বাসন্তী পুজো। সেই পুজোর প্রস্তুতি নিযে সাজসাজ রব ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর হাজরা পাড়ায়। স্থানীয়রা পাঁচ দিন ধরে আনন্দে মেতে ওঠেন বাসন্তী পুজোয়। প্রতিমা নিয়ে আসার পর নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পাঁচ দিন ধরে চলে পুজো। ওই এলাকার বাসিন্দারা যে যেখানেই থাকুন না কেন পুজোর পাঁচটা দিন একত্রিত হয়ে বাসন্তী পুজোয় মেতে ওঠেন। জানা গিয়েছে, জটেশ্বর হাজরা পাড়ার স্থানীয় প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ টি পরিবার মিলে আয়োজন করেছে এই বাসন্তী পুজোর। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এই বাসন্তী পুজো হয়ে আসছে। ঐতিহ্যবাহী এই পুজো পাঁচদিন ধরে চলে পূজা থেকে শুরু করে প্রসাদ বিতরন, খিচুড়ি খাওয়ানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। দশমীর দিন রোড শো করে প্রতিমা ভাসান দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার রতন হাজরা জানায়, পুজোর পাঁচটা দিন খুব আনন্দে কাটায় তারা। দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ পূজা উপলক্ষে জটেশ্বর হাজরা পাড়ায় আসেন।

মন্দিরের শতবর্ষ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ ঃ শতাব্দী প্রাচীন শ্রী শ্রী দামোদর জিউ মন্দিরের শতবর্ষ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল আজ। শতবর্ষ উপলক্ষে রবিবার সকালে দামোদর জীউ-এর বিগ্রহ নিয়ে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বাঁকুড়া শহরের সত্যপীরতলায় দামোদর মন্দির থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। এলাকার অধিবাসী সহ বহু ভক্ত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ১৩২৯সালে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন চিন্তামনি দত্ত। বর্তমানে তারই উত্তরসূরি রামকৃষ্ণ দত্ত ও বিশ্বনাথ দত্তের সন্তানরা মন্দিরের ও শ্রীবিগ্রহের সেবাকার্য পরিচালনা করছেন। রামকৃষ্ণ দত্তের পুত্র সত্য সুন্দর দত্ত জানান, প্রাচীন এই মন্দিরের শতবর্ষ পালিত হচ্ছে। আজ সারাদিন ব্যাপী যাগযজ্ঞ,পূজাপাঠ ও সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে।

একসাথে চলার সিদ্ধান্ত কোর কমিটির

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৬ মার্চ ঃ গরু পাচার মামলায় বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর জেলা সংগঠনের দায়িত্ব কোর কমিটির হাতে ছেড়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানুয়ারি মাসে নিজে বীরভূমে গিয়ে আপাতত কাজ সামলাতে কার্যকরী কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন তিনি। তা তৈরি হওয়ার দেড় মাস পর প্রথম বৈঠকে বসল কোর কমিটি। রবিবার বোলপুরে জেলা পার্টি অফিসে এই বৈঠক শেষে কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী জানান, জেলা সভাপতির অনুপস্থিতিতে সকলে একজোট হয়ে কাজ করবে। এদিন কোর কমিটির পর জেলা কমিটির বৈঠকও হয়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পরপরই দলের তরফে তাঁর মন্ত্রিত্ব, সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গরু পাচার কাণ্ডে বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল জেলবন্দি হওয়ার পরও তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়নি। বরং তাঁর অনুপস্থিতিতে সংগঠনের কাজকর্ম সামলানোর জন্য প্রথমে ৭ জনের কোর কমিটি গড়ে দেন তৃণমূল সুপ্রিমো। নির্দেশ দিয়েছিলেন, সকলে একসঙ্গে মিলে দলের কাজ করতে। বিশষত অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে সংগঠনে যেন

চিড় না ধরে, সেদিকে ইঙ্গিত ছিল নেত্রীর। তবে জানুয়ারি মাসে সেই কোর কমিটি তৈরি হলেও এতদিন কোনও বৈঠক হয়নি। গত শুক্রবার তৃণমূল নেত্রী কালীঘাটে এই কোর কমিটিকে ডেকে আলোচনায় বসেন। সেখানে কোর কমিটি আরও সম্প্রসারিত করে ২ সদস্যকে যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এরপর তাঁরই নির্দেশে রবিবার বৈঠকে বসেন কোর কমিটির ৯ সদস্য। ছিলেন আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, সাংসদ শতাব্দী রায়, কাজল শেখ-সকলেই। এই মুহূর্তে বীরভূমে শাসকদলে ছোট ছোট গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে। শুক্রবার কালীঘাটে নেত্রীর ডাকা বৈঠকের আগেই ইস্তফা দিয়েছেন নলহাটি ১ ব্লকের সভাপতি মৃগাঙ্ক মণ্ডল। রবিবার নানুরে জেলা পরিষদের পূর্ত ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ তথা অনুব্রত ঘনিষ্ঠ আবদুল কেরিম খানের বিরুদ্ধে জমি দখল করে পার্টি অফিস তৈরি নিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ। এই আবহে বিকাশ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে কোর কমিটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, হাতে হাত রেখে অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে সকলে কাজ করবে। কোথাও নিজেদের মধ্যে কোনও সমস্যা থাকবে না। আসলে সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে অনুব্রতর সাজানো গড়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিলে তা যে আদতে ভোটেই প্রভাব ফেলবে, তা বুঝেই কোর কমিটির এত তৎপরতা। অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাল ফল করা এবার নিঃসন্দেহে বাড়তি চাপ বীরভূমের তৃণমূল কোর কমিটির কাছে।

পদবি বিতর্কের জেরে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামল কংগ্রেসের ব্লক কমিটি। রবিবার খড়িবাড়ির ব্লক কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন নবনীতা তিরকি, সভাপতি মঞ্জু সিনহা, খড়িবাড়ির ব্লক যুব কংগ্রেসের নেতা মানিক বর্মন সহ অন্যান্যরা। -নিজস্ব চিত্র।

ক্ষোভের শিকার হল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৬ মার্চ ঃ দিদির দূত কর্মসূচিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভে মুখে পড়ছেন শাসকদলের বিধায়ক থেকে দাপুটে নেতারা। রবিবার ছুটির দুপুরেও তার অন্যথা হল না। খেজুরির বীরবন্দরে 'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচিতে গিয়ে বেহাল রাস্তা ইস্যুতে এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী মাইতি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্থানীয় বীবরন্দর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিবমন্দির পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। ঢালাই তো দূর, আজ পর্যন্ত মোরামও পড়েনি। বর্ষাকালে এই মাটির রাস্তায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে এলাকার বাসিন্দাদের খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। স্থানীয় লোকজন থেকে শুরু করে স্কুল ছাত্রছাত্রী, সকলেরই ভোগান্তি লেগেই থাকে। কেউ অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও দুষ্কর হয়ে ওঠে। এরই প্রতিবাদে এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী মাইতিকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। শ্রাবণীদেবীর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের বীরবন্দর অঞ্চলের সম্পাদক অরবিন্দ দাস, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি শিবশঙ্কর গিরি সহ অন্যান্য নেতারা। বিক্ষোভের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে খেজুরি-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী মাইতি বলেন, ওই রাস্তাটি পাকা হয়নি ঠিকই। জেলা পরিষদের কাছে এব্যাপারে স্কিম তৈরি করে জমা দেওয়া হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় কাজ হয়নি। তাছাড়া শুধু এই রাস্তা নয়, এলাকায় আরও কয়েকটি রাস্তা বেহাল রয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, আসলে বিজেপির নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে গণ্ডগোল পাকানোর জন্য লোকজন জড়ো করে এসব করেছে। জবাবে বিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস দোলাইয়ের কটাক্ষ, বীরবন্দর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল পরিচালিত। পঞ্চায়েত সমিতিও তৃণমূলের দখলে। তারা একটা রাস্তা আজ পর্যন্ত তৈরি করতে পারল না। তাই মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এই সরল সত্যটাও ওরা মানতে পারছে না। আসলে যাবার সময় হয়ে গিয়েছে, সেটা ওরাও বুঝতে পারছে। তাই সবকিছুতে বিজেপির ভূত দেখছে তৃণমূল।

কোটি টাকার সোনা

শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি থেকে বৃন্দাবনে পাচার হওয়ার কথা ছিল কোটি টাকার সোনা। তার আগেই তিনজনকে গ্রেফতার করলো ডিআরআই। ধৃতদের নাম মুরারিলাল সোনি, সোনপাল সাইনি এবং শ্রী বৈজু। মুরারিলাল রাজস্থানের বাসিন্দা এবং বাকি দুজন মথুরার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট মোড়ে অভিযান চালিয়ে একটি চার চাকার গাড়ি আটক করে তল্লাশি নেয় ডিআরআই। তল্লাশিতে গাড়ির ভেতরে একটি বিশেষ চেম্বার পাওয়া যায়। এরপর সেই চেম্বার খুলতেই সেখান থেকে ২৩ পিস সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। যার কোনো বৈধ নথি ছিল না। ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করে ডিআরআই। ডিআরআই পক্ষের আইনজীবী ত্রিদীপ সাহা জানান, ডিআরআই একটি গাড়ি থেকে ২ কেজি ৬৬৮ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে। যার বাজারমূল্য ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার বেশি। উদ্ধার হওয়া সোনা দুবাইয়ের। ধৃতরা শিলিগুড়ির ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাজকুমার আগরওয়ালের কাছ থেকে বিদেশী সোনা কেনার জন্য একটি চুক্তি করে। এরপর ব্যক্তিকে কিছু টাকাও দেয় তারা। এরপর সোনা নেওয়ার জন্য বৃন্দাবন থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছায়। সোনা নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়ার আগেই ডিআরআই দল তাদের গ্রেফতার করে। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। ধৃত ৩ জনের বয়ানের ভিত্তিতে রাজকুমার আগরওয়ালের বাড়িতেও অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ২৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। তবে রাজকুমার আগরওয়াল পলাতক।

ডিএ নিয়ে বিস্ফোরক বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ মার্চ ঃ কাগজের টোকেন দিয়ে সিপিএমের লোকেদের চাকরি দিয়েছে। আর আজকের যদি চাকরির হিসাব করতে হয় তাহলে সরকারি কর্মচারী আর কোনো সিপিএমের লোকেরা থাকবেন না। সমস্ত জায়গায় বৌদের চাকরি করতে ঢুকিয়ে দিয়ে আর আপনি পার্টি করতে নেমে গেছেন। বর্ধমান শহরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল রক্তদান উৎসব। সেখানেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। বিধায়ক খোকন দাস আরও বলেন, টিভি চ্যানেলে বসে বড় বড় কথা বললেই মানুষের পাশে থাকা যায় না। কিন্তু রাতের বেলায় যখন আপনার দরকার পড়বে তখন দেখবেন তৃণমূলের লোকরাই আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গোটা রাজ্যজুড়ে চার শতাংশ মাত্র সরকারি কর্মচারী আছে। ৯৬ শতাংশ সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে কিছু মানুষের টাকা-পয়সা আছে। বাকি সমস্তটাই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। সরকারি কর্মচারী যারা প্রতিমাসে মোটা অংকের বেতন পেয়েও আরও চাই আরও চাই বলে লাফাচ্ছেন। কিন্তু আপনারা দেখবেন যারা ৯০ হাজার টাকা বেতন পায় তারাও এই রথতলা বাজারে এসে কুড়ি টাকা কেজি আলু কেনেন। আবার যারা ৩০০ টাকা প্রতিদিন রোজগার করেন তাদেরকেও ওই কুড়ি টাকা কেজি দরেই আলু কিনতে হয়। খোকন দাস আরও বলেন, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে বিরোধীদের মতো টিভি চ্যানেলে বড় বড় কথা বললে হয় না। আপনারা জানেন বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে আছেন বিরোধীরা শুধুমাত্র কুৎসা অপপ্রচার করছে। তাদের কথায় কান দেবেন না। এদিন ডিএ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমন করায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে। বিজেপির পক্ষ থেকে ওই বক্তব্যের নিন্দা করা হয়। নিন্দা করা হয় সিপিএমের পক্ষ থেকেও। বিরোধীদের দাবী, মেলা-খেলায় রাজ্যের সমস্ত অর্থ নষ্ট না করলে ডিএ নিয়ে ভাবতে হত না রাজ্য সরকারকে। বাজে খরচ করে কোষাগার শূন্য না করলে ওই টাকায় প্রচুর কর্মসংস্থান ও শূন্যপদে নিয়োগ করতে পারত রাজ্য সরকার। সেই পথে না গিয়ে দানছত্রের রাজনীতি করে সরকারি কর্মীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

দিদির সুরক্ষা কবচ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ মার্চ ঃ কালীমন্দির ও হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে যোগ দিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার ৬ তৃণমূল কাউন্সিলর। রবিবার সকালে ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কুলিপাড়া এলাকায় হনুমান মন্দির ও কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচের প্রচার করেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমলা আগারওয়াল, ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনীষা মন্ডল, ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর পলি সরকার, ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুজিত সাহা, ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাকলি কর্মকার।

উদয়ন গুহকে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৬ মার্চ ঃ তৃণমূল আমলের দুর্নীতি নিয়ে গোটা বাংলা তোলপাড়। তখনই বাম আমলের দুর্নীতি নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু করেছেন তাবড় তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে সেই প্রসঙ্গে প্রাক্তন বাম নেতা তথা বর্তমানের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ একেবারে বিস্ফোরক প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। তিনি নিজের বাবা কমল গুহের কথা উল্লেখ করেছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর সাফ কথা, আমি আবারও বলছি বাম আমলে কোটা সিস্টেম ছিল। সেই সিস্টেমে বাম আমলে চাকরি হয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক তার ভাগ পেয়েছে। কোচবিহারের জেলা সম্পাদক হিসাবে বাবাকেও সেই লিস্ট এনডোর্স করতে হয়েছে। এরপর আমি যখন জেলা সম্পাদক ছিলাম তখন আমাকেও এনডোর্স করতে হয়েছে। জেনেবুঝে করেছি। ভালো প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও দলের স্বার্থে এটা করতে হয়েছে। তাদের চাকরি দিতে হয়েছে। আবারও বলছি সুযোগ পেলে দলের ছেলেদের চাকরি এখনও আমরা দিই। আমি মন্ত্রী হিসাবে দলের তিনজনকে অ্যাটেনডেন্ট হিসাবে নিয়োগ করেছি। তবে তার সঙ্গেই তিনি বলেছেন কোনও আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। তবে এবার উদয়ন গুহের এই মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, রাজনীতি অনেক পরের বিষয়। এই পৃথিবীর আলো যিনি দেখিয়েছেন তাদের সম্পর্কে এভাবে বলা যায় না। তিনি স্বর্গত। তিনি এর সাফাই দিতে পারবেন না। তিনি স্বর্গত। তিনি এর কাউন্টার করতে পারবেন না। অতএব রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, মন্ত্রীত্ব বাঁচানোর জন্য, তার অপকর্মের ছাড়পত্র নেওয়া, তার দাদাগিরি করার জন্য, কোম্পানির মালিক ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে তুষ্ট করার জন্য বাবাকেও যদি চোর, ডাকাত, লম্পট বলতে হয়, তাতেও (তার) আপত্তি নেই। বাম আমলে উত্তরবঙ্গের জননেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন কমল গুহ। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবাদপ্রতীম নেতা। এখনও দিনহাটায় কমল গুহের নাম শুনলে মানুষ কপালে দুহাত ঠেকান। এতটাই প্রণম্য ছিলেন তিনি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বাম শরিক হয়েও কোচবিহারে কার্যত ফরওয়ার্ড ব্লক বিগতদিনে সিপিএমের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলত। কমল গুহের দাপটে কার্যত গুটিয়ে থাকত সিপিএম। দিনহাটা তথা উত্তরবঙ্গের রূপকার হিসাবে উল্লেখ করা হত কমল গুহকে। আর সেই কমল গুহের পুত্র হলেন উদয়ন গুহ। তবে অনিয়ম প্রসঙ্গে তিনি যেভাবে নিজের বাবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। এদিকে বাম জমানায় একের পর এক চাকরিতে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে ধরেছেন তিনি। নাটাবাড়ির প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক তমসের আলির আত্মীয়র চাকরি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন উদয়ন।

জমি দখলের অভিযোগ কাউন্সিলরের ভাইপোর বিরুদ্ধে

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২৬ মার্চ ঃ জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেতা ও ব্যাবসায়ীর বাকযুদ্ধ নিয়ে সরগরম মুর্শিদাবাদের কান্দি। কান্দি বহরমপুর রাজ্য সড়কের উপর কান্দি থানার বাগবাটি এলাকায় ২ ডেসিমাল জায়গা দখলের অভিযোগ উঠল কান্দি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের ভাইপো তথা কান্দি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক রাজেশ ঘোষের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত পুরন্দরপুর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত এলাকার রায়াবাটী গ্রামে একটি জায়গার দখল নিতে যায় কান্দির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী চন্দ্রশেখর দত্ত। জায়গা দখলে বাধার সৃষ্টি করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা রাজেশ ঘোষ। জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ কান্দির দোহালিয়া এলাকার বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী চন্দ্রশেখর দত্তের একটি ২ ডেসিমাল জায়গা জাল দলিল করে জবর দখল করে রেখেছে শাসক দলের প্রভাব খাটিয়ে রাজেশ ঘোষ। যদিও রাজেশ ঘোষের দাবি ওই জায়গাটি ৩০ মে, ২০০০ সালে রেনুপদ দাসের কাছে কিনেছিলেন তিনি। তার ওই জায়গাটি অনৈতিক ভাবে চন্দ্রশেখর দত্ত দখল করার চেষ্টা চালাতো এবং তাকে ওই জায়গাটি দখল করবার জন্য বাধা দেওয়া হলে তিনি আমাদের কালিমালিপ্ত করবার জন্য এখন এই ধরনের ভুলভাল কাজ করে বেড়াচ্ছে এবং একটি জাল দলিল কোথা থেকে বানিয়েছে আমরা কেউ জানি না। এ প্রসঙ্গে কান্দির বাসিন্দা চন্দ্র শেখর দত্ত বলেন, শাসকদের সুযোগ খাটিয়ে তৃণমূল নেতা রাজেশ নকল দলিল করে, গায়ের জোরে জমি দখল করেছে, আমার জমি অথচ আমি পাচ্ছি না। অন্যদিকে দুই পক্ষই এই ঘটনায় আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

প্রস্তুতি সভা পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ মার্চ ঃ ২৯ মার্চ ছাত্র এবং যুবদের নিয়ে কলকাতার শহীদ মিনারে সভার ডাক দিয়েছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার জেলার বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে ঘুরে ২৯ মার্চ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার জন্য সাধারণ দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন। সেই মর্মে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে বর্ধমান শহরের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল রব ও কাঞ্চন কাজী, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মন্ডল, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার বলেন, ২৯ মার্চ আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সভার ডাক দিয়েছেন সেই সভায় আমাদের দলীয় সমস্ত কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন। তাই আজ এই সংস্কৃতি লোকমঞ্চে তার একটি প্রস্তুতি সড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃত্ব এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সুরক্ষা কবচ নিয়ে এলাকায় বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাহাত

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৬ মার্চ ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর বিধানসভার সাঁকরাইল ব্লকের সাঁকরাইল অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে জনসংযোগ অনুষ্ঠিত হলো। তৃণমূলের গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতর নেতৃত্বে। রবিবার দিদির দূত হয়ে ভামাল নুরানি মসজিদে গিয়ে প্রার্থনা করার পর, ভামাল গ্রাম, তারপর ভাঙ্গাগড় গ্রামীণ হাসপাতালে ২০ শয্যা কোভিড ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং হাসপাতালের রোগীদের হাতে ফল তুলে দেওয়া হয়। তারপর রেলাগেড়িয়া যোকুয়া সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বিধায়ক। তারপর যোকুয়া গ্রাম, তারপর সাঁকরাইল গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এসে প্রধান সহ অফিস কর্মীদের সাথে কথা বলেন এবং ওই গ্রামগুলো ঘুরে দেখেন। এরপর চিড়াকুটি গ্রামে জনসংযোগ, কেশিয়াপাতা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতর সঙ্গে ছিলেন সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কমলকান্ত রাউৎ, ব্লকের সহ সভাপতি অনুপ মাহাত, সাঁকরাইল অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি শান্তনু ভৌমিক সহ আরও অনেকে। তাঁরা দিদির দূত হিসাবে ওই এলাকায় গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলেন এবং তাঁদের অভাব অভিযোগ গুলি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

Name Change

I,Ray Kausik (old name) S/o Late Ajit Kumar Roy resident of Raigachi, Seshmore, Rajarhat, Kolkata, West Bengal-700135, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Kaushik Roy (New name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/03/2023.Ray Kausik and Kaushik Roy both are same and one identical person.

Name Change

I,Sharmila Ray (old name) S/o Late Karpur Chand Das resident of Raigachi, Seshmore, Rajarhat, Kolkata, West Bengal- 700135, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Sharmila Roy (New name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/03/2023.Sharmila Ray and Sharmila Roy both are same and one identical person.

Name Change

I,Chhayed (old name) S/o Akbar Ali Molla resident of Vill Chinepukur,Po-Shonepukur,Ps-Kashipur, South 24th Parganas Pin-700135 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sayed Ali Molla (New name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/03/2023.Chhayed and Md Sayed Ali Molla both are same and one identical person.

Name Change

I,Sambhu Nath Choudhury (old name) S/o Ram Sarobar Chowdhary resident of 43 Bihari Lal Pal Street Baranagar, Kolkata-700036 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Shambhu nath Choudhary (New name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/03/2023.Sambhu Nath Choudhury and Shambhu nath Choudhary both are same and one identical person.

নিখুঁত পাঞ্চে সোনা নিখাতের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ মেরি কমের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে ধরা হচ্ছে তাঁকে। মেরির দেখানো পথেই এগিয়ে চলেছেন নিখাত জারিন। গতবার বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। ফের বিশ্ব মিটে কামাল ভারতের 'বক্সিং কুইন' নিখাত জারিনের। ৫০ কেজি বিভাগের ফাইনালে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য চ্যাম্পিয়নের মুকুট উঠল নিখাতের মাথায়। রবিবার নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৫-০ ব্যবধানে জিতলেন ভিয়েতনামের গুয়েন থি তামের বিরুদ্ধে। মেরি কমের পর দেশের দ্বিতীয় মহিলা বক্সার হিসেবে টানা দু'বার বিশ্ব মঞ্চে খেতাব জিতলেন নিখাত। এ বার বিশ্ব মিটে ক্যাটাগরি বদলে নেমেছিলেন নিখাত। তাতেও চূড়ান্ত সফল তিনি। শনিবার, নিজ নিজ বিভাগে সোনা জেতেন নীতু ঘাঙ্ঘাস (৪৮ কেজি) এবং সুইটি বুরা (৮১ কেজি)। এই নিয়ে চলতি বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটে সোনা এল ভারতের ঘরে। এখনও অলিম্পিক মেডেলিস্ট লভলিনা বরগোহাইনের বাউট বাকি। তিন কন্যের পর লভলিনার ম্যাচের দিকে থাকবে চোখ। উল্লেখ্য, নিখাতের প্রতিপক্ষ দু'বারের এশীয় চ্যাম্পিয়ন থি তাম এবারই প্রথম বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিলেন। নিখাত আগাগোড়া দাপট দেখালেন। তবে তাঁদের বাউট বেশ জমজমাটই ছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয় রাউন্ডে নিখাতকে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ। অবশ্য শেষ অবধি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই টানা দুই বছর বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় নিশ্চিত করেন নিখাত। মেরি কমের পর নিখাতই প্রথম কোন ভারতীয় মহিলা বক্সার যাঁর বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে একাধিক সোনা রয়েছে। এদিন নিখাত বিশ্ব বক্সিংয়ে দ্বিতীয় সোনা জেতেন। মেরি কম ৬ বার সোনা জিতেছেন, শেষবার জিতেছেন ২০১৮ সালে দিল্লিতেই। গতকাল ৪৮ কেজি বিভাগে নীতু ঘাঙ্ঘাস ও ৮১ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছেন সুইটি বুরা। গত বছর নিখাত জারিন ইস্তানবুলে বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে কেরিয়ারের প্রথম সোনাটি জিতেছিলেন ৫২ কেজি বিভাগে। এদিন নিখাত শক্তিশালী পাঞ্চে প্রতিপক্ষকে কার্যত দাঁড়াতেই দেননি। প্রথম রাউন্ডে জয়লাভ করেন ৫-০ ব্যবধানে। দ্বিতীয় রাউন্ড তুল্যমূল্য লড়াই হয়। দ্বিতীয় রাউন্ড ভিয়েতনামের বক্সার জিতে যান ৩-২ ব্যবধানে। তৃতীয় রাউন্ডে নিখাত আরও বেশি আক্রমণের পথ বেছে নেন। প্রত্যাঘাত করেন থি তামও। দু'জনকেই কাউন্টডাউন ফেস করতে হয়। যদিও নিখাত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই চ্যাম্পিয়ন হন। ২৬ বছরের নিখাত বিগত ১২ মাসে যেভাবে রিংয়ে দাপট দেখাচ্ছেন তাতে তাঁর মধ্যে অনেকেই মেরি কমের ছায়া লক্ষ্য করছেন। গত বছর ভারতের পঞ্চম মহিলা বক্সার হিসেবে তিনি বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন। ঐতিহ্যশালী স্ট্র্যান্ডজা মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টেও তিনি বিজয়ী হন। হায়দরাবাদের বক্সার বার্মিংহ্যামে কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা জিতেছিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি ও লাভলিনা এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের ছাড়পত্রও আদায় করে নিয়েছেন।

সুইস ওপেন জিতলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ

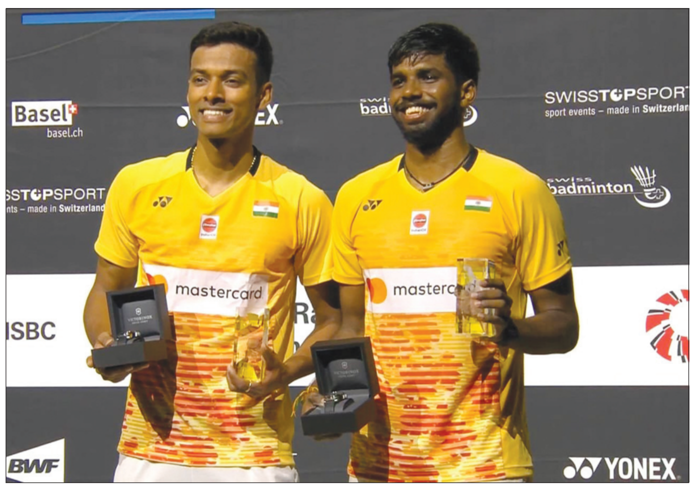

বাসেল, ২৬ মার্চ ঃ বাসেলে সুইস ওপেনে পুরুষদের ডাবলস খেতাব জিতল ভারতের সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি। চিনের রেন জিয়াং ইউ ও তান কিয়াং জুটিকে পরাস্ত করে। চলতি বছরে ভারতীয় জুটির এটিই প্রথম খেতাব জয়। সাত্ত্বিক-চিরাগ এই টুর্নামেন্টে নেমেছিলেন দ্বিতীয় বাছাই হিসেবে। ৫৪ মিনিট ধরে চলা ফাইনালে বিশ্বের ২১ নম্বর জুটিকে তাঁরা হারালেন ২১-১৯, ২৪-২২ ব্যবধানে। গত বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এই ভারতীয় জুটি ব্রোঞ্জ জিতেছিল। কমনওয়েলথ গেমসে জেতে সোনা। আজ রক্ষণ মজবুত রেখে আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলে চ্যাম্পিয়ন হলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ। গত সপ্তাহে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে তাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন। সেই হতাশাজনক পারফরম্যান্সের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিল এই খেতাব জয়। ভারতের এই শাটলার জুটির কেরিয়ারে এটি পঞ্চম বিশ্ব ট্যুর খেতাব। গত বছর তাঁরা ইন্ডিয়া ওপেন ও ফরাসি ওপেন জেতেন। ২০১৯ সালে তাইল্যান্ড ওপেন ও ২০১৮ সালে হায়দরাবাদ ওপেনেও তাঁরা খেতাব জিতেছিলেন। চতুর্থ ম্যাচ পয়েন্ট সুনিশ্চিত হতেই ভারতীয় ডাবলস কোচ মাথিয়াস বো উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। চিরাগ পরনের শার্ট খুলে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। বাসেলে এটিই চিরাগ-সাত্ত্বিকের প্রথম খেতাব। গত অক্টোবরে ফরাসি ওপেন সুপার ৭৫০ জেতার পর এদিন ফের চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পেলেন তাঁরা। এই মুহূর্তে চিরাগ ও সাত্ত্বিকের জুটি বিশ্বের ষষ্ঠ ডাবলস জুটি। গত বছর তাঁরা কমনওয়েলথ গেমসের সোনা-সহ তিনটি খেতাব জিতেছিলেন। সাত্ত্বিক চোটের কারণে গত ফেব্রুয়ারিতে ব্যাডমিন্টন এশিয়া মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে পারেননি। সুইস ওপেনে ভারতীয় জুটি দারুণ ছন্দে ছিল। সেমিফাইনালে তৃতীয় বাছাই ওং ইউ সিন ও তেও এ উই জুটিকে তিন গেমের লড়াই হারিয়ে দিয়েছিলেন। আজ প্রথম গেমে সাত্ত্বিক-চিরাগ একটা সময় এগিয়ে যান ১৮-১৩ ব্যবধানে। এরপর চিনের প্রতিপক্ষরা ঘুরে দাঁড়ালেও স্নায়ুযুদ্ধে চিরাগ-সাত্ত্বিককে হার মানাতে পারেননি। দ্বিতীয় গেমটিতে তুল্যমূল্য লড়াই হয়েছে। ভারতীয় জুটি প্রথমে এগিয়ে গেলেও একটা সময় স্কোরলাইন দাঁড়ায় ১৬-১৬। সেখান থেকে চিনের জুটি তিনবার ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচাতে সক্ষম হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সাত্ত্বিক ফ্রন্ট ও ব্যাককোর্টে অনবদ্য পারফরম্যান্স উপহার দেন। নেটে অসাধারণ ছিলেন চিরাগ। রক্ষণ ও আক্রমণে অসাধারণ ভারসাম্য রেখে শেষ হাসি হাসে ভারতীয় জুটি। সুইস ওপেনে মহিলাদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে যান পিভি সিন্ধু। লক্ষ্য সেন বিদায় নেন প্রথম রাউন্ড থেকে। কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও এইচএস প্রণয় দ্বিতীয় রাউন্ড অবধি পৌঁছন। গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও জলি তৃষা জুটিও হতাশ করেছে। সেই নিরিখে ভারতের মান বাঁচালেন চিরাগ-সাত্ত্বিক।

খেলো ইন্ডিয়া

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ ক্রীড়া ক্ষেত্রকে নব আঙ্গিকে সাজাতে আগ্রহী কেন্দ্রীয় সরকার। সে উদ্দেশ্যেই সারা ভারতবর্ষে নতুন প্রতিভা তুলে আনার জন্য কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফ থেকে চালু করা হয়েছে খেলো ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিভা তুলে আনার উদ্দেশ্যে সারা ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। রবিবার নিউটাউনের ইকোপার্কে বসেছিল তেমনই এক প্রতিযোগিতার আসর। ইকোপার্কে এদিন খেলো ইন্ডিয়ার তরফে সাইক্লিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। মূলত সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় মহিলাদের প্রতিভা তুলে আনার জন্য এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন ফাইনালে সাতটি রাজ্য থেকে ৯৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। তবে এই প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত হয়ে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন বিশিষ্ট ফুটবলার মেহেতাব হোসেন। তাঁর দাবি, খেলো ইন্ডিয়ায় ফুটবলকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। মেহেতাবের কথায়, খেলো ইন্ডিয়ায় ফুটবলকেও নেওয়া উচিত। ব্যখ্যা দেন, গ্রামবাংলায় রাজনীতির ময়দান বাদ দিলে একমাত্র ফুটবল, যেখানে একবারে দশ থেকে পনেরো হাজার মানুষ জমা হয়ে যায়। অতএব, খেলো ইন্ডিয়ায় আগামী দিনে যাতে ফুটবলকেও যুক্ত করা হয়, সেই বিষয়ে সরকারের ভাবা উচিত। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইক্লিং অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সৌরভ মুখার্জি, কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজের সভাপতি অর্পিতা মুখার্জি প্রমুখরা। অর্পিতা বলেন, স্পোর্টসে ছেলেরা অনেক এগিয়ে রয়েছে। তাই মেয়েদের প্রমোট করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বাংলার জয়

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলে প্রথম ম্যাচেই দাপুটে পারফরম্যান্স বাংলার। প্রথম ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিল তারা। দুর্দান্ত খেললেন বাংলার মেয়েরা। অরুণাচলের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই দাপট ছিল বাংলার। ম্যাচের প্রথম দু'টি গোল হয়েছে প্রথমার্ধে। ৩১ মিনিটে বাংলাকে এগিয়ে দেন তিতলি সরকার। সংযুক্তি সময়ে দ্বিতীয় গোল মৌসুমি মুর্মুর। তৃতীয় গোল করেন রিম্পা হালদার।

কোহলিকে ঘিরে শব্দব্রহ্ম চিন্নাস্বামীতে

বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চ ঃ হাতে গোনা আর ক'টা দিন। তার পরেই ৩১ মার্চ থেকে শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)। ২০২৩-এর ব্লকবাস্টার সংস্করণ ঘিরে উন্মাদনা বাড়তে শুরু করেছে। প্রথম ম্যাচ আমেদাবাদে। মুখোমুখি হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (আরসিবি) আবার তাদের অভিযান শুরু করবে ঘরের মাঠে ২ এপ্রিল। পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে। তার আগে জোরদার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আরসিবি শিবির। এ দিকে শনিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর টিমে যোগ দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। আর রবিবার থেকে চিন্নাস্বামীতে শুরু করে দিলেন প্রস্তুতি। তবে কোহলি যখন হোম গ্রাউন্ডে পৌঁছান, তখন তাঁকে নিয়ে আবেগে ভাসেন চিন্নাস্বামীতে উপস্থিত কোহলি ভক্তরা। আরসিবি-র প্রাক্তন অধিনায়ককে উচ্ছ্বসিত হয়ে অভ্যর্থনা জানান ভক্তরা। ক্যামেরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। গ্যালারি থেকে ভেসে আসছিল 'কোহলি কোহলি' শব্দব্রহ্ম। কোহলি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজে খেলেছেন। তার পর পরিবারের সঙ্গে ২টো দিন কাটিয়ে তিনি আরসিবি শিবিরে যোগ দেন। তাঁকে ঘিরে এ বার প্রত্যাশার পারদ আকাশছোঁয়া। আসলে কোহলি ফর্মে ফেরার কারণেই আরসিবি সমর্থকেরা নতুন করে স্বপ্নের জাল বুনছেন। এ দিন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল অনুশীলন সেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং অজি অলরাউন্ডারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কোহলিকে কথা বলতে দেখা যায়। গত বছর এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল পা ভেঙেছিলেন। অস্ত্রোপচার এবং দীর্ঘ রিহ্যাবের পর পর তিনি ফের ২২ গজে ফিরেছেন। তবে দেশের হয়ে এখনও খেলেননি। তিনি অবশ্য ভারতে ওডিআই সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলে ফিরেছিলেন। কিন্তু কোনও ম্যাচ খেলেননি। ফিট থাকলে চোট থেকে সেরে ওঠার পর আরসিবি-র জার্সিতেই প্রথম বার খেলতে নামবেন ম্যাক্সি। যদিও তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, এখনও তিনি পুরো ফিট নন। এদিকে বিরাট তাঁর গত ১৫ বছরের আইপিএল কেরিয়ারে ট্রফি জিততে পারেননি। এ বার কি সেই খরা কাটাতে পারবেন? আরসিবি-র হয়ে এখনও পর্যন্ত ২২৩টি ম্যাচ খেলেছেন বিরাট। তাঁর মোট রান ৬৬২৪। গড় ৩৬.২০। স্ট্রাইক রেট ১২৯.১৫। সর্বাধিক স্কোর ১১৩। গত বার আরসিবি-র অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন বিরাট। এ বার আইপিএল খেলতে নামার আগে আন্তর্জাতিক মঞ্চের তিন ফর্ম্যাটেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন বিরাট। তাই চাপমুক্ত হয়েই আইপিএলের মঞ্চে কোহলি ঝড় তুলবেন বলে আশায় সকলে।

বিবাহিত জীবন নিয়ে অকপট ধাওয়ান

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার শিখর ধাওয়ানকে তাঁর অনবদ্য স্টাইলের জন্য চিনি। ক্রিকেট মাঠ হোক বা ব্যক্তিগত জীবনে, খোলামেলাভাবে জীবন কাটাতে পছন্দ করেন ভারতের তারকা ওপেনার। তবে বর্তমানে এই দুটি জায়গাতেই কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। একদিকে তিনি টিম ইন্ডিয়া থেকে ছিটকে গিয়েছেন, অন্যদিকে স্ত্রী আয়েশা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটনা। সম্প্রতি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে গিয়ে অনেক গোপন কথা তুলে ধরেছেন শিখর ধাওয়ান। এ সময় তিনি তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়েও নীরবতা ভঙ্গ করেছেন। শিখর ধাওয়ান বলেছেন যে তিনি অন্যদের দিকে আঙুল তুলতে পছন্দ করেন না, তিনি এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন কারণ তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না। একটি নিউজ চ্যানেলে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ধাওয়ান বলেছিলেন, আমি ব্যর্থ কারণ যে কোনও ব্যক্তি যখন সিদ্ধান্ত নেয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর। আমি অন্যের দিকে আঙুল তোলা পছন্দ করি না। আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম কারণ সেই ক্ষেত্র সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। আপনি যদি আমাকে ২০ বছর আগে জিজ্ঞাসা করতেন, আমি আজকে যে ক্রিকেটের কথা বলছি সে সম্পর্কে আমি এই সমস্ত কিছু জানতাম না। এটা সব অভিজ্ঞতার বিষয়। প্রথমে একজন মানুষের সঙ্গে এক বা দুই বছর কাটান, দেখুন উভয়ের সংস্কার মেলে কি না। শিখর ধাওয়ান আরও বলেন, ওটাও একটা ম্যাচ ছিল। বর্তমানে আমার ডিভোর্স কেস চলছে, এটা শেষ হওয়ার পর যখন আমাকে বিয়ে করতে হবে তখন আমি এই ক্ষেত্রে আরও বিবেকবান হব যে আমি এমন সঙ্গী চাই যার সঙ্গে আমি বিয়ে করতে চাইলে আমি আমার জীবনযাপন করতে পারি। আমি যখন ২৬-২৭ বছর বয়সে খেলতাম, তখন আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, যদিও আমি মজা করতাম। প্রেমে পড়লে লাল পতাকা দেখতে পেতাম না, কিন্তু এখন প্রেমে পড়লে সেই লাল পতাকা দেখতে পাই। লাল পতাকা থাকলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসব। ২০১২ সালে আয়েশা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন ধাওয়ান। এটি ছিল আয়েশার দ্বিতীয় বিয়ে। এই বিয়ের পরে ধাওয়ানের একটি ছেলেও হয়েছে যার জন্ম ২০১৪ সালে হয়। ধাওয়ানের ছেলের নাম জোরাওয়ার। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে, খবর আসে যে তারা দুজনেই বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে, এমন পরিস্থিতিতে মায়ের সঙ্গে মেলবোর্নে থাকে জোরওয়ার। ধাওয়ান প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সেখানে যান।

লাল-হলুদের পরিকল্পনায় এল হাবাসের নাম

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ ইস্টবেঙ্গলের কোচ বাছাই নিয়ে টুইস্টের পর টুইস্ট। এতদিন ঠিক ছিল কনস্টানটাইনের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসার জন্য ফেভারিট জোসেফ গামবাউ। তবে রবিবার দিনের শেষে যা পরিস্থিতি, গামবাউ আবার পিছিয়ে পড়লেন। কোচ হিসেবে লাল-হলুদ সিংহাসনে প্রত্যাবর্তনের প্রবল সম্ভবনা এটিকেকে দু'বার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করা হাবাসের। ইমামির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের দু'দিন যে বৈঠক হয়েছে, তার নির্যাস বলতে এটুকুই। গামবাউকে কোচ করায় আপত্তি রয়েছে ক্লাবের। বার্সিলোনা যুব দল, এ লিগ, অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে কোচিংয়ের ঝকঝকে বায়োডেটা থাকলেও গামবাউ ভারতীয় ফুটবলে সেভাবে সফল নন। দু'দফায় ওড়িশা এফসির কোচ হলেও সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। তাছাড়া ফুটবলারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। হাবাস গত দেড় বছর কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও ভারতীয় ফুটবলে সফলতম কোচেদের অন্যতম। ভালো মানের বিদেশি নিয়ে আনার ক্ষেত্রে সুনাম রয়েছে স্প্যানিশ বসের। এটিকেতে রয় কৃষ্ণ, তিরির মত সফল ফুটবলাররা তাঁরই রিক্রুট। এই বিষয়টিই বিনিয়োগকারী সংস্থার কাছে তুলে ধরা হচ্ছে ক্লাবের তরফ থেকে। সূত্রের খবর এমনটাই। এরপরেই হাবাস প্রবলভাবে ইস্টবেঙ্গল বস হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে কোচেদের যে তালিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তাঁর মধ্যে ছিলেন সের্জিও লোবেরা, চেন্নাইয়িন এফসির বদরিচও। এফসি গোয়া, মুম্বই সিটি এফসির প্রাক্তন কোচ লোবেরা বর্তমানে চিনা লিগ ওয়ানের সিচুয়ান জিউনিউয়ের দায়িত্বে। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে আসতে হলে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হবে। বদরিচও চেন্নাই ছাড়তে কতটা রাজি হবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই গামবাউ নন, ইস্টবেঙ্গলের কোচ হওয়ার বিষয়ে হট ফেভারিট হাবাসই। শনিবার ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে মিটিংয়ের পর ইমামির তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দ্রুতই কোচের নাম ঘোষণা করে দেওয়া হবে। তবে মঙ্গলবার ইমামির সঙ্গে আরও একপ্রস্থ আলোচনা হবে ক্লাবের। এটিকেকে চ্যাম্পিয়ন করা মহাগুরুর লাল-হলুদ তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন ঘটে কিনা, আপাতত সেটাই দেখার।

ঋষভের বাড়িতে সুরেশ-শ্রীসন্থ-হরভজন

পন্তকে সময় নিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ ঃ প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি এবং আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেট পরিচালক, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন যে ভারতের তারকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্তকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরে আসার আগে তাঁর ইনজুরি থেকে সেরে উঠতে হবে। এবং তার জন্য তাঁকে সময় দেওয়া উচিত। গত বছরের শেষ দিকে বাড়ি ফেরার পথে পন্ত একটি গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। সেই সময় তিনি একাধিক আঘাত পেয়েছিলেন। এসব ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণে দীর্ঘদিন ক্রিকেট থেকে দূরে রয়েছেন ঋষভ পন্ত। তিনি এই বছর আইপিএলও খেলতে পারবেন না। তাই দিল্লি ক্যাপিটালস অবশ্যই তাঁকে মিস করবে। সুরেশ রায়না, হরভজন সিং, এস শ্রীসন্থ। ত্রয়ী মিলে পন্তের বাড়ি পৌঁছেছিলেন। দীর্ঘক্ষণ সময় তরুণ ক্রিকেটারের সঙ্গে সময় কাটালেন তাঁরা। গল্প, আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া, কিছুই বাদ গেল না। সর্বোপরি, পন্তকে উৎসাহ দিলেন তিনজনই। পাশে থাকার বার্তা দিলেন তাঁরা। দ্রুত সেরে ওঠার জন্য শুভকামনাও জানিয়ে এলেন এই ত্রয়ী। সুরেশ রায়না, হরভজনরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে এই খবর জানিয়েছেন। হরভজন সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনটি ছবি পোস্ট করেছেন। তার একটিতে দেখা যাচ্ছে, ডান হাঁটুতে বিশেষ ক্যাপ পরে রয়েছেন পন্ত। এক হাতে ধরা ক্রাচ। সোফায় বসে আছেন। আর তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে বসে আড্ডা দিচ্ছেন ভাজ্জি, রায়না ও শ্রীসন্থ। আর একটি ছবিতে হেসে সকলকেই গল্প করতে দেখা গিয়েছে। পন্তের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আড্ডা প্রসঙ্গে রায়না টুইট করেছেন। চারজনের একটি ছবি তিনি টুইট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে আকাশি রঙের একটি জামা পরে মাঝখানে বসে রয়েছেন পন্ত। তাঁর বাপাশে থাকা হরভজনের হাত ধরে বসে রয়েছেন তিনি। পন্তের ডানদিকে সবুজ রঙের জামা পরে ছবিতে দেখা যাচ্ছে সুরেশ রায়নাকে। আর ত্রয়ীর ঠিক পিছনে লাল রঙের জামা পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীসন্ত। ছবিটির ক্যাপশনে রায়না লেখেন, ভাতৃত্বই হল সবকিছু। পরিবার হল সেই জায়গা যেখানে আমাদের হৃদয় পড়ে থাকে। আমাদের ছোট ভাই পন্তকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করছি ও দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। ছবিতে হরভজন, পন্থ, শ্রীসন্তদের ট্যাগ করেন তিনি। এদিকে দিল্লি ক্যাপিটালসের জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, আমি নিশ্চিত জাতীয় দলও তাঁকে মিস করবে। তিনি তরুণ এবং তাঁর কেরিয়ারে অনেক সময় বাকি আছে। সে একজন বিশেষ খেলোয়াড় এবং সেরে উঠতে তাঁর সময় নেওয়া উচিত। আমরা তাঁর শুভ কামনা চাই এবং আমিও তার সঙ্গে দেখা করব। আইপিএলের নতুন মরশুম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ছেলেদের সঙ্গে কাজ করে দারুণ লেগেছে এবং আমি মরশুম শুরুর অপেক্ষায় আছি। নেট অনুশীলন ভালো হয়েছে কিন্তু আমরা ম্যাচ মোড়ে যেতে চাই। রিকি পন্টিং দুর্দান্ত। তিনি প্রশিক্ষণের সময় অনেক তীব্রতা নিয়ে আসেন। ঋষভ পন্তের অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের হাতে অধিনায়কত্ব তুলে দিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। একই সঙ্গে দলের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অক্ষর প্যাটেলের হাতে। ওয়ার্নার সম্পর্কে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ডেভিড ওয়ার্নার দলকে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী। তিনি সবসময় একটি চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত এবং তিনি একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। তাঁর অনেক রান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা আপনাকে জানিয়ে রাখি যে, দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ১ এপ্রিল খেলবে।

মরক্কোর কাছে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেল ব্রাজিল

টানগিয়ার্স, ২৬ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে অঘটন ঘটিয়েছে মরক্কো। পাঁচ বারের বিশ চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে এই প্রথমবারের মত হারের তিক্ত স্বাদ দিল উত্তর আফ্রিকার দলটি। সাউদাম্পটনের প্রাক্তন মিডফিল্ডার সোফিয়ানে বুফাল ২৯ মিনিটে মরক্কোকে লিড এনে দেন। বিলাল এল খানুসের পাসে শক্তিশালী শটে ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক উইভারটনকে পরাস্ত করেন কাতারের ক্লাব আল রাইয়ানের এই মিডফিল্ডার। ৬৭ মিনিটে অধিনায়ক কাসেমিরো ব্রাজিলকে সমতায় ফেরান। মরোক্কান গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনু কাসেমিরোরা দুর্বল শটটি ধরতে পারেননি। সাম্পদোরিয়ার ধারের মিডফিল্ডার আব্দেলহামিদ সাবিরি ৭৯ মিনিট দুর্দান্ত ভলিতে মরক্কোর জয় নিশ্চিত করেন। গত বছর কাতার বিশ্বকাপে প্রথম আরব ও আফ্রিকান দল হিসেবে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা মরক্কো আরও একবার প্রমান করলো তাদের ঐ পারফরমেন্স কোন অঘটন ছিল না। বিশ্বকাপের পর এই প্রথমবারের মত দুই দল মাঠে নেমেছিল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের তারকা মিডফিল্ডার কাসেমিরো ম্যাচ শেষে বলেছেন, আমি এটা বলবো না যে আমাদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ছিল। নতুন কোচের পরিকল্পনার সাথে মানিয়ে নেবার অনুশীলন করতে হবে। আমি মনে করি আমরা ভাল ম্যাচ উপহার দিয়েছি। জয়ের জন্য সম্ভাব্য যা করার প্রয়োজন ছিল সবই আমরা করার চেষ্টা করেছি। বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে হতাশাজনক বিদায়ের ম্যাচটি থেকে মাত্র ১০জন মরক্কো সফরে অন্তর্বর্তীকালন কোচ রামোন মেনজেসের বিবেচনায় সুযোগ পেয়েছিলেন। চোটগ্রস্থ নেইমার আরও একবার অনুপস্থিত থাকায় তার ১০ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের তরুণ তুর্কি রডরিগো। বিশ্বকাপের শেষ আট থেকে বিদায়ের সাথে সাথে তিতের দায়িত্ব ছাড়ার পর ব্রাজিলের নতুন অস্থায়ী কোচ হিসেবে মেনজেসকে নিয়োগ করা হয়। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) আশা করছে সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু হবার আগে নতুন কোচের নাম ঘোষনা করা হবে। ব্রাজিলিয়ান সংবাদ মাধ্যমে সূত্রমতে সিবিএফ'র পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের বর্তমান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। যদিও ইউরোপীয়ান মরশুম শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভবিষ্যত প্রসঙ্গে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন না বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন আনচেলত্তি। মরক্কোর ইবনে বতুতা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর আগে দুই দলই কিংবদন্তী ফুটবলার পেলের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। গত ডিসেম্বরে ৮২ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন ব্রাজিলিয়ান 'কালোমানিক' খ্যাত পেলে। এর আগে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলা দুটি ম্যাচেই পরাজিত হয়েছিল মরক্কো। ১৯৯৭ সলে প্রীতি ম্যাচটিতে ২-০ এবং ১৯৯৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ৩-০ গোলে জয়ী হয়েছিল সেলেসাওরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615